ADVENTURES

OF

TELEMACHUS

FIRST SIX BOOKS

TRANSLATED INTO BENGALI

BY

LATE RAJKRISHNA BANERJEA.

SIXTEENTH EDITION,

THOROUGHLY REVISED.

টেলিমেকস

প্রথম ছয় সর্গ

রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

বাঙ্গলা ভাষায় অনুবাদিত।

ষোড়শ সংস্করণ,

সম্পূর্ণরূপে সংশোধিত।

CALCUTTA:

PUBLISHED BY THE SANSKRIT PRESS DEPOSITORY,

No. 30, CORNWALLIS STREET.

1909.

Price Twelve Annas. মূল্য বার আনা।

ADVENTURES

OF

TELEMACHUS

FIRST SIX BOOKS

TRANSLATED INTO BENGALI

BY

LATE RAJKRISHNA BANERJEA.

SIXTEENTH EDITION

THOROUGHLY REVISED.

টেলিমেকস

প্রথম ছয় সর্গ

রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

বাঙ্গলা ভাষায় অনুবাদিত।

ষোড়শ সংস্করণ,

সম্পূর্ণরূপে সংশোধিত।

CALCUTTA:

PUBLISHED BY THE SANSKRIT PRESS DEPOSITORY,

No. 30, CORNWALLIS STREET.

1909.

পঞ্চদশ সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

এই সংস্করণে টেলিমেকস আদ্যোপান্ত সংশোধিত হইল। পাঠকগণের অনায়াসে অর্থবোধের নিমিত্ত অনেক সমস্তপদ বিচ্ছিন্ন করা হইয়াছে, এবং কতকগুলি স্থল বালকগণের পাঠের অনুপযুক্ত বিবেচনায় পরিত্যক্ত হইয়াছে। বোধ হয় ঐ সকল পরিবর্ত্তন পাঠকবর্গের মনোনীত হইবে।

কলিকাতা।
২২শে চৈত্র, সন ১৩১৪ } শ্রীরাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

ফরাসিদেশীয় সুপ্রসিদ্ধ ফেনেলন পরম প্রাজ্ঞ পরম পণ্ডিত ও পরম ধার্ম্মিক ছিলেন। ফ্রান্সের তৎকালীন অধিপতি চতুর্দ্দশ লুই তাঁহার উপর নিজ পৌত্রের বিদ্যা ও নীতি শিক্ষার ভার প্রদান করেন। ঐ বালক অত্যন্ত উদ্ধত উচ্ছৃঙ্খল এবং বিদ্যা ও নীতি শিক্ষা বিষয়ে নিতান্ত অমনোযোগী ছিলেন। ফেনেলন উপাখ্যানচ্ছলে তাঁহাকে নীতিশিক্ষা করাইবার নিমিত্ত টেলিমেকস রচনা করেন। এই গ্রন্থ এত উত্তম যে, ফরাসি ভাষায় এক অত্যুৎকৃষ্ট মহাকাব্য বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে এবং ইউরোপীয় যাবতীয় ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে। এরূপ উৎকৃষ্ট গ্রন্থ বাঙ্গলা ভাষায় অনুবাদিত হইলে অনেক উপকার দর্শিতে পারে এই বিবেচনায় কতিপয় বিশেষ বন্ধুর সবিশেষ অনুরোধে আমি ইঙ্গরেজী অনুবাদ দৃষ্টে ফেনেলনের গ্রন্থ অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হই। কিন্তু প্রবৃত্ত হইয়া অল্প দিনের মধ্যেই আমি বিলক্ষণ বুঝিতে পারিলাম আমার যেরূপ ক্ষমতা ও বাঙ্গলা ভাষার যেরূপ অবস্থা তাহাতে বাঙ্গলা অনুবাদে তদীয় গ্রন্থের চমৎকারিত্ব ও মনোহারিত্ব রক্ষা করা কোনও মতেই সম্ভাবিত নহে। ফলতঃ, আমি সবিশেষ পর্য্যালোচনা না করিয়াই এই দুরূহ ব্যাপারে হস্তার্পণ করিয়াছিলাম এবং কিয়ৎ দূর অনুবাদ করিয়া এই দুঃসাধ্য অধ্যবসায় হইতে নিবৃত্ত হওয়াও স্থির করিয়াছিলাম। অবশেষে অনেকের অনুরোধে নিবৃত্ত হইতে না পারিয়া সম্পূর্ণ সঙ্কুচিত ও সংশয়ারূঢ় চিত্তে কয়েক সর্গের অনুবাদ করিয়াছি, তন্মধ্যে আপাততঃ প্রথম তিন সর্গমাত্র মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল। যাঁহারা মূল গ্রন্থ অথবা তদীয় ইঙ্গরেজী অনুবাদ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা এই বাঙ্গলা অনুবাদ পাঠ করিয়া আমাকে অপরাধী করিবেন সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ, যে সমস্ত গুণ থাকাতে ফেনেলনের গ্রন্থ সর্ব্বত্র নির্ব্বিবাদে এইরূপ আদরণীয় হইয়াছে, বাঙ্গলা

অনুবাদে সে সমস্ত গুণের কোনও লক্ষণ লক্ষিত হইবে এরূপ বোধ হয় না। যাহা হউক, পাঠকবর্গের নিকট বিনয়বাক্যে আমার প্রার্থনা এই যে, ফেনেলনের গ্রন্থপাঠে যে অনির্ব্বচনীয় প্রীতি ও অসাধারণ উপকার লাভ হয়, তাঁহারা এই অকিঞ্চিৎকর অনুবাদে তাহা প্রত্যাশা না করেন।

এই অনুবাদ অবিকল নহে; আমার ক্ষমতা ও বাঙ্গলা ভা[illegible] অবস্থা অনুসারে যত দূর সম্ভবিতে পারে, ইহাতে মূল গ্রন্থের ত[illegible] পর্য্যমাত্র সঙ্কলিত হইয়াছে। এ স্থলে ইহা উল্লেখ করা আবশ্[illegible] শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় পরিশ্রম স্বীকার করিয়া অনুবাদের আদ্যোপান্ত সংশোধন করিয়া দিয়াছেন।

ফেনেলন এ রূপে উপাখ্যানের আরম্ভ করিয়াছেন যে, পূর্ব্ব বৃ[illegible] অবগত না থাকিলে এতদ্দেশীয় পাঠকবর্গের পক্ষে গ্রন্থের আরম্ভভাগ সম্যক্ বোধগম্য হইবার বিষয় নহে, এই নিমিত্ত পূর্ব্ব বৃত্তান্ত উপক্রমণিকাস্বরূপে সংক্ষেপে সঙ্কলিত হইল।

কলিকাতা।
২৪শে জ্যৈষ্ঠ, সন ১২৬৫। } শ্রীরাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

চতুর্দ্দশ সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

এই সংস্করণে টেলিমেকস আদ্যোপান্ত সংশোধিত হইল। অস্পষ্ট অসংলগ্ন বা দুরূহ স্থল গুলি নূতন রচিত ও স্থলবিশেষে আবশ্যকবোধে রচনাপ্রণালী পরিবর্ত্তিত হইয়াছে; বোধ হয় পাঠকবর্গ তাহাতে সন্তোষলাভ করিবেন।

কলিকাতা।
২৭শে কার্ত্তিক, সন ১৩১৪। } শ্রীরাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

টেলিমেকস।

উপক্রমণিকা।

ট্রয়ের অধিপতি রাজা প্রায়মের হেক্টর ও পারিস নামে দুই পুত্র ছিলেন। পারিস গ্রীস দেশের অন্তঃপাতী স্পার্টা নগরে উপস্থিত হইলে তত্রত্য রাজা মেনেলেয়স তাঁহার অভ্যাগতোচিত সৎকার করিলেন। পারিস তদীয় আবাসে পরম সমাদরে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। মেনেলেয়সের মহিষী হেলেন পরম সুন্দরী ছিলেন। তৎকালে ভূমণ্ডলে তাঁহার তুল্য রূপলাবণ্যবতী রমণী আর কেহ ছিল না। ক্রমে ক্রমে পারিসের সহিত তাঁহার সাতিশয় সদ্ভাব ও প্রণয় জন্মিল। সেই সময়ে মেনেলেয়স কার্য্য বশতঃ ক্রীট দ্বীপে গমন করিলে, পারিস তদীয় অনুপস্থিতিরূপ সুযোগ দেখিয়া রাজমহিষী অপহরণ পূর্ব্বক স্বদেশে পলায়ন করিলেন। কিছু দিন পরেই মেনেলেয়স ক্রীট হইতে প্রত্যাগত হইলেন এবং পারিসের এইরূপ অদৃষ্টচর ও অশ্রুতপূর্ব্ব কৃতঘ্নতা ও বিশ্বাস ঘাতকতা দর্শনে সাতিশয় কুপিত হইয়া প্রতীকার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি পারিসের নামে অভিযোগ ও নিজ মহিষীর প্রত্যানয়ন করিবার উদ্দেশে ইউলিসিসের সমভিব্যাহারে ট্রয় নগরে গমন করিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। অধিকন্তু ট্রয় বাসীরা তাঁহাদিগের উভয়ের প্রাণ বধের উদ্যম করিয়াছিল।

তাঁহারা স্বদেশে প্রত্যাগত হইলে এই বৃত্তান্ত গ্রীস দেশের

সর্ব্বাংশে প্রচারিত হইল। তখন গ্রীসদেশীয় নরপতি গণ মেনেলেয়সের এই অপমানকে স্বদেশীয় সর্ব্ব সাধারণের অপমান জ্ঞান করিয়া সমুচিত প্রতিফল প্রদানে কৃতনিশ্চয় হইলেন। তদনুসারে স্বল্প সময়ের মধ্যেই অসংখ্য সৈন্য সংগ্রহ ও বহুসংখ্যক সমর পোত সজ্জিত করিয়া গ্রীস দেশীয় নরপতি গণ ট্রয় নগর আক্রমণ করিলেন। দশবার্ষিক সংগ্রামের পর ট্রয় নগর নিপাতিত ও ভস্মাবশেষীকৃত হইল। এই দীর্ঘকালীন সংগ্রামে গ্রীস দেশীয় অনেক রাজা প্রাণ ত্যাগ করিয়াছিলেন; অবশিষ্টেরা হতাবশিষ্ট স্ব স্ব সৈন্য লইয়া স্বদেশে প্রতিগমন করিলেন। ক্রমে ক্রমে প্রায় সকলেই নিজ রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন; কিন্তু বহু কাল অতীত হইল ইউলিসিস প্রত্যাগমন করিলেন না। ইউলিসিসের পুত্র্র টেলিমেকস সাতিশয় পিতৃ পরায়ণ ছিলেন। তিনি পিতার অনাগমনে বৎপরোনাস্তি দুঃখিত ও উৎকণ্ঠিত হইয়া ট্রয় হইতে প্রত্যাগত নরপতিদিগের নিকট তাঁহার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, কিন্তু কেহই কিছু বলিতে পারিলেন না। অবশেষে তিনি নিতান্ত কাতর ও একান্ত অধৈর্য্য হইয়া তাঁহার অন্বেষণার্থে নির্গত হইবার মানস করিলেন। মিনর্ব্বা দেবী ইউলিসিস ও তাঁহার পুত্র্রকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন; টেলিমেকস অতি অল্পবয়স্ক, পিতার অন্বেষণে নির্গত হইলে নানা স্থানে বিপদে পড়িবার সম্ভাবনা আছে এজন্য তিনি তাঁহার এই উদ্যম নিবারণ করা আবশ্যক বিবেচনা করিলেন; কিন্তু দেবীর আকারে আবির্ভূত না হইয়া, ইউলিসিসের মেণ্টর নামে যে এক পরম বন্ধু ছিলেন, তদীয় আকার অবলম্বন পূর্ব্বক টেলিমেকসের নিকটে আগমন করিলেন এবং তাঁহার পিতৃ অন্বেষণে নির্গত হওয়া যে অত্যন্ত অসংসাহসিকতা ও যার পর নাই অবিমৃশ্যকারিতার কর্ম্ম হইতেছে ইহা নানা প্রকারে বুঝাইতে লাগিলেন; কিন্তু পিতৃ বৎসল টেলিমেকস কোনও মতেই নিবৃত্ত হইলেন না। অনন্তর মেণ্টর রূপ ধারিণী মিনর্ব্বা দেবী স্নেহ বশীভূতা হইয়া সহচর ভাবে তৎ-

সমভিব্যাহারে প্রস্থান করিলেন। টেলিমেকস নানা স্থানে নানা বিপদে পড়িয়াছিলেন, মিনর্ব্বা দেবীর অনুগ্রহে সেই সকল বিপদ্ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া অবশেষে কালিপ্সোনাম্নী এক উপদেবীর বাস দ্বীপ সমীপে পোত ভঙ্গ ঘটিয়া জল মগ্ন হইলেন, এবং বহু ক্লেশে প্রাণ রক্ষা করিয়া স্বীয় সহচর সমভিব্যাহারে পূর্ব্বোক্ত দ্বীপে উপনীত হইলেন।

ইউলিসিস গৃহ প্রত্যাগমন কালে পথিমধ্যে নানা স্থানে নানা বিপদে পড়িয়াছিলেন; অবশেষে যান ভঙ্গ দ্বারা জল মগ্ন হইয়া ফলক মাত্র অবলম্বন পূর্ব্বক ভাসিতে ভাসিতে দশ দিবসের পর কালিপ্সো দেবীর বাস দ্বীপে উপনীত হন। দেবী তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া সাতিশয় আহ্লাদিতা হন এবং, যদি তুমি আমার পাণিগ্রহণ করিয়া আমার সহবাসে কাল যাপন করিতে সম্মত হও, তাহা হইলে আমি তোমাকে অমরত্ব ও স্থির যৌবন প্রদান করিব, ইত্যাদি অনেকবিধ প্রলোভন দ্বারা মোহিত করিয়া তাঁহাকে আপন দ্বীপে রাখিবার নিমিত্ত অশেষ প্রয়াস পান; কিন্তু ইউলিসিসের স্বদেশানুরাগ ও পরিবার স্নেহ এত প্রবল ছিল যে, দেবী কর্ত্তৃক অশেষ প্রকারে প্রলোভিত হইয়াও স্বদেশের ও স্বীয় পরিবারের মায়া পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। যাহা হউক, তিনি দেবীর মায়ায় মুগ্ধ ও প্রণয়পাশে বদ্ধ হইয়া তথায় আট বৎসর অবস্থিতি পূর্ব্বক টেলিমেকসের উপনীত হইবার অল্প কাল পূর্ব্বেই দ্বীপ হইতে প্রস্থান করেন। দেবী তদীয় অদর্শনে সাতিশয় শোকাভিভূত হইয়াছিলেন এবং যৎকালে টেলিমেকস উপস্থিত হইলেন তখন পর্য্যন্তও শান্ত ও সুস্থির হইতে পারেন নাই।

টেলিমেকস।

প্রথম সর্গ।

ইউলিসিস প্রস্থান করিলে কালিপ্সো তাঁহার বিরহে নিতান্ত কাতর হইয়াছিলেন এবং সর্ব্বদাই এই আক্ষেপ করিতেন, হায়! কেন আমি অমর হইয়াছিলাম; অমর হইয়া চিরকাল কেবল যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইল; কখনও যে এই দুঃসহ যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ পাইব তাহার সম্ভাবনা নাই। তদবধি তিনি মৌনাবলম্বন করিয়া একাকিনী অশ্রুপূর্ণ নয়নে কাল যাপন করিতেন, কাহারও সহিত বাক্যালাপ করিতেন না। তাঁহার পরিচারিকা অপ্সরাগণ নিস্তব্ধ হইয়া দূরে দণ্ডায়মান থাকিত, সাহস করিয়া সম্মুখে আসিয়া সম্ভাষণ করিতে পারিত না। তদীয় আবাস দ্বীপে সতত বসন্ত ঋতুর আবির্ভাব ছিল; সুতরাং উপবনবর্ত্তী তরু ও লতা সকল নিরন্তর নব পল্লবে ও পুষ্প ফলে সুশোভিত থাকিত। তিনি নিতান্ত অধীর হইয়া শোকাপনোদন মানসে সর্ব্বদাই একাকিনী সেই পরম রমণীয় উপবনে ভ্রমণ করিতেন; কিন্তু তদ্দ্বারা তদীয় বিরহানল নির্ব্বাপিত না হইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা প্রবল ও প্রদীপ্ত হইয়া উঠিত। কখনও কখনও তিনি চিত্রার্পিতের ন্যায় নিস্পন্দ নয়নে অর্ণব তীরে দণ্ডায়মান থাকিতেন এবং যে দিকে প্রিয়তমের অর্ণব যান ক্রমে ক্রমে দৃষ্টি পথের বহির্ভূত হইয়াছিল, সেই দিক্ নিরীক্ষণ করিতে করিতে তাঁহার নয়ন যুগল হইতে অনবরত বাষ্পবারি বিগলিত হইত।

এক দিন তিনি সমুদ্র তটে দণ্ডায়মান আছেন, এমন সময়ে দেখিতে পাইলেন রজ্জু, কর্ণ, ক্ষেপণী প্রভৃতি অর্ণব যান সম্পর্কীয় কতিপয় সামগ্রী সম্মুখে জলে ভাসিতেছে। তদ্দর্শনে তিনি বুঝিতে পারিলেন অনতিদূরে কোনও অর্ণব যান জল মগ্ন হইয়াছে। কিঞ্চিৎ পরেই অর্ণব প্রবাহ মধ্যে দুই পুরুষ দেখিতে পাইলেন; বোধ হইল এক জন বৃদ্ধ ও এক জন যুবা। কিয়ৎ ক্ষণ স্তব্ধ নয়নে নিরীক্ষণ করিয়া তিনি ঐ যুবার অবয়বে ইউলিসিসের সম্পূর্ণ সাদৃশ্য লক্ষিত করিলেন। অব্যাহত দৈবশক্তি প্রভাবে তিনি অবিলম্বেই সেই যুবা পুরুষকে ইউলিসিসের পুত্র টেলিমেকস বলিয়া জানিতে পারিলেন, কিন্তু সেই বৃদ্ধ পুরুষ কে, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। দেবতা দিগের এই ক্ষমতা আছে যে, আপন অপেক্ষা নিকৃষ্ট দেবতার নিকট যাহা ইচ্ছা গোপন করিতে পারেন। মিনর্ব্বা দেবী মেণ্টরের রূপ ধারণ করিয়া টেলিমেকসের সহচর হইয়া আসিয়াছিলেন; তাঁহার এই ইচ্ছা ছিল, কেহ তাঁহাকে চিনিতে না পারে। কালিপ্সো মিনর্ব্বা অপেক্ষা লঘু দেবতা, সুতরাং প্রধান দেবতা মিনর্ব্বার অভিপ্রায়ই সম্পন্ন হইল। কালিপ্সো টেলিমেকসকে পাইয়া ইউলিসিসকে পুনঃ প্রাপ্ত বোধ করিলেন এবং মনে মনে স্থির করিলেন তদীয় সমাগম দ্বারা প্রিয়তমের বিরহ সন্তাপ সংবরণ করিবেন; এই নিমিত্ত তাঁহার তাদৃশ দুরবস্থা দর্শনে দুঃখিত না হইয়া বরং বিলক্ষণ আহ্লাদিত হইলেন।

টেলিমেকস ও তাঁহার সহচর তীরে উত্তীর্ণ হইবামাত্র, কালিপ্সো তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত ব্যগ্র চিত্তে অগ্রসর হইলেন এবং যেন চিনিতেই পারেন নাই এইরূপ ভান করিয়া কহিতে লাগিলেন, তুমি কে, কি সাহসে এই দ্বীপে উপনীত হইলে? তুমি কি জান না যে, অনুমতি ব্যতিরেকে যে যখন আমার অধিকারে আসিয়াছে কেহই সমুচিত প্রতিফল না পাইয়া প্রতিগমন করে নাই? টেলিমেকসের সমাগম লাভ দ্বারা তাঁহার যে অনির্ব্বচনীয় আন্তরিক

আনন্দের উদয় হইয়াছিল তাহার গোপন নিমিত্তই তিনি এইরূপ কৃত্রিম কোপের আবিষ্কার ও তিরস্কার করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহা কোনও ক্রমেই গোপিত রহিল না, তদীয় মুখ মণ্ডলে সুস্পষ্ট লক্ষিত হইতে লাগিল। টেলিমেকস উত্তর করিলেন, তুমি দেবতাই হও বা দেবতার আকারোপলক্ষিতা মানবীই হও, যে কেন হও না, তোমার হৃদয় কখনও পাষাণময় নয়। যে ব্যক্তি অনুদ্দিষ্ট পিতার অন্বেষণার্থ, জীবিতাশায় বিসর্জ্জন দিয়া, সাহস মাত্র সহায় করিয়া, এক মাত্র সহচর সমভিব্যাহারে অশেষ সঙ্কট সঙ্কুল দুস্তর জলধি তরঙ্গে আত্ম সমর্পণ করিয়াছে এবং অবশেষে দৈব দুর্ব্বিপাক বশতঃ জল মগ্ন হইয়া, সৌভাগ্য বলে তোমার অধিকারে আসিয়া বহু কষ্টে প্রাণ রক্ষা করিয়াছে, তাহার দুঃখে কি তুমি দুঃখিত হইবে না ?

কালিপ্সো জিজ্ঞাসা করিলেন, কে তোমার পিতা ? টেলিমেকস কহিলেন, যিনি ট্রয় নগর ক্রমাগত দশ বৎসর অবরুদ্ধ রাখিয়া পরিশেষে ভস্মাবশেষ করেন, যিনি স্বীয় শৌর্য্যে ও অপ্রতিহত বুদ্ধিশক্তি প্রভাবে আশিআ দেশের শেষ সীমা পর্য্যন্ত আপন নাম বিখ্যাত করিয়াছেন, তিনি আমার পিতা, তাঁহার নাম ইউলিসিস, তিনি এক জন গ্রীস দেশীয় রাজা। তিনি ট্রয় নগরের নিপাত করিয়া, স্বদেশ প্রত্যাগমনাভিলাষে অর্ণব পোতে অধিরূঢ় হইয়া, দুস্তর সাগর পথের পান্থ হইয়াছেন। তদবধি আর তাঁহার কোনও সংবাদ পাই নাই। তদীয় অর্ণব পোত বায়ু বেগ বশে অনায়ত্ত হইয়া অদ্যাপি ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে, অথবা এক বারেই সাগর গর্ভে প্রবেশ করিয়াছে তাহার নির্ণয় নাই। তাঁহার অদর্শনে তদীয় প্রজাগণ সাতিশয় শোকাকুল হইয়াছে; আমার জননী, তাঁহার পুনর্দ্দর্শনে নিতান্ত নিরাশ্বাস হইয়া, অহোরাত্র হাহাকার করিতেছেন; আমিও সেইরূপ নিরাশ্বাস হইয়াছি বটে, কিন্তু এক বারেই আশা পরিত্যাগ করিতে না পারিয়া, তাঁহার অন্বেষণার্থে দেশে দেশে পর্য্যটন করিতেছি। হায় ! আমি দুরাশা গ্রস্ত হইয়া

তাঁহার অন্বেষণ করিতেছি বটে, কিন্তু হয় ত, আমাদিগের দুর্ভাগ্য ক্রমে, তিনি এত দিন মহাভীষণ অর্ণব প্রবাহের কুক্ষিগত হইয়াছেন। ভগবতি! অপ্রতিহত দৈবশক্তি প্রভাবে ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান কিছু মাত্র তোমার অবিজ্ঞাত নাই; অতএব প্রসন্না হইয়া বল, আমার পিতা অদ্যাপি নরলোকে বিদ্যমান আছেন, কি এ জন্মের মত এক বারেই অদর্শন প্রাপ্ত হইয়াছেন?

টেলিমেকসের এইরূপ বাগ্মিতা, বিজ্ঞতা, ও পূর্ণ যৌবন দর্শনে কালিপ্সো চমৎকৃত ও মোহিত হইলেন। তিনি তাঁহাকে বহু ক্ষণ এক দৃষ্টে নিরীক্ষণ করিলেন, তথাপি তাঁহার নয়ন যুগল অপরিতৃপ্তই রহিল। তিনি কিয়ৎ ক্ষণ নিস্তব্ধ ও স্পন্দ হীন হইয়া রহিলেন; পরিশেষে কহিলেন, আমি তোমাকে তোমার পিতৃ বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত অবগত করিব, কিন্তু সেই বৃত্তান্ত বর্ণন বহু ক্ষণ সাধ্য, অতএব অগ্রে তুমি ও তোমার সহচর উভয়ে শ্রান্তি দূর কর। বলিতে কি, আমি তোমাকে নিজ পুত্রের ন্যায় আপন আবাসে রাখিব; এই বিজন স্থানে তুমি আমার হৃদয়ানন্দদায়ী হইবে; আর যদি ইচ্ছা করিয়া দুঃখ ভাগী হইতে না চাও, যাবজ্জীবন আমার স্নেহাস্পদ হইয়া পরম সুখে কালহরণ করিতে পারিবে।

এই বলিয়া সেই দেবী, মৃদু হাসিনী মধুর ভাষিণী পূর্ণযৌবনা পরম সুন্দরী সহচরীগণে পরিবেষ্টিতা হইয়া স্বস্থানাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। টেলিমেকস তাঁহার অনুপম রূপ লাবণ্য, মনোহর বেশ ভূষা, আলুলায়িত কেশপাশ, নয়ন যুগলের অনির্ব্বচনীয় চটুলতা ও মাধুরী দর্শনে চমৎকৃত ও মোহিত হইয়া তাঁহার অনুগামী হইলেন; মেণ্টরও মৌনাবলম্বী ও অধোদৃষ্টি হইয়া টেলিমেকসের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। কন্দর সমীপে উপস্থিত হইলে, টেলিমেকস তাহার পরম রমণীয় শোভা সন্দর্শনে চমৎকৃত হইলেন। তথায় সুবর্ণ, রজত, বা সুচারু প্রস্তর নির্ম্মিত কোনও বস্তু নাই, সুশোভিত স্তম্ভ নাই, বিচিত্র চিত্রপট

নাই, সুঘটিত প্রতিমূর্ত্তি নাই, কেবল পর্ব্বত কাটিয়া কয়েকটি মাত্র গৃহ প্রস্তুত হইয়াছে; ঐ সকল গৃহের অভ্যন্তর ভাগ কেবল শঙ্খ, শম্বুক, ও উপল খণ্ডে মণ্ডিত; অভিনব পল্লব শোভিত দ্রাক্ষালতা দ্বার দেশের আচ্ছাদ বস্ত্রের কার্য্য সম্পাদন করিতেছে; শীতল সুগন্ধ গন্ধবহের মন্দ মন্দ সঞ্চার দ্বারা সূর্য্যের আতপ অনুভূত হইতেছে না; ক্ষুদ্র তরঙ্গিণী সকল, মনোহারী ঝর্ঝর নিনাদ দ্বারা জীব গণের অনির্ব্বচনীয় আনন্দ সম্পাদন করত, বিবিধ কুসুম শোভিত কাননের মধ্য দিয়া চতুর্দ্দিক্ ভ্রমণ করিতেছে। কন্দরের অনতিদূরে এক বন আছে, তত্রত্য পাদপ সমূহে কুসুম রাশি সতত বিকসিত হইয়া থাকে, সেই সকল কুসুমের সুষমা দর্শনে দর্শনেন্দ্রিয়ের, ও অমৃতায়মান সৌরভের আঘ্রাণে ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের, চরিতার্থতা লাভ হয়। ঐ সমস্ত কুসুম পরিণামে অমৃতাস্বাদ পরিপূরিত ফল প্রসব করে। বনের অসূর্য্যম্পশ্য ভূভাগে বিহঙ্গম গণের শ্রুতিসুখাবহ কলরব ও জল প্রপাতের কলকল ধ্বনি ব্যতিরিক্ত আর কিছুই শ্রবণ গোচর হয় না।

কালিপ্সো এইরূপে টেলিমেকসকে স্বীয় আবাস ক্ষেত্রের শোভার আতিশয্য দর্শন করাইয়া কহিলেন, তুমি এখন যাও, আর্দ্র বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া শ্রান্তি দূর কর; পরে তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আমি তোমার সমক্ষে এরূপ বিষয় সকল বর্ণন করিব যে, তৎশ্রবণে তোমার যে কেবল কর্ণ সুখ লাভ হইবে এমন নহে, তোমার হৃদয়ও দ্রবীভূত হইবে। অনন্তর তাঁহাকে সহচর সমভিব্যাহারে স্বীয় বাস গৃহের পার্শ্ববর্ত্তী এক অতি নির্জ্জন গৃহে প্রবেশ করিতে আদেশ দিলেন। তাঁহারা তথায় প্রবিষ্ট হইয়া দৃষ্টি করিলেন দেবীর সহচরীগণ তাঁহাদের নিমিত্ত মনোহর পরিচ্ছদ সজ্জীকৃত করিয়া রাখিয়াছে, জল মজ্জন নিবন্ধন তাঁহাদের শরীরের যে ক্লান্তি ও বৈকল্য জন্মিয়াছিল উত্তাপ সেবা দ্বারা তাহা দূর করিবেন, এই অভিপ্রায়ে সুগন্ধি ইন্ধন দ্বারা অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়াছে এবং তদ্দ্বারা সমস্ত

গৃহ আমোদিত হইয়া আছে। টেলিমেকসের নিমিত্ত যে সুচারু পরিচ্ছদ প্রস্তুত করা ছিল তাহার সৌষ্ঠব ও সৌন্দর্য্যের আতিশয্য দেখিয়া তিনি অপরিসীম হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন। যাহা বস্তুতঃ অকিঞ্চিৎ-কর কিন্তু আপাত মনোরম, অপরিণামদর্শী যুবা পুরুষেরা এরূপ বিষয়ে সহসা আকৃষ্ট ও মুগ্ধ হইয়া থাকেন।

মেণ্টর তাঁহার চিত্ত দৌর্ব্বল্য অবলোকন করিয়া এই বলিয়া ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন, টেলিমেকস! এরূপ অকিঞ্চিৎকর বিষয়ে আসক্তি প্রদর্শন করা কি ইউলিসিসের পুত্রের যোগ্য কর্ম্ম? দৈব নিগ্রহ অতিবর্ত্তন করিতে ও পিতার ন্যায় সৎপথাবলম্বী হইতে তৎপর হও। যে অনভিজ্ঞ যুবক, অবোধ নারীর ন্যায়, শরীরের বেশ ভূষায় অনুরক্ত, সে জ্ঞান ও প্রতিপত্তি লাভে এক বারে জলাঞ্জলি দেয়। যাহারা অকাতরে ক্লেশ পরম্পরা সহ্য করে এবং অকিঞ্চিৎকর সুখ সম্ভোগের মস্তকে পদার্পণ করিতে পারে, তাহারাই যথার্থ জ্ঞানী ও তাহারাই প্রতিপত্তি ভাজন হয়।

টেলিমেকস দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক উত্তর করিলেন, যদি আমি কখনও অকিঞ্চিৎকর ভোগ-সুখের পরতন্ত্র হই, তাহা হইলে, দেবতারা যেন আমাকে তৎক্ষণাৎ উৎসন্ন করেন। তুমি নিশ্চিত জানিবে ইউলিসিসের পুত্র কখনও তুচ্ছ সুখে প্রলোভিত হইবে না। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখ, দেবতারা কি দয়াময়! এরূপ ঘোর বিপত্তির সময় তাঁহারা আমাদিগকে এই করুণার্দ্রচিত্ত দেবীর বা মানবীর আশ্রয় ঘটাইয়া দিলেন, এবং তিনিও আমাদিগের ক্লেশ বিমোচনার্থ অশেষপ্রকার যত্ন করিতেছেন। মেণ্টর কহিলেন, তুমি ঐ পিশাচীর আপাত মনোহর সদ্ব্যবহার দর্শনে প্রীত হইতেছ বটে, কিন্তু এক বার উহার মায়াজালে পতিত হইলে তোমার সর্ব্বনাশ হইবে; অতএব তুমি সাবধান হও। সমুদ্রের মধ্যগত যে পর্ব্বতে সংঘটিত হইয়া তোমার প্রবহণ বিনষ্ট হইয়াছে এই মায়াবিনীর

মোহময় মিষ্ট বাক্য তদপেক্ষা ভয়ঙ্কর জ্ঞান করিবে। তুমি সতত এই সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া রাখিবে যে, যে সুখাসক্তি দ্বারা ধর্ম্ম ভ্রংশ হয়, তাহা মৃত্যু বা তৎসদৃশ অন্য কোনও অনিষ্টাপাত অপেক্ষা অধিক ভয়ানক। যুবা ব্যক্তি যৌবন কাল সুলভ অভিমান বশতঃ মনে করে, সে সকল বিষয়েই কৃতকার্য্য হইতে পারিবে, কিছুই তাহার সাধ্যাতীত নহে। সে চতুর্দিক্ বিপদাকীর্ণ দেখিয়াও আপনাকে নিরাপদ্ জ্ঞান করে এবং স্বার্থ পরায়ণ ধূর্ত্ত লোকের আপাত মনোরম প্রতারণা বাক্য অসন্দিহান চিত্তে শ্রবণ ও অনুমোদন করে। তুমি সর্ব্বদা সতর্ক থাকিবে যেন কালিপ্সোর প্রলোভন বচন বৈচিত্রে মুগ্ধ না হও। উহাকে কুসুমচ্ছন্ন ভুজঙ্গী ও অমৃতমুখ বিষকলস প্রায় জ্ঞান করিবে। তুমি কদাচ আত্ম বুদ্ধি ও আত্ম বিবেচনা অনুসারে চলিবে না, আমি যখন যে উপদেশ দিব তদনুবর্ত্তী হইয়া চলিবে, নতুবা তোমার বিপদের সীমা থাকিবে না; আমি তোমাকে সময়ে সাবধান করিয়া দিলাম।

এ দিকে অপর গৃহে কালিপ্সো তাঁহাদের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষায় রহিয়াছেন। তাঁহারা পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিয়া সেই গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, দেবীর সহচরীগণ রমণীয় বেশ ভূষা সমাধান করিয়া অশেষবিধ সুরস অন্ন ব্যঞ্জন পরিবেশন করিতেছেন। তাঁহারা আহার করিতে বসিলেন। ইত্যবসরে অপর চারি জন কোকিলকণ্ঠী সহচরী মধুর বীণাবাদন করিয়া তান লয় বিশুদ্ধ স্বর সংযোগে সুরাসুর সংগ্রাম প্রভৃতি বিবিধ বিষয়িণী গীতি আরম্ভ করিলেন; পরিশেষে ট্রয় নগরীয় যুদ্ধ বৃত্তান্তের উল্লেখ করিয়া গীতিচ্ছলে ইউলিসিসের অপ্রতিম শৌর্য্য ও অসাধারণ বুদ্ধিশক্তির ভূয়সী প্রশংসা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। পিতৃ নাম শ্রবণ মাত্র পিতৃ ভক্ত টেলিমেকসের নয়ন যুগল বাষ্প বারি বর্ষণ করিতে লাগিল; তদ্দ্বারা তাঁহার বদন সুধাকর অনির্ব্বচনীয় শোভা সম্পন্ন হইল। কালিপ্সো টেলিমেকসকে সাতিশয় কাতর,

শোকা তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হইতে পারেন ইহা সবিশেষ অবগত
করিলে মিত্ত, তিনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, টেলিমেকস! কি
বিষয় সং তোমার পোত ভঙ্গ হইল এবং কি প্রকারেই বা তুমি এই
ভোজন হইলে, সবিশেষ সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন কর; সমুদায়
গিয়া কহিতে ল আমার অতিশয় ঔৎসুক্য জন্মিয়াছে। টেলিমেকস
প্রতি কেমন অনু দুরবস্থার উপাখ্যান অতি বিস্তৃত, এখন বর্ণন
মানবী নহি; কখনও কোনও া কহিলেন, যত কেন বিস্তৃত হউক
দ্বারা দূষিত করিতে পারে না; অধৈর্য্য হইয়াছি; অতএব ত্বরায়
দণ্ড পাইয়া থাকে। কিন্তু দেখ, কর। এই রূপে বারংবার অনুরুদ্ধ
পদ স্পর্শ দ্বারা দূষিত করিয়াছ, তথা ীয় প্রার্থনা উল্লঙ্ঘন করিতে না
তুমি পোত ভঙ্গ নিবন্ধন ঘোর দুরবস্থায়
যদি তদপেক্ষা গুরুতর অন্য কোনও কা র, যে সকল গ্রীক রাজারা
হইত, তাহা হইলে আমি কোনও ক্রমে স্বদেশে প্রতিগমন করিয়া-
করিতাম না। তোমার পিতাও তোমার ন্যায় আমার অনুগ্রহ নিমিত্ত আমি
হইয়াছিলেন; কিন্তু কি দুঃখের বিষয়! অনুগৃহীত হইয়াও বুদ্ধি ও বিবেচনার দোষে অনুগ্রহের ফল ভোগী হইতে পারিলেন না। আমি তাঁহাকে এই দ্বীপে অনেক দিন রাখিয়াছিলাম। তিনি অমরত্ব লাভ করিয়া চির কাল আমার সহবাসে পরম সুখে কাল যাপন করিতে পারিতেন; কিন্তু স্বদেশ প্রতিগমনে একান্ত লোলুপ হইয়া ঈদৃশ অসুলভ সুখ সম্ভোগে বঞ্চিত হইয়াছেন। তিনি যে স্বদেশের স্নেহে অন্ধ হইয়া আপনার এরূপ অপকার করিয়াছেন, কখনও যে সেই স্বদেশে প্রতিগমন করিতে পারিবেন তাহার সম্ভাবনা নাই। তিনি, এখানে থাকিতে কোনও ক্রমেই সম্মত না হইয়া, আমার অনুরোধ লঙ্ঘন করিয়া প্রস্থান করিলেন; কিন্তু তিনি আমার যেমন অবমাননা করিয়াছেন, তেমনই প্রতিফল পাইয়াছেন। যে পোতে আরোহণ করিয়া প্রস্থান করিয়াছিলেন, তাহা তৎসহিত অর্ণব গর্ভে

মোহময় মিষ্ট বাক্য তদপেক্ষা ভয়ঙ্কর জ্ঞান করিবে। তুমি সতত সিংহা-
সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া রাখিবে যে, যে সুখাসক্তি দ্বারা ধর্ম্ম ভ্রংশ শুনিয়া
তাহা মৃত্যু বা তৎসদৃশ অন্য কোনও অনিষ্টাপাত অপেক্ষা অনুবর্ত্তী
ভয়ানক। যুবা ব্যক্তি যৌবন কাল সুলভ অভিমান বশতঃ মু না। তুমি
সে সকল বিষয়েই কৃতকার্য্য হইতে পারিবে, কিছুই তাহা দেবীর আশ্রয়
নহে। সে চতুর্দিক্ বিপদাকীর্ণ দেখিয়াও আপনাকে কার দিতে ও অমর
করে এবং স্বার্থ পরায়ণ ধূর্ত্ত লোকের আ চ্যুত।
অসন্দিহান চিত্তে শ্রবণ ও অনুমোদন পর্য্য এই যে, টেলিমেকস পিতৃ-
থাকিবে যেন কালিপ্সোর প্রলোভন অন্বেষণে বিরত হইবেন এবং দেবীর
উহাকে কুসুমচ্ছন্ন ভুজঙ্গী ও অমৃত ভাগের লোভে পড়িয়া, তাঁহার বশীভূত
তুমি কদাচ আত্ম বুদ্ধি ও আত্ম পন করিতে সম্মত হইবেন। টেলিমেকস
যখন যে উপদেশ দিব তদ া না করিয়া কালিপ্সোর সদ্ব্যবহার ও
বিপদের সীমা থাকিবে না; গ্য বোধ করিয়াছিলেন; এক্ষণে তাঁহার
দিলাম।

অভিপ্রায়ের কুটিলতা ও মেণ্টরের উপদেশের সারবত্তা বুঝিতে পারিয়া অতি সংক্ষেপে এইমাত্র উত্তর প্রদান করিলেন, দেবি! আমি যে দুর্নিবার শোকাবেগ পরতন্ত্র হইয়াছি, তন্নিমিত্ত আমার উপর বিরক্ত হইবে না। এক্ষণে আমার হৃদয় শোক মাত্র প্রবণ। শোক সময়ে সুখ সম্ভোগের কথা বিষবৎ বোধ হয়; কিন্তু কাল সহকারে আমি শোকাবেগ সংবরণ করিয়া পুনর্ব্বার সুখ সম্ভোগে সমর্থ হইতে পারিব। যদিও আমি এক্ষণে আর কিছুই করিতে না পাই, পিতৃ ভক্তি প্রদর্শনার্থ অন্ততঃ কতিপয় মুহূর্ত্ত আমাকে অশ্রুপাত করিতে দাও। পিতার বিনাশ সংবাদ শ্রবণে পুত্রের শোকাকুল হওয়া ও অশ্রুপাত করা উচিত কি না, তাহা তুমি আমার অপেক্ষা অধিক বুঝিতে পার।

নির্ব্বন্ধাতিশয়ে অভিপ্রেত সিদ্ধির ব্যাঘাত সম্ভাবনা বুঝিয়া কালিপ্সো এইরূপ ভান করিলেন যেন যথার্থই তাঁহার শোকে শোকাকুলা ও ইউলিসিসের দুর্ঘটনায় দুঃখিতা হইয়াছেন। কিন্তু কি উপায়ে

টেলিমেকস তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হইতে পারেন ইহা সবিশেষ অবগত হইবার নিমিত্ত, তিনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, টেলিমেকস! কি প্রকারে তোমার পোত ভঙ্গ হইল এবং কি প্রকারেই বা তুমি এই দ্বীপে উত্তীর্ণ হইলে, সবিশেষ সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন কর; সমুদায় শুনিবার নিমিত্ত আমার অতিশয় ঔৎসুক্য জন্মিয়াছে। টেলিমেকস কহিলেন, আমার দুরবস্থার উপাখ্যান অতি বিস্তৃত, এখন বর্ণন করিবার সময় নহে। কালিপ্সো কহিলেন, যত কেন বিস্তৃত হউক না, আমি শ্রবণ নিমিত্ত একান্ত অধৈর্য্য হইয়াছি; অতএব ত্বরায় আরম্ভ করিয়া আমার ঔৎসুক্য দূর কর। এই রূপে বারংবার অনুরুদ্ধ হইয়া, টেলিমেকস কোনও ক্রমেই তদীয় প্রার্থনা উল্লঙ্ঘন করিতে না পারিয়া পরিশেষে বর্ণনা আরম্ভ করিলেন।

টেলিমেকস কহিলেন দেবি! শ্রবণ কর, যে সকল গ্রীক রাজারা ট্রয় নগরীয় সংগ্রাম হইতে অবসৃত হইয়া স্বদেশে প্রতিগমন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের নিকট পিতৃ বৃত্তান্ত অবগত হইবার নিমিত্ত আমি ইথাকা হইতে বহির্গত হইলাম। ইতিপূর্ব্বে, পিতার প্রতিগমন বিলম্ব দর্শনে তদীয় অনুদ্দেশ বার্ত্তা প্রচার করিয়া দিয়া, অনেকে আমার জননীর পাণিগ্রহণাভিলাষে গতায়াত করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। তাহারা আমার এই আকস্মিক প্রস্থান দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইল; কারণ তাহাদিগকে বিশ্বাস ঘাতক ও প্রবঞ্চক জানিয়া তাহাদের নিকট আমি আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করি নাই। আমি প্রথমতঃ পাইলস নিবাসী নেষ্টরের নিকট এবং লাসিডিমন নিবাসী মেনেলেয়সের নিকট গমন করিলাম; কিন্তু পিতা জীবিত আছেন কি মরিয়াছেন কেহই কিছু বলিতে পারিলেন না। চির কাল সংশয়ারূঢ় হইয়া থাকা অতিশয় ক্লেশাবহ বিবেচনা করিয়া, পরিশেষে আমি সিসিলি দ্বীপ গমনে স্থির-নিশ্চয় হইলাম; কারণ এই জনরব শ্রবণ করিলাম যে পিতা প্রতিকূল বায়ু বশে তথায় নীত হইয়াছেন। কিন্তু আমার সহচর ও আমার সুখ

দুঃখ ভাগী পরম বিজ্ঞ মেণ্টর ইহা কহিয়া এই দুঃসাহসিক ব্যবসায় হইতে নিবৃত্ত করিলেন যে, তথায় সাইক্লপ্‌স নামে নরমাংসাশী রাক্ষসেরা বাস করে এবং ইনীয়স প্রভৃতি ট্রোজনেরাও গমনাগমন করিয়া থাকে; তথায় যাইলে বিপদ্ ঘটিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। ট্রোজনেরা যাবতীয় গ্রীক জাতীর উপর বিশেষতঃ ইউলিসিসের উপর অত্যন্ত কুপিত হইয়া আছে; তুমি তাঁহার সন্তান, তোমাকে পাইলে তাহারা নিঃসন্দেহ বিনষ্ট করিবে। অতএব আমার উপদেশ শুন স্বদেশে ফিরিয়া চল। তোমার পিতা দেবতাদিগের অত্যন্ত প্রিয় পাত্র; তিনি কখনও বিপদে পড়িবেন না; হয় ত এত দিন ইথাকায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। কিন্তু যদি নিয়তি ক্রমে তিনি পরলোক যাত্রাই করিয়া থাকেন, আর কখনও তোমাদের মুখাবলোকন করিতে না পান, তাহা হইলে তোমার কর্ত্তব্য এই যে, তুমি গৃহ প্রতিগমন করিয়া পিতার অবমাননাকারীদিগকে সমুচিত প্রতিফল প্রদান কর, জননীকে বিবাহার্থী দুরাত্মাদিগের হস্ত হইতে মুক্ত কর, পৃথিবীস্থ সমস্ত জাতিদিগকে বুদ্ধি কৌশল প্রদর্শন কর; আর যাবতীয় গ্রীকেরাও দেখুক যে, টেলিমেকস সর্ব্বাংশে পিতৃ সিংহাসনের যোগ্য।

তিনি আমাকে নিবৃত্ত করিবার নিমিত্ত নানা প্রকারে বুঝাইলেন, আমি দুর্ব্বুদ্ধির অধীন হইয়া তাঁহার উপদেশ অগ্রাহ্য করিলাম; কিন্তু তিনি আমাকে এত স্নেহ করিতেন যে, আমার এইরূপ অবাধ্যতা ও অবিমৃশ্যকারিতা দেখিয়াও অবিরক্ত চিত্তে আমার সহিত সিসিলি যাত্রা করিলেন। আর আমি যে এই অবিবেচনার কার্য্য করিয়াছিলাম, বোধ হয়, তাহা দেবতাদিগের অভিমত; হয় ত তাঁহারা ইহা ভাবিয়াছিলেন যে, অবিমৃশ্যকারিতা দোষে আমার যে সকল দুরবস্থা ঘটিবে তদ্দারা আমি জ্ঞান শিক্ষা পাইব।

এই রূপে টেলিমেকস যত ক্ষণ আত্মবৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন, কালিপ্সো এক চিত্তে মেণ্টরের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে ভয়ে ও

বিস্ময়ে জড়প্রায়া হইলেন; তদীয় আকার প্রকার দর্শনে তাঁহাকে দৈব প্রভাব সম্পন্ন বোধ করিলেন এবং কিছু নির্দ্ধারিত করিতে না পারিয়া অত্যন্ত ব্যাকুল হইতে লাগিলেন; কিন্তু তিনি যে ব্যাকুল হইয়াছেন, পাছে ইহা কোনও রূপে প্রকাশ পায়, এই ভয়ে ভাব গোপন করিয়া টেলিমেকসকে কহিলেন, তার পর কি বল। টেলিমেকস তদনুসারে পুনর্ব্বার বলিতে আরম্ভ করিলেন।

তিনি কহিলেন, আমরা কিয়ৎ ক্ষণ অনুকূল বায়ু সহকারে সিসিলি দ্বীপাভিমুখে গমন করিলাম; কিন্তু অকস্মাৎ প্রচণ্ড বাত্যা উত্থিত ও গগন মণ্ডল অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। আমরা বিদ্যুদগ্নি দ্বারা দেখিতে পাইলাম, আরও কয়েক খান পোত আমাদিগের পোতের ন্যায় বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছে। অবিলম্বেই জানিতে পারিলাম, সে সমুদায় ট্রোজনদিগের সংগ্রাম পোত। তখন আমি প্রাণ বিনাশ শঙ্কায় অত্যন্ত ব্যাকুল হইলাম। ঔদ্ধত্য বশতঃ প্রথমে আমি যে সম্যক্‌ বিবেচনা না করিয়াই এ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, তাহা তখন বুঝিতে পারিলাম। কিন্তু এরূপ জ্ঞান আর তখন কোনও কার্য্য কারক হইতে পারে না। এই বিষম সঙ্কটে মেণ্টরকে কিঞ্চিন্মাত্র ভীত বা উদ্বিগ্ন বোধ হইল না, বরং স্বভাবতঃ যেরূপ অকুতোভয় ও প্রফুল্লহৃদয় সেই সময়ে তদপেক্ষাও অধিক দৃষ্ট হইলেন। তিনি আমাকে অশেষ প্রকারে সাহস দিতে লাগিলেন। তদীয় বাক্য শ্রবণে আমি অনুভব করিতে লাগিলাম, যেন কোনও অনির্ব্বচনীয় শক্তি প্রভাবে আমার অন্তঃকরণ সাহসে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তদনন্তর, তৎকালে যে রূপে অর্ণব পোত চালিত করিলে প্রাণ রক্ষা হইতে পারে, তিনি অবিচলিত চিত্তে কর্ণধারকে তদনুরূপ উপদেশ দিতে লাগিলেন। কিন্তু সে ব্যক্তি যৎপরোনাস্তি ভীত ও ব্যাকুল হইয়া এক বারে কার্য্যাক্ষম হইয়া উঠিয়াছে দেখিয়া আমি মেণ্টরকে কহিতে লাগিলাম, হায়! কেন তোমার উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়াছিলাম? মনুষ্যের পক্ষে ইহা অপেক্ষা

অধিক অনিষ্টকর আর কি ঘটিতে পারে যে, অদ্যাপি উহাদের ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান এই তিন কালের কোনও বিষয়েই কিঞ্চিন্মাত্র জ্ঞান বা অধিকার জন্মে নাই, অথচ আত্মবিবেচনায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া থাকে। যদি এ বার প্রাণরক্ষা হয়, আপনি আপনাকে বিষম শত্রু বোধ করিব, কেবল তোমাকে একমাত্র মিত্র স্থির করিয়া আর কখনও তোমার বাক্য অবহেলন করিব না।

মেণ্টর ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, তুমি যে কুকর্ম্ম করিয়াছ তন্নিমিত্ত আমার তোমাকে ভর্ৎসনা করিবার অভিলাষ নাই; যদি কুকর্ম্ম বলিয়া তোমার বোধ হইয়া থাকে, এবং পুনর্ব্বার তাদৃশ কুকর্ম্মে প্রবৃত্ত না হও, তাহা হইলেই ইষ্ট সিদ্ধি হইল। কিন্তু বিপদ্ অতিক্রান্ত হইলে পর, হয় ত, তুমি পুনর্ব্বার ঔদ্ধত্য দোষে লিপ্ত হইবে। সে যাহা হউক, এক্ষণে সাহস ভিন্ন পরিত্রাণের উপায় নাই। বিপদ্ ঘটিবার পূর্ব্বে বিপদ্‌কে ভয়ানক জ্ঞান করা উচিত; কিন্তু বিপদ্ ঘটিলে অকুতোভয়ে ও অব্যাকুলিত চিত্তে তৎপ্রতিবিধানে তৎপর হওয়া আবশ্যক; সে সময়ে ভয়ে অভিভূত হওয়াই কাপুরুষের লক্ষণ। অতএব পিতার উপযুক্ত পুত্র হও, উপস্থিত বিপদে অক্ষুব্ধচিত্ত হইয়া পরিত্রাণের উপায় চিন্তা কর। মেণ্টরের সরলতা ও মহানুভাবতা দর্শনে আমি অত্যন্ত প্রীত হইলাম; কিন্তু যে উপায়ে তিনি আমাদিগকে বিপদ্ হইতে মুক্ত করিলেন, তাহা দেখিয়া এক বারে বিস্ময়াপন্ন হইলাম। এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গগন মণ্ডল ঘনঘটায় আচ্ছন্ন ছিল, অকস্মাৎ বিলক্ষণ পরিষ্কৃত হইয়া উঠিল। ট্রোজনেরা অত্যন্ত সন্নিহিত ছিল, সুতরাং দেখিবা মাত্র তাহারা আমাদিগকে গ্রীক জাতি বলিয়া চিনিতে পারিত এবং তাহা হইলেই নিঃসন্দেহ আমাদিগের প্রাণ সংশয় উপস্থিত হইত। এই সময়ে মেণ্টর দেখিতে পাইলেন, তাহাদের এক খানি নৌকা বায়ু বেগ বশাৎ কিঞ্চিদ্দূরে পড়িয়াছে। ঐ নৌকা প্রায় সর্ব্বাংশেই আমাদিগের নৌকার তুল্য, কেবল তাহার পশ্চাদ্ভাগ

কুসুম মালায় সুশোভিত এইমাত্র বিশেষ। ইহা লক্ষ্য করিয়া অবিলম্বে তিনি আমাদিগের নৌকার সেই স্থানে সেইরূপ মালা সেইরূপ রজ্জু দ্বারা স্বয়ং বন্ধন করিলেন, এবং নাবিকদিগকে কহিয়া দিলেন, তোমরা সম্পূর্ণ শক্তি সহকারে ক্ষেপণী ক্ষেপণ কর, তাহা হইলে, বিপক্ষেরা আমাদিগকে গ্রীক বলিয়া চিনিতে পারিবে না। এই রূপে তিনি বিপক্ষ গণের মধ্য দিয়া গমন করিতে লাগিলেন। অনিবার্য্য বায়ু বেগ বশতঃ আমাদিগকে কিয়ৎ ক্ষণ অগত্যা তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে যাইতে হইল; পরিশেষে আমরা কৌশল ক্রমে তাহাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া ক্রমে ক্রমে দূরবর্ত্তী হইয়া পড়িলাম। তাহারা প্রবল বায়ু বেগে আফ্রিকাভিমুখে নীত হইল, আমরাও সন্নিহিত সিসিলি দ্বীপ প্রাপ্তির আশয়ে যৎপরোনাস্তি আয়াস ও পরিশ্রম সহকারে নৌকা চালাইতে লাগিলাম।

আমাদিগের এই আয়াস ও পরিশ্রম সফল হইল বটে, কিন্তু বিপক্ষ গণকে ভয়ানক বোধ করিয়া তাহাদিগের সঙ্গ পরিহারার্থে আমরা যে স্থানে উপস্থিত হইলাম, ঐ স্থান তদপেক্ষা কোনও ক্রমেই অল্প ভীষণ নহে। আমরা দেখিলাম, অন্যান্য ট্রোজনেরাও ট্রয় নগর হইতে পলাইয়া আসিয়া ট্রোজন জাতীয় সিসিলিপতি এসেষ্টিসের অধিকারে বাস করিয়া আছে। আমরা এই দ্বীপে উত্তীর্ণ হইবা মাত্র ঐ সকল ব্যক্তি আমাদিগকে দেখিয়া কোপানলে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, তৎক্ষণাৎ আমাদের নৌকা ভস্মাবশেষ করিয়া আমাদিগের অনুচর গণের প্রাণবধ করিল, এবং তাহাদিগের রাজা স্বয়ং জিজ্ঞাসিয়া আমাদের নাম, ধাম, ও অভিসন্ধি অবগত হইতে পারিবেন এই অভিপ্রায়ে হস্ত বন্ধন পূর্ব্বক আমাকে ও মেণ্টরকে নগরে লইয়া চলিল। বোধ হয়, তাহারা মনে করিয়াছিল, আমরা ঐ দ্বীপেরই অন্য কোনও অংশ নিবাসী, অস্ত্র শস্ত্র লইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে আসিয়াছি, অথবা দেশান্তরীয় শত্রু, তাহাদিগের দেশ আক্রমণ করিতে

আসিয়াছি। যাহা হউক, তৎকালে আমরা এই স্থির করিয়াছিলাম রাজা আমাদিগের পরিচয় লইয়া গ্রীক জাতি বলিয়া অবগত হইলেই প্রাণ দণ্ডের আদেশ প্রদান করিবেন।

রাজা এসেষ্টিস সুবর্ণ দণ্ড ধারণ পূর্ব্বক সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেছেন এমন সময়ে আমরা তৎসমীপে উপস্থিত হইলাম। রাজা আমাদিগকে দেখিবামাত্র কর্কশ বচনে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কোন্ দেশ নিবাসী, আর তোমাদের এখানে আসিবার প্রয়োজনই বা কি? মেণ্টর অবিলম্বে উত্তর করিলেন, আমরা বৃহৎ হেস্পীরিয়ার উপকূল হইতে আসিয়াছি; তথা হইতে আমাদের নিবাস ভূমি অধিক দূর নহে। আমরা যে গ্রীক জাতি তাহার নির্দ্দেশ না করিয়া তিনি এইরূপ কৌশল ক্রমে উত্তর প্রদান করিলেন। এসেষ্টিস কোনও কথাই শুনিলেন না। তিনি এই স্থির করিয়াছিলেন যে, আমরা বিদেশীয় লোক, কোনও অসদভিপ্রায় সাধনের নিমিত্ত তদীয় অধিকারে উপস্থিত হইয়াছি এবং সেই অভিপ্রায় গোপন করিয়া রাখিতেছি। এই নিমিত্ত তিনি আমাদিগের প্রতি আদেশ করিলেন যে, সন্নিহিত অরণ্যে গমন করিয়া আমাদিগকে তাঁহার পশুরক্ষক-দিগের অধীন থাকিয়া দাসত্ব করিতে হইবে। ঈদৃশ হীন অবস্থায় অবস্থিত হইয়া জীবন ধারণ করা অপেক্ষা আমার পক্ষে মরণ সর্ব্বতো-ভাবে শ্রেয়স্কর এই বিবেচনা করিয়া আমি উচ্চৈঃ স্বরে কহিতে লাগিলাম, রাজন্! যার পর নাই অপমান জনক দণ্ড বিধান না করিয়া বরং আমাদের প্রাণ বধ করুন। মহারাজ! আমি আত্মপরিচয় প্রদান করিতেছি, অবধান করুন; আমি ইথাকাধিপতি সুপ্রসিদ্ধ বিজ্ঞ ইউলিসিসের পুত্র, আমার নাম টেলিমেকস। আমি অনুদ্দিষ্ট পিতার অন্বেষণার্থ নির্গত হইয়াছি; প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যাবৎ তাঁহার দর্শন না পাইব তাবৎ দেশ বিদেশ পর্য্যটনে ক্ষান্ত হইব না। কিন্তু যদি আমি অতঃপর অভিপ্রেত সাধনের উপায় করিতে না পাই, যদি আর কখনও

আমার স্বদেশ প্রতিগমনের আশা না থাকে, আর যদি দাসত্ব স্বীকার ব্যতিরিক্ত কোনও ক্রমেই জীবন ধারণ করিতে না পাই, তাহা হইলে, আমার প্রাণ বধ করিয়া এই দুর্ব্বহ দেহভার হইতে মুক্ত করুন।

এই বাক্য শ্রবণ মাত্র তত্রস্থ সমস্ত ব্যক্তি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া নরপতির নিকট প্রার্থনা করিল যে, যে ইউলিসিসের ধূর্ত্ততা ও নির্দয়তা নিবন্ধন ট্রয় নগরের ধ্বংস হইয়াছে, অবশ্যই তাহার পুত্রের প্রাণ বধ করিতে হইবে। তখন রাজা আমাকে সরোষ নয়নে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, অহে ইউলিসিসের পুত্র! তোমার পিতা একিরন নদী তীরে যে সকল ট্রোজনের প্রাণ সংহার করিয়াছেন, এক্ষণে তোমার শোণিত দ্বারা তাহাদিগের প্রেত গণকে পরিতুষ্ট করা আমার সর্ব্বতোভাবে বিধেয় হইয়াছে, আমি তদ্বিষয়ে কোনও ক্রমেই ক্ষান্ত হইতে পারি না। তোমাকে ও তোমার সহচরকে অবশ্যই প্রাণ দণ্ড দিতে হইবে। এই সময়ে এক বৃদ্ধ রাজসমীপে প্রস্তাব করিল যে, ইহাদিগকে এঙ্কাইসিসের সমাধি মন্দিরের উপর বলিদান দেওয়া যাউক; ঐ বীর পুরুষের প্রেত ইহাদিগের শোণিত দ্বারা পরিতৃপ্ত হইবে এবং ইনীয়সও এই ব্যাপার অবগত হইয়া তদীয় প্রধান উদ্দেশ্য সাধনে আপনকার এতাদৃশ আগ্রহ ও যত্ন দেখিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিবেন। এই প্রস্তাব শুনিবামাত্র সমস্ত লোক সেই বৃদ্ধের ভূয়সী প্রশংসা করত কোলাহল ধ্বনি করিয়া উঠিল, এবং অবিলম্বে তদনুযায়ী কার্য্য আরম্ভ হইল। কিঞ্চিৎ পরেই তাহারা আমাদিগের বধ্য বেশ সমাধান করিয়া এঙ্কাইসিসের সমাধি মন্দিরে লইয়া গেল। দেখিলাম, তথায় দুই বেদি প্রস্তুত রহিয়াছে। অনন্তর যজ্ঞীয় অগ্নি প্রজ্বলিত করিল; বলিদানের খড়গ সম্মুখে স্থাপিত হইল। এই বিষয়ে তাহাদিগের এমন উৎকট আগ্রহ জন্মিয়াছিল যে, আমাদিগের এই শোচনীয় অবস্থা নিরীক্ষণ করিয়া তাহাদিগের অন্তঃকরণে কিঞ্চিন্মাত্রও কারুণ্য সঞ্চার হইল না।

দেখিয়া শুনিয়া আমি অতিশয় ব্যাকুল হইলাম; কিন্তু মেণ্টর

এইরূপ বিষম সময়েও, যেন কোনও বিপদ্ই উপস্থিত হয় নাই, এইরূপ ভাবে নির্ভয়তা ও প্রশান্তচিত্ততা প্রদর্শন পূর্ব্বক রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, রাজন্! টেলিমেকসের অদ্যাপি শৈশবাবস্থা অতিক্রান্ত হয় নাই, ইনি কখনও ট্রোজনদিগের বিপক্ষ পক্ষ অবলম্বন পূর্ব্বক অস্ত্রধারণ করেন নাই। যাহা হউক, যদিও ইঁহার দুরবস্থা দর্শনে তোমার অন্তঃকরণে কারুণ্যের উদয় না হয়, অন্ততঃ তোমার নিজের যে বিষম বিপদ্ উপস্থিত, তদ্বিষয়ে অবহিত হওয়া আবশ্যক। তুমি নিতান্ত নির্দ্দয় হইয়া অকারণে আমাদের প্রাণ দণ্ড করিতে উদ্যত হইয়াছ, কিন্তু আমি তোমাকে তোমার আসন্ন বিপদের বিষয়ে সতর্ক না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। আমার এক অসাধারণ বিদ্যা আছে; ঐ বিদ্যার প্রভাবে আমি কাল ত্রয়ের বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারি। দেবতারা তোমার উপর অতিশয় রুষ্ট হইয়াছেন। যদি তুমি সময়ে সাবধান হইতে না পার, তোমার সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইবে। আমি দিব্য চক্ষে দেখিতেছি, তিন দিনের মধ্যে এক অসভ্য জাতি প্রবল জলোচ্ছ্বাসের ন্যায় পর্ব্বত হইতে অবতীর্ণ হইয়া তোমার নগর লুণ্ঠন প্রজা বিনাশ প্রভৃতি অশেষ অহিতাচার করিবে; অতএব এই উপস্থিত বিপদের নিবারণে সত্বর ও যত্নবান্ হও, প্রজা গণকে রণ সজ্জায় সজ্জিত কর, এবং এই সময়ে জনপদস্থ যাবতীয় বহুমূল্য দ্রব্য আনিয়া নগর মধ্যে নিবেশিত কর। তিন দিবস অতীত হইতে দাও; যদি আমার এই ভবিষ্য সূচনা মিথ্যা হয়, তাহা হইলে, এই বেদির উপর আমাদিগকে বলিদান দিবে; কিন্তু যদি উহা সত্য হয়, তাহা হইলে, বিবেচনা করিয়া দেখ, আমাদিগের দ্বারা তোমার কি মহোপকার লাভ হইল। তখন তুমি অবশ্যই স্বীকার করিবে যে, আমাদিগের হইতেই তোমার ধন মান প্রাণ রক্ষা হইল; তখন বিচার সিদ্ধ হয়, আমাদের প্রাণ দণ্ড করিও।

মেণ্টর এরূপ অবিচলিত চিত্তে ও দৃঢ়তা সহকারে এই কথা গুলি

বলিলেন যে, শ্রবণমাত্র এসেষ্টিসের অন্তঃকরণে তদীয় ভবিষ্য সূচনার যথার্থতা বিষয়ে অণু মাত্রও সংশয় রহিল না। তখন তিনি এক বারে হতজ্ঞান হইয়া বিস্ময়োৎফুল্ল লোচনে কহিতে লাগিলেন, অহে বিদেশীয় মহাপুরুষ! দেবতারা তোমাকে অতুল ঐশ্বর্য্য বা সাম্রাজ্য পদ প্রদান করেন নাই বটে, কিন্তু তোমাকে যে লোকাতীত জ্ঞান রত্নে মণ্ডিত করিয়াছেন তাহার সহিত তুলনা করিলে ঐশ্বর্য্য ও সাম্রাজ্য অতি তুচ্ছ। বুঝিলাম, তুমি সামান্য মানব নহ, কেবল আমার পরিত্রাণের নিমিত্তই এই দ্বীপে উপনীত হইয়াছ। অতএব কৃতাঞ্জলি পুটে প্রার্থনা করিতেছি, কৃপা করিয়া আমার অপরাধ ও দুর্বিনীততা মার্জ্জনা কর। এই বলিয়া বলি প্রদানের অনুষ্ঠান সকল স্থগিত করিতে আজ্ঞা দিলেন এবং অবিলম্বে মেণ্টর নির্দ্দিষ্ট আক্রমণের নিবারণ জন্য সজ্জীভূত হইতে লাগিলেন। এই সংবাদ সর্ব্বতঃ সঞ্চারিত হইবা মাত্র চতুর্দ্দিকে অতি বিপুল কোলাহল উঠিল; দৃষ্ট হইল, ভয় কম্পিত নারী গণ ও জরা জীর্ণ পুরুষ গণ সাতিশয় ব্যাকুল হইয়া নগর মধ্যে প্রবেশ করিতেছে; বালকেরা অশ্রুমুখে জনক জননীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইতেছে; গো মেষাদি পশু গণ মাঠ হইতে পালে পালে নগরে প্রবেশ করিতেছে; চারি দিকেই অব্যক্ত আর্ত্ত নাদ মাত্র শ্রবণ গোচর হইতেছে। সকলেই আকুলিত চিত্তে কেবল সম্মুখের দিকেই চলিতেছে, কিন্তু কোথা যাইতেছে কিছুই বুঝিতেছে না। প্রধান প্রধান পুরবাসীরা আপনাদিগকে সামান্য ব্যক্তি বর্গ অপেক্ষা সমধিক বিজ্ঞ বিবেচনা করিয়া স্থির করিলেন যে মেণ্টর প্রতারক, কেবল কয়েক দিবস বাঁচিবার নিমিত্ত স্ব কপোল কল্পিত এক মিথ্যা ঘটনা নির্দ্দেশ করিয়াছে।

তৃতীয় দিবস পরিপূর্ণ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে তাঁহারা স্বীয় বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা করিতেছেন, এমন সময়ে নিকট বর্ত্তী পর্ব্বতের উপর নিবিড় ঘনঘটা সদৃশ রজোরাশি উত্থিত হইয়া গগন মণ্ডল আচ্ছন্ন

করিল। অনতিবিলম্বেই অসংখ্য অস্ত্রধারী অসভ্য দল সুব্যক্ত লক্ষিত হইতে লাগিল। যাহারা মেণ্টরের ভবিষ্য সূচনাতে অশ্রদ্ধা করিয়া স্ব স্ব সম্পত্তি রক্ষণে যত্নবান্ হয় নাই, তাহারা এক্ষণে সর্ব্বস্ব বিনাশ রূপ সমুচিত দণ্ড প্রাপ্ত হইল। এই সময়ে রাজা মেণ্টরকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, তোমরা যে গ্রীক জাতি তাহা আমি এই অবধি বিস্মৃত হইলাম, তোমরা আমার শত্রু নহ, পরম মিত্র। দেবতারা নিঃসন্দেহ আমাদের পরিত্রাণের নিমিত্তই তোমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন। তুমি যথাসময়ে যেরূপ প্রজ্ঞা প্রকাশ করিয়াছ, তোমাকে যথাসময়ে তদনুরূপ শৌর্য্যও প্রকাশ করিতে হইবে; অতএব আর কেন বিলম্ব করিতেছ। অগ্রে ভবিষ্য সূচনা করিয়া যেমন নিস্তার করিয়াছ, এক্ষণে সমর সজ্জা করিয়া সেইরূপ নিস্তার কর। তোমা ব্যতিরেকে যেমন অগ্রে এই বিপৎপাতের বিষয় অবগত হইবার উপায় ছিল না, তেমনই এক্ষণে তোমা ব্যতিরেকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার হইবারও পথ নাই।

এই বাক্য শ্রবণ মাত্র মেণ্টরের নেত্র দ্বয় হইতে এক অনির্ব্বচনীয় জ্যোতিঃ আবির্ভূত হইল। তদ্দর্শনে ভীষণদিগেরও হৃদয়ে ভয় সঞ্চার হইল এবং গর্ব্বিতদিগেরও গর্ব্ব খর্ব্ব হইয়া অন্তঃকরণে ভক্তি ভাবের আবির্ভাব হইল। তিনি বাম করে চর্ম্ম, শিরে শিরস্ত্রাণ, ও কটিদেশে তরবারি ধারণ করিলেন, দক্ষিণ করে ভল্ল লইয়া সঞ্চালন করিতে লাগিলেন, এবং এসেষ্টিসের সৈন্য সকল সমভিব্যাহারে করিয়া বিপক্ষাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। এসেষ্টিসের বিলক্ষণ সাহস ছিল; কিন্তু জরাজীর্ণ কলেবর প্রযুক্ত তিনি মেণ্টরের নিকটে থাকিতে না পারিয়া কিঞ্চিৎ অন্তরে অবস্থিতি করিলেন। এসেষ্টিসের অপেক্ষা আমি মেণ্টরের সমীপবর্ত্তী ছিলাম; কিন্তু ক্রিয়া দ্বারা তদীয় অপ্রতিম শৌর্য্যের সমীপবর্ত্তী হইতে পারি নাই। রণস্থলে তাঁহার উরস্ত্রাণ মিনর্ব্বা দেবীর করস্থিত অক্ষয় চর্ম্মের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিল;

বোধ হইতে লাগিল যেন মৃত্যু তাঁহার করাল করবালের আজ্ঞাবহ হইয়া রহিয়াছে। যেমন প্রচণ্ড সিংহ ক্ষুধা কালে সমধিক ভীষণ হইয়া মেষ গণের উপর আক্রমণ করে এবং অবাধে তাহাদিগকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলে, আর মেষপালকেরা স্ব স্ব মেষগণের পরিত্রাণের চেষ্টা না পাইয়া ভয়ে কম্পান্বিত কলেবর হইয়া স্ব স্ব প্রাণ লইয়া পলায়ন করিতে থাকে, সেইরূপ মেণ্টর রণ ক্ষেত্রে অতি ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বিপক্ষ গণের মস্তকচ্ছেদন করিতে লাগিলেন।

অসভ্য জাতিরা মনে করিয়াছিল, অতর্কিত রূপে নগর আক্রমণ করিবে, কিন্তু তাহা না হইয়া তাহারাই অতর্কিত রূপে আক্রান্ত ও পরাভূত হইল। এসেষ্টিসের প্রজা গণ মেণ্টরের দৃষ্টান্তানুযায়ী হইয়া যৎপরোনাস্তি পরাক্রম প্রদর্শন করিতে লাগিল, কিন্তু তাহাদের যে তাদৃশ পরাক্রম ছিল, ইহা তাহারা পূর্ব্বে অবগত ছিল না। বিপক্ষ রাজকুমার সৈনাপত্য গ্রহণ করিয়া নগর আক্রমণ করিতে আসিয়াছিলেন, আমার হস্তে তাঁহার প্রাণ নাশ হইল। আমরা দুই জনে সমবয়স্ক ছিলাম, কিন্তু তিনি আমার অপেক্ষা সমধিক দীর্ঘাকার ছিলেন। আমি দেখিলাম, তিনি আমাকে হীনবীর্য্য স্থির করিয়া তুচ্ছ জ্ঞান করিতেছেন, কিন্তু তাঁহার ভয়ানক আকার প্রকার ও বীর্য্যাধিক্য গণনা না করিয়া আমি তাঁহার বক্ষঃস্থলে ভল্ল প্রহার করিলাম। সেই ভল্ল হৃদয়ের অনেক দূর পর্য্যন্ত প্রবিষ্ট হওয়াতে তিনি শোণিত প্রবাহ উদ্গার করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিলেন। যৎকালে তিনি ভূতলে পতিত হইলেন, তাঁহার দুর্ব্বহ দেহভারে নিপীড়িত হইয়া আমার প্রাণ বিনাশের বিলক্ষণ সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু জগদীশ্বরের কৃপায় প্রাণ রক্ষা হইল। পতন সময়ে তাঁহার অস্ত্রাদির শব্দে দূরস্থিত পর্ব্বত সমূহে প্রতিধ্বনি হইয়া উঠিল। তদনন্তর আমি তাঁহার শরীর হইতে অস্ত্র প্রভৃতি বিবিধ সামগ্রী উন্মোচন করিয়া লইয়া এসেষ্টিসের অনুসন্ধানে চলিলাম। বিজয়ী মেণ্টর যাহাদিগকে প্রতিবন্ধকতার লেশ মাত্র

প্রদর্শন করিতে দেখিলেন তাহাদিগের মস্তকচ্ছেদন করিলেন, এবং যাহারা রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়নপর হইয়াছিল তাহাদিগকে জঙ্গল পর্য্যন্ত তাড়াইয়া দিয়া আসিলেন।

এই সংগ্রামে কাহারও এমন আশা ছিল না যে, অসভ্যেরা পরাভূত হইবে, কিন্তু অসাধারণ বীর্য্য ও অলৌকিক পরাক্রম প্রভাবে মেণ্টরকে জয়ী হইতে দেখিয়া আপামর সাধারণ সকল লোকেই তাঁহাকে দেবানুগৃহীত অসামান্য ব্যক্তি বলিয়া নির্দ্ধারিত করিল। এসেষ্টিস কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনার্থে আমাদিগকে কহিলেন, যদি ইনীয়স স্বীয় সাংগ্রামিক পোত সকল সঙ্গে লইয়া সিসিলিতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তাহা হইলে আমি আর তোমাদিগকে রক্ষা করিতে পারিব না; অতএব তোমরা ত্বরায় প্রস্থান কর; আমি অবিলম্বে তোমাদের প্রস্থানের সমস্ত আয়োজন করিয়া দিতেছি। এই বলিয়া তিনি আমাদিগের নিমিত্ত নৌকা সজ্জিত করাইয়া ভূরি ভূরি উপহার প্রদান পূর্ব্বক অবিলম্বে প্রস্থান করিতে আদেশ দিলেন; কহিলেন, এক্ষণে তোমাদিগের পরিত্রাণের এই একমাত্র উপায় আছে, অতএব তোমরা আর বিলম্ব করিও না, ত্বরায় নৌকায় আরোহণ কর। তৎকালে সিসিলির লোকেরা গ্রীস দেশে যাইলে তথায় তাহাদের বিপদ্ ঘটিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা ছিল, এজন্য তিনি আপন প্রজা গণের মধ্য হইতে একটিও লোক না লইয়া ফিনিশিয়া দেশীয় কতিপয় সাংযাত্রিক বণিক্‌দিগকে আমাদের সঙ্গে দিলেন; তাহারা বাণিজ্য উপলক্ষে সর্ব্বত্র গমনাগমন করে, সুতরাং কোনও স্থানেই তাহাদের বিপদের আশঙ্কা ছিল না। আমাদিগকে ইথাকা নগরীতে উত্তীর্ণ করিয়া দিয়া রাজসমীপে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে, এই নিয়মে তাহারা আমাদিগের সহিত যাত্রা করিল; কিন্তু দেবতারা মানব গণের কল্পনা সকল ব্যর্থ করিয়া দেন। দৈব বিড়ম্বনায় আমরা সঙ্কল্পিত স্বদেশ প্রতিগমনে বিফলপ্রযত্ন ও নানা বিপদে পতিত হইলাম।

টেলিমেকস

দ্বিতীয় সর্গ।

টেলিমেকস কহিলেন, মিসর দেশের অধীশ্বর সিসষ্ট্রিস স্বীয় বাহু বলে অশেষ দেশ জয় করিয়া ভূমণ্ডলের নানা খণ্ডে সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। ফিনিশিয়ার অন্তর্গত টায়র নগর সমুদ্র মধ্য বর্ত্তী, সুতরাং বিপক্ষে সহসা তদ্বাসীদিগকে আক্রমণ করিতে পারিত না। বিশেষতঃ, বহু বিস্তৃত বাণিজ্য দ্বারা তাহারা অতিশয় ঐশ্বর্য্য শালী হইয়াছিল। সহসা কেহ তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে পারিবে না এই সাহসে ও ঐশ্বর্য্য গর্ব্বে তাহারা কাহাকেও ভয় করিত না এবং সিসষ্ট্রিসকেও অগ্রাহ্য করিত। এই হেতু তিনি বহুকালাবধি তাহাদের উপর যৎপরোনাস্তি কুপিত হইয়া ছিলেন, অবশেষে সময় বুঝিয়া স্বয়ং বহুসঙ্খ্যক সৈন্য সমভিব্যাহারে ফিনীশিয়া প্রবেশ করিয়া তাহাদিগের বিলক্ষণ দমন করিলেন, এবং তাহাদিগকে নিরূপিত কর দানে, সম্মত করিয়া নিজ রাজধানী প্রত্যাগমন করিলেন। কিন্তু তিনি প্রত্যাগমন করিলে তাহারা পুনরায় নির্দ্ধারিত রাজস্ব প্রদানে অসম্মত হইল। তদীয় প্রত্যাগমনোপলক্ষে রাজধানীতে যে মহোৎসব হইতেছিল, ঐ মহোৎসব সময়ে তাঁহার ভ্রাতা তদীয় প্রাণ সংহার পূর্ব্বক স্বয়ং রাজ্যেশ্বর হইবার চেষ্টায় ছিলেন। টায়রীয়েরা কেবল কর দানে অসম্মত হইয়া ক্ষান্ত ছিল এমন নহে, এই ব্যাপারে তাঁহার ভ্রাতার সহকারিতা করিবার নিমিত্ত কতকগুলি সৈন্যও প্রেরণ করিয়াছিল। সিসষ্ট্রিস এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া তাহাদিগকে সমুচিত শিক্ষা দিবার নিমিত্ত

নিশ্চয় করিয়াছিলেন যে, তাহাদিগের বাণিজ্যের ব্যাঘাত জন্মাইব, তাহা হইলেই তাহারা খর্ব্ব হইয়া আসিবে। অনন্তর বহুসংখ্যক সংগ্রাম পোত রণ সজ্জায় সজ্জিত করিয়া এই আদেশ দিয়া প্রেরণ করিয়াছিলেন যে, ফিনীশিয়া দেশীয় পোত দেখিলেই রুদ্ধ করিয়া রাখিবে অথবা জলে মগ্ন করিয়া দিবে।

সিসিলি দ্বীপ দৃষ্টি পথের অতীত হইবামাত্র আমরা দেখিতে পাইলাম সিসষ্ট্রিসের প্রেরিত পোত সকল প্লবমান নগরীর ন্যায় আমাদিগের নিকটে আসিতেছে। আমরা ফিনীশিয়া দেশীয় পোতে অধিরূঢ় ছিলাম। আমাদিগের নাবিকেরা সিসষ্ট্রিসের আদেশের বিষয় সবিশেষ অবগত ছিল। এক্ষণে তদীয় পোত সমূহ সন্নিহিত হইতেছে দেখিয়া ভয়ে একান্ত অভিভূত হইল এবং উপস্থিত ঘোর বিপদের প্রতীকারের আর সময় নাই ভাবিয়া একে বারে হতবুদ্ধি হইয়া গেল। বিপক্ষেরা অনুকূল বায়ু পাইয়াছিল এবং আমাদিগের অপেক্ষা তাহা-দিগের ক্ষেপণী অধিক ছিল, সুতরাং তাহারা অবিলম্বেই আমাদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইল এবং নির্বিবাদে আমাদের পোতের উপর উঠিয়া আমাদিগকে রুদ্ধ করিল এবং বন্ধন করিয়া মিসর দেশে লইয়া চলিল। আমি তাহাদিগকে বারংবার বলিলাম যে, আমি ও মেণ্টর ফিনীশীয় নহি, কিন্তু তাহারা আমার এই বাক্যে বিশ্বাস বা মনোযোগ করিল না। তাহারা জানিত যে, ফিনীশীয়েরা দাস ব্যবসায় করে, সুতরাং মনে করিল তাহারা আমাদিগকে ক্রয় করিয়া লইয়া যাইতেছে। তখন রাজ ভৃত্যেরা কি প্রকারে আমাদিগকে অধিক মূল্যে বিক্রয় করিবে কেবল ইহাই চিন্তা করিতে লাগিল। আমরা অনতিবিলম্বেই দেখিতে পাইলাম, নীল নদের ধবল প্রবাহ অর্ণব গর্ভে প্রবিষ্ট হইতেছে। মিসর দেশের উপকূল দূর হইতে জলদ মণ্ডলের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। অনন্তর আমরা ফারস দ্বীপে উপনীত হইলাম এবং তথা হইতে নীল নদ দ্বারা মেম্ফিস পুরী অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

বন্দী ভাব নিবন্ধন শোকাভিভবে যদি আমরা সুখাস্বাদনে এক বারেই অক্ষম হইয়া না যাইতাম, তাহা হইলে, মিসর দেশের শোভা সন্দর্শনে যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইতাম, সন্দেহ নাই। ঐ দেশ অসংখ্য জলনালী প্রবাহিত অতি প্রকাণ্ড উদ্যানবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল। ধনি জন পরিপূরিত নগর, মনোহর হর্ম্ম্য, সুবর্ণোপমশস্যোৎপাদক ক্ষেত্র, ও পশু গণ পরিপূরিত পরীণাহ দ্বারা নীল নদের উভয় পার্শ্ব কি অনুপম শোভা সম্পন্ন লক্ষিত হইতে লাগিল। ঐ দেশে বসুমতী এত অপরিমিত শস্য প্রসব করেন যে, কৃষাণ গণ আশার অধিক পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়া নিয়ত এমন প্রফুল্ল মনে কাল যাপন করে যে, সকল গৃহে সর্ব্ব সময়ে মহোৎসব বোধ হয়। ফলতঃ, তদ্দেশবাসী দিগকে সাংসারিক কোনও বিষয়ের অসঙ্গতি নিবন্ধন কখনও কোনও ক্লেশ পাইতে হয় না। রাখালদিগের আনন্দ সূচক গ্রাম্য গান নিনাদে চতুর্দ্দিক অনবরত প্রতিধ্বনিত হইতেছে। এই সমস্ত নিরীক্ষণ করিয়া মেণ্টর চমৎকৃত হইয়া কহিতে লাগিলেন, এই রাজ্যের প্রজা গণ কি সুখী! তাহারা নিয়ত ধন ধান্য প্রভৃতি সাংসারিক সুখোপকরণে সম্পন্ন হইয়া কেমন স্বচ্ছন্দে কাল যাপন করিতেছে! এই সমস্ত সুখের নিদানভূত যে নরপতি, তিনি নিঃসন্দেহ তাহাদিগের ভক্তি, শ্রদ্ধা, ও প্রণয় ভাজন হইয়া হৃদয়ে বিরাজমান রহিয়াছেন। অতএব, টেলিমেকস! যদি দেবতারা তোমাকে তোমার পৈতৃক সিংহাসনে অধিরূঢ় করেন, রাজধর্ম্মানুসারী হইয়া তোমার এই রূপে প্রজা গণের সুখ সমৃদ্ধি সংবর্দ্ধনে তৎপর হওয়া উচিত। তুমি সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া প্রজা গণকে অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিবে, তাহা হইলেই তোমার যথার্থ রাজধর্ম্ম প্রতিপালন করা হইবে। তখন তোমার প্রতি তাহাদিগের ভক্তি, শ্রদ্ধা, ও প্রণয় দেখিয়া তুমি পিতার পরিতোষ প্রাপ্ত হইবে। এই সিদ্ধান্ত যেন নিরন্তর তোমার অন্তরে জাগরূক থাকে যে, রাজা ও প্রজা উভয়ের সুখ অভিন্ন; প্রজাদিগকে

সুখে রাখিলেই রাজার সুখ। তাহারা সুখ সমৃদ্ধি সময়ে তোমাকে পরম উপকারক বলিয়া স্মরণ করিবে এবং অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান পূর্ব্বক দুর্ভেদ্য উপকৃতিশৃঙ্খলে বদ্ধ থাকিয়া চিরকাল কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিবে। যে রাজারা স্বেচ্ছাচারী হইয়া কেবল প্রজা গণের ভয়াবহ হইতেই যত্নবান্ হয়, এবং অত্যাচার দ্বারা তাহাদিগকে নম্রতা শিক্ষা করাইবার চেষ্টা পায়, তাহারা মানব জাতির পক্ষে দৈব নিগ্রহ স্বরূপ। প্রজা গণ তাদৃশ প্রজা পীড়ক দুরাত্মাদিগকে ভয় করে যথার্থ বটে; কিন্তু যেমন ভয় করে তদ্রূপ ঘৃণা ও দ্বেষও করিয়া থাকে। অবশেষে অত্যাচার একান্ত অসহ্য হইয়া উঠিলে তাহাদিগকে সিংহাসনচ্যুত ও তাহাদিগের প্রাণ দণ্ড পর্য্যন্ত করিয়া থাকে। সুতরাং প্রজা গণকে তাদৃশ ভূপতি দিগের নিকট যত ভীত থাকিতে হয়, ভূপতি দিগকে প্রজা গণের নিকট বরং তদপেক্ষা অধিক ভীত থাকিতে হয়।

আমি উত্তর করিলাম, হায়! এক্ষণে রাজ নীতি পর্য্যালোচনার প্রয়োজন কি। আমাদিগের ইথাকা নগরী প্রতিগমনের আর আশা নাই। জন্মাবচ্ছিন্নে আর জননী ও জন্ম ভূমি দেখিতে পাইব না। আর ইহাও এক বারেই অসম্ভাবিত নয় যে, পিতা পরিশেষে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে পারেন; কিন্তু যদিই দৈবানুগ্রহ বলে প্রত্যাগমন করেন, আর তিনি কখনই নন্দনালিঙ্গনরূপ অনুপম আনন্দ রসের আস্বাদনে অধিকারী হইবেন না, এবং আমিও রাজ্য শাসন যোগ্য কাল পর্য্যন্ত পিতার আদেশানুবর্ত্তী থাকিয়া আত্মাকে চরিতার্থ করিতে পারিব না। দেবতারা আমাদিগের প্রতি অনুকম্পা শূন্য হইয়াছেন। অতএব হে প্রিয় বান্ধব! মৃত্যুই আমাদিগের পক্ষে শ্রেয়স্কর, এক্ষণে মৃত্যু চিন্তা ব্যতিরিক্ত আর সকল চিন্তাই বৃথা। আমি শোকে এরূপ বিহ্বল হইয়াছিলাম এবং কথন কালে মুহুর্মুহুঃ এমন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলাম যে, আমার বাক্য প্রায় বুঝিতে পারা যায় না। কিন্তু মেণ্টর উপস্থিত বিপদে কিঞ্চিন্মাত্র ভীত হইয়াছেন

এরূপ বোধ হইল না। তিনি কহিতে লাগিলেন, টেলিমেকস! তুমি মহাবীর ইউলিসিসের পুত্র বলিয়া পরিচয় দিবার যোগ্য নহ। তুমি কি প্রতীকার চিন্তায় পরাঙ্মুখ হইয়া বিপদে অভিভূত হইবে? তুমি নিশ্চিত জানিবে, যে দিনে জননী ও জন্ম ভূমি পুনর্ব্বার তোমার নয়ন গোচর হইবে, সেই দিন নিকটবর্ত্তী হইতেছে। ইহা তুমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিবে যে, যিনি অসাধারণ শৌর্য্য দ্বারা জগন্মণ্ডলে দুর্জ্জয় বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন; যিনি, কি দুর্ভাগ্য কি সৌভাগ্য, সকল সময়েই অবিকৃতচিত্ত; তুমি এক্ষণে যেরূপ বিপদে পতিত হইয়াছ তদপেক্ষা ভীষণতর বিপদেও যিনি অক্ষুব্ধচিত্ত থাকেন ও তাদৃশ সময়েও যাঁহার ঈদৃশী প্রশান্তচিত্ততা থাকে যে তদ্দর্শনে তুমি বিপৎকালে সাহসাবলম্বনের উপদেশ পাইতে পার, এবং যাঁহাকে এই সমস্ত অলৌকিক গুণ সম্পন্ন বলিয়া তুমি কখনও জানিতে পার নাই; সেই মহানুভাব মহাবীর ইউলিসিস যশঃশশধরে জগন্মণ্ডল দেদীপ্যমান করিয়া পুনরায় সিংহাসনে অধিরোহণ করিবেন। এক্ষণে তিনি প্রতিকূল বায়ু বশে যে দূর দেশে নীত হইয়া আছেন, যদি তথায় তিনি শুনিতে পান তাঁহার পুত্র পৈতৃক ধৈর্য্যের ও পৈতৃক বীর্য্যের উত্তরাধিকারী হইতে যত্নবান্ নহেন, তাহা হইলে, তিনি এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত ঘোর দুর্দশা গ্রস্ত হইয়া যে অশেষ ক্লেশ ভোগ করিয়াছেন তদপেক্ষা এই সংবাদ তাঁহার পক্ষে নিঃসন্দেহ সমধিক ক্লেশাবহ হইবে।

তদনন্তর মেণ্টর কহিলেন, টেলিমেকস! দেখ মিসর দেশের কি অনুপম শোভা! দর্শন মাত্র বোধ হয়, কমলা সর্ব্ব কাল নগরে বিরাজমানা আছেন। এই দেশে দ্বাবিংশতি সহস্র নগর; ঐ সকল নগরে কি সুন্দর শাসন প্রণালী প্রতিষ্ঠিত আছে; ধনবান্ দরিদ্রের উপর ও বলবান্ দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার করিতে পারে না। বালকদিগের বিদ্যাভ্যাসের রীতি কি উত্তম! তাহারা বশ্যতা, পরিশ্রম,

সদাচার, ও বিদ্যানুরাগ নিত্য অভ্যাস করিয়া থাকে। পিতা মাতারা ধর্ম্ম নিষ্ঠা, নিঃস্বার্থ লোকহিতৈষিতা, সম্মানাকাঙ্ক্ষা, অকপট ব্যবহার, ও দেব ভক্তি, এই সমস্ত গুণের বীজ শৈশবকালাবধি স্বীয় স্বীয় সন্তানদিগের অন্তঃকরণে রোপিত করিতে আরম্ভ করেন। এই মঙ্গলকর নিয়মাবলীর অনুধ্যান করিতে করিতে তাঁহার অন্তঃকরণ আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া আসিল। তখন তিনি কহিতে লাগিলেন, যে রাজা এইরূপ সুনিয়মে রাজ্য শাসন ও প্রজা পালন করেন, তাঁহার প্রজারাই যথার্থ সুখী; কিন্তু যে ধর্ম্ম পরায়ণ রাজার দয়া দাক্ষিণ্য গুণে অসংখ্য লোকের সুখ সংবর্দ্ধিত হয়, এবং ধর্ম্ম প্রবৃত্তির প্রবলতা নিবন্ধন যাঁহার হৃদয় কন্দর নিরন্তর অনির্ব্বচনীয় আনন্দ রসে উচ্ছলিত থাকে, তিনি তাহাদিগের অপেক্ষা অধিক সুখী। তাঁহাকে দুরাচার নরপতিদিগের ন্যায় ভয় দেখাইয়া প্রজা দিগকে বশীভূত রাখিতে হয় না, প্রজারা নিজেই তাঁহার রমণীয় গুণ গ্রামে মুগ্ধ ও প্রীত হইয়া বশীভূত থাকে এবং তদীয় আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়া আত্মাকে চরিতার্থ বোধ করে। তিনি প্রজা গণের হৃদয় রাজ্যে আধিপত্য করেন। প্রজারা তাঁহাকে এরূপ স্নেহ ও ভক্তি করে যে, তাহাদিগের তদীয় রাজ্য ভঙ্গের অভিলাষ করা দূরে থাকুক, তাহারা তাঁহার মর্ত্ত্যতা চিন্তা করিয়া সাতিশয় কাতর হয় এবং যদি আপন আপন জীবন দিলে রাজা চির জীবী হইতে পারেন তাহাতেও পরাঙ্মুখ হয় না।

আমি তদ্গত চিত্তে মেণ্টরের এই বচন প্রবন্ধ শ্রবণ করিতে লাগিলাম; শ্রবণ করিতে করিতে আমার অন্তঃকরণ সাহস ও উৎসাহে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। আমরা শোভা সমৃদ্ধি সম্পন্ন সুবিখ্যাত মেম্ফিস্ নগরে উত্তীর্ণ হইবা মাত্র, তথাকার শাসনকর্ত্তা আমাদিগকে থীব্‌স নগরে এই অভিপ্রায়ে প্রেরণ করিলেন যে, রাজা সিসস্ট্রিস টায়রীয়দিগের উপর সৎপরোনাস্তি কুপিত ছিলেন, অতএব স্বয়ং প্রশ্ন করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন আমরা যথার্থ টায়র নিবাসী কি না।

তদনন্তর আমরা নীল নদ দ্বারা শত দ্বার শোভিত সুপ্রসিদ্ধ থীব্‌স নগর যাত্রা করিলাম। তথায় ঐ পরাক্রান্ত নরপতি বাস করিতেন। আমরা দেখিলাম, থীব্‌স নগর অতি বিস্তৃত ও অতি সমৃদ্ধ, গ্রীস দেশীয় নগর সমূহ অপেক্ষা সমধিক শোভা সম্পন্ন। রাজপথ সকল সুবিস্তৃত; মধ্যে মধ্যে নিপান ও জলনালী সকল নির্ম্মিত আছে। এই নিয়ম দ্বারা প্রজা গণের যে উপকার ও কৃষি কার্য্যের যেরূপ সুবিধা তাহা বর্ণনাতীত। স্থানে স্থানে মনোহর হর্ম্ম্য, প্রস্রবণ, কীর্ত্তিস্তম্ভ, ও শিলাময় মন্দির সকল শোভমান রহিয়াছে। রাজভবন একটি নগরীর ন্যায় বিস্তৃত, এবং স্বর্ণ, রজত, ও শিলাময় নানাবিধ অলঙ্কারে বিভূষিত।

রাজা সিসষ্ট্রিস প্রতিদিন নিরূপিত সময়ে স্বয়ং প্রজাদিগের অভিযোগ ও রাজ্য সংক্রান্ত যাবতীয় সংবাদ শ্রবণ করিতেন, দর্শনার্থী বা বিচার প্রার্থী কাহাকেও অবজ্ঞা বা প্রত্যাখ্যান করিতেন না। তিনি প্রজা গণকে অপত্য নির্বিশেষে স্নেহ করিতেন এবং মনে করিতেন, কেবল তাহাদিগের হিতের নিমিত্তই জগদীশ্বর তাঁহাকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তিনি বিদেশীয় লোক দিগের প্রতি সাতিশয় সৌজন্য প্রদর্শন করিতেন এবং তাহাদিগকে দেখিবার নিমিত্ত অত্যন্ত ব্যগ্র হইতেন; কারণ তিনি মনে করিতেন, ভিন্নদেশীয় আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি অবগত হইলে, অবশ্যই কিছু জ্ঞান লাভ হইবে। তিনি রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেছেন এমন সময়ে আমরা তৎসমীপে নীত হইয়া দেখিলাম, রাজা স্বর্ণময় রাজদণ্ড হস্তে লইয়া গজদন্ত নির্ম্মিত সিংহাসনে আসীন আছেন। তিনি পরিণত বয়স্ক বটে, কিন্তু তখন পর্য্যন্তও তাঁহার শরীরে লাবণ্য ও তেজস্বিতা এবং আকারে মাধুর্য্য ও গাম্ভীর্য্য সুব্যক্ত লক্ষিত হইতেছে। তাঁহার বিচার শক্তি এমন অদ্ভুত যে, যথেচ্ছ প্রশংসা করিলেও চাটুবাদের অপবাদ গ্রস্ত হইতে হয় না। তিনি রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা দ্বারা দিবাভাগ, এবং শাস্ত্রানুশীলন ও সাধু জনের সহিত সদালাপ দ্বারা

সায়ংকাল, অতিবাহিত করিতেন। পরাজিত নরপতি দিগের প্রতি অতিমাত্র গর্হিত ব্যবহার ও এক জন রাজপুরুষের উপর অনুচিত বিশ্বাস ন্যাস, এই দুই ব্যতিরিক্ত তাঁহার আর কোনও দোষ ছিল না। আমাকে তরুণবয়স্ক দেখিয়া রাজার হৃদয়ে করুণা সঞ্চার হইল। তিনি আমার নাম, ধাম, জাতি, ব্যবসায়াদির বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। আমরা তাঁহার বাক্যের ঔচিত্য ও গাম্ভীর্য্য শ্রবণে চমৎকৃত হইলাম। আমি উত্তর করিলাম, হে নরদেবসিংহ! আপনি অবগত আছেন, ট্রয় নগর দশ বৎসর অবরুদ্ধ থাকিয়া পরিশেষে ভস্মাবশেষ হয় এবং ঐ ব্যাপারে বহুসংখ্যক গ্রীস দেশীয় প্রধান বীর পুরুষ বিনষ্ট হন। ইথাকার রাজা ইউলিসিস আমার পিতা; তাঁহার বিজ্ঞতা খ্যাতি ভূমণ্ডলের সর্ব্বাংশে ভ্রমণ করিতেছে। তাঁহারই বুদ্ধিকৌশলে ও বিজ্ঞতাবলে দশবার্ষিক অবরোধের পর ট্রয় নগর নিপাতিত হইয়াছে। শুনিয়াছি, কার্য্য শেষ করিয়া তিনি স্বদেশ প্রত্যাগমনাভিলাষে অর্ণব পোতে আরোহণ করিয়াছেন, কিন্তু দৈব বিড়ম্বনায় অদ্যাপি নিজ রাজধানী দর্শন করিতে পারেন নাই, বোধ হয়, সাগর পথের পান্থ হইয়া আছেন। আমিও তাঁহার অন্বেষণার্থ নির্গত হইয়া নানা স্থান পর্য্যটন করিয়া অবশেষে দুর্ভাগ্য বশতঃ মহারাজের অধিকারে বন্দী হইয়াছি। মহারাজ! যাহাতে আমি স্বদেশে প্রতিগমন করিয়া পিতাকে পুনর্ব্বার দর্শন করিতে পারি, আপনি অনুগ্রহ করিয়া তাহার উপায় করিয়া দেন; প্রার্থনা করি, দেবতা দিগের প্রসাদে আপনি দীর্ঘ জীবী হইয়া অবিচ্ছিন্ন সাংসারিক সুখ সম্ভোগে কাল যাপন করুন। আমার দুর্দ্দশা শ্রবণে রাজার হৃদয়ে দয়ার উদ্রেক হইয়াছিল বটে, কিন্তু যাহা আমি বলিলাম উহা যথার্থ কি না, তদ্বিষয়ে সন্দিহান হইয়া আমাদিগকে এক জন রাজপুরুষের হস্তে সমর্পণ করিয়া এই আদেশ দিলেন যে, অনুসন্ধান করিয়া দেখ, ইহারা যথার্থ গ্রীক অথবা ফিনীশীয়; যদি ইহারা ফিনীশীয় হয়, তাহা হইলে যে কেবল শত্রু

বলিয়া দণ্ডনীয় হইবে এমন নহে, মিথ্যা কথন ও প্রতারণা জন্যও যথাযোগ্য শাস্তি প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু যদি ইহারা যথার্থ গ্রীক হয়, তাহা হইলে, আমি ইহাদিগের প্রতি সৌজন্য প্রদর্শন ও সদয় ব্যবহার করিব এবং আহ্লাদিত চিত্তে ইহাদিগকে স্বদেশে পাঠাইয়া দিব। গ্রীস দেশের প্রতি আমার অত্যন্ত অনুরাগ আছে, কারণ তথাকার অনেক নিয়ম ও রীতি নীতি মিসর দেশ হইতে পরিগৃহীত হইয়াছে। আমি হিরাক্লিসের গুণ গ্রাম ও একিলিসের মহাত্মতার বিষয় অনবগত নহি। ইউলিসিসের বিজ্ঞতার বিষয় শুনিয়া সাতিশয় প্রীত আছি। আমার স্বভাব এই, গুণবানের ও ধার্ম্মিকের দুঃখ বিমোচনে সাধ্যানুসারে যত্ন করিয়া থাকি।

রাজা সিসষ্ট্রিস যেমন অমায়িক ও মহানুভাব, মিটফিস নামে তাঁহার এক জন কর্ম্মকর্ত্তা তেমনই দুরাচার ও স্বার্থপর। ঐ ব্যক্তির প্রতি রাজা আমাদিগের বিষয় সবিশেষ অনুসন্ধান করিবার ভার প্রদান করিলেন। মিটফিস কূট প্রশ্ন দ্বারা আমাদিগের চিত্ত বিভ্রম জন্মাইয়া দিবার চেষ্টা পাইতে লাগিলেন এবং মেণ্টরের উত্তর শ্রবণে তাঁহাকে আমার অপেক্ষা বুদ্ধিমান্ বিবেচনা করিয়া তাঁহার উপর অতিশয় বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। নির্গুণেরা অন্যের গুণ দর্শনে আপনা দিগকে যেরূপ অবমানিত বোধ করে আর কিছুতেই সেরূপ করে না। বস্তুতঃ, তিনি মেণ্টরকে আপন অপেক্ষা বিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান্ দেখিয়া মনে মনে অত্যন্ত কুপিত হইয়াছিলেন। তিনি প্রশ্ন কালে নানা কৌশল করিলেন, কিন্তু মেণ্টরের চিত্ত বিভ্রম জন্মাইতে পারিলেন না, এবং মেণ্টরের নিকটে থাকাতে আমারও চিত্ত ভ্রম জন্মিল না; অতএব তিনি আমাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ স্থানে রাখিয়া দিলেন। তদবধি আমি মেণ্টরের বিষয় কিছুই জানিতে পারিলাম না। এই বন্ধু বিয়োগ আমার পক্ষে বজ্রপাতবৎ আকস্মিক ও ভয়ানক হইয়া উঠিল। মিটফিস আমাদিগকে এই অভিপ্রায়ে বিযুক্ত করিয়াছিলেন

যে, পরস্পরকে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে রাখিয়া প্রশ্ন করিলে অবশ্যই উভয়ের উত্তরে বিসংবাদিতা দৃষ্ট হইবে। এতদ্ব্যতিরিক্ত তিনি ইহাও মনে করিয়াছিলেন যে, মেণ্টর যাহা কিছু গোপন করিয়া রাখিয়াছেন, আমাকে নানা প্রকারে প্রলোভিত করিয়া তাহা ব্যক্ত করিয়া লইবেন। সত্যাবধারণ তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না। কোনও একটা ছল করিয়া রাজার নিকটে আমাদিগকে ফিনীশীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করাই তাঁহার অভিপ্রেত ছিল; কারণ ফিনীশীয় বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারিলেই তদীয় সম্পত্তি মধ্যে পরিগণিত হইয়া আমাদিগকে যাবজ্জীবন দাস বৃত্তি অবলম্বন করিতে হইত। আমাদিগের কোনও বিষয়েই কিঞ্চিন্মাত্র অপরাধ ছিল না এবং রাজাও সাতিশয় বুদ্ধিমান্ ও বিজ্ঞ ছিলেন, তথাপি ঐ দুরাত্মার অভীষ্ট সিদ্ধি হইল। হায়! রাজত্ব কি বিষম বিপত্তির আস্পদ! যৎপরোনাস্তি চতুর ও বিজ্ঞ হইলেও রাজা দিগকে সর্ব্বদা প্রতারিত হইতে হয়। তাঁহারা সতত ধূর্ত্ত ও স্বার্থ পরায়ণ ব্যক্তিবর্গে বেষ্টিত থাকেন। সজ্জনেরা তাঁহাদিগের সংসর্গ পরিত্যাগ করিয়া দূরে অবস্থান করেন; কারণ চাটুকার না হইলে নৃপতিদিগের নিকট প্রতিপন্ন হওয়া দুষ্কর। ফলতঃ, ধর্ম্ম পরায়ণ লোকেরা আহূত না হইলে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কদাপি রাজসন্নিধানে গমন করেন না, আর তাদৃশ ব্যক্তিগণ কোথায় পাওয়া যায় তাহা রাজারাও প্রায় জানিতে পারেন না। কিন্তু পাপাত্মারা স্বভাবতঃ ধূর্ত্ত, নির্লজ্জ, প্রতারক, ও চাটুকার হইয়া থাকে; আর এমন কোনও কুকর্ম্মই নাই যে, তাহারা ইন্দ্রিয় সুখ পরতন্ত্র রাজার পরিতোষার্থে তাহাতে অনায়াসে প্রবৃত্ত হইতে না পারে। হায়! যে ব্যক্তিকে অনুক্ষণ ঈদৃশ কুপথ গামী পাপমতি দিগের হস্তগত হইয়া থাকিতে হয়, সে কি হতভাগ্য! সত্যে প্রীতি ও চাটুবাদে বিরক্তি না জন্মিলে নিঃসন্দেহ তাহার বিনাশ হয়। দুঃখের সময় আমি এই সমস্ত চিন্তা করিতে লাগিলাম এবং মেণ্টর আমাকে যাহা যাহা কহিয়াছিলেন

তাহাও আমার অন্তঃকরণে আন্দোলিত হইতে লাগিল। আমি এইরূপ চিন্তায় মগ্ন আছি, এমন সময়ে মিটফিস তাঁহার অসংখ্য গো মেষাদি পশু চারণ নিমিত্ত আমাকে অন্যান্য দাস গণের সহিত অরণ্য মধ্য বর্ত্তী পর্ব্বতে প্রেরণ করিলেন।

এই স্থলে কালিপ্সো টেলিমেকসের কথা ভঙ্গ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, টেলিমেকস! তুমি সিসিলিতে দাসত্ব অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়স্কর বিবেচনা করিয়াছিলে, মিসর দেশে কেন অনায়াসে দাসত্ব স্বীকারে সম্মত হইলে? টেলিমেকস কহিলেন, এই সময়ে আমি এমন বিষম দুঃখে পড়িয়াছিলাম যে, আমার বুদ্ধি লোপ হইয়া গিয়াছিল; সুতরাং, পূর্ব্বের ন্যায়, মৃত্যু ও দাসত্ব এই উভয়ের ইতর বিশেষ বিবেচনা করিবার শক্তি ছিল না; নতুবা, বোধ হয়, তৎকালে আমি প্রাণ ত্যাগ করিতাম, কখনও দাসত্ব স্বীকারে সম্মত হইতাম না। যাহা হউক, দাসত্ব অনিবার্য্য হইয়া আমার স্কন্ধে পড়িল এবং দুর্দ্দশার একশেষ উপস্থিত হইল। প্রীতি দায়িনী আশা লতাও আমাকে ছায়াদানে পরাঙ্মুখ হইয়া উঠিল। দেখিলাম, দাসত্ব ভঞ্জনের আর কোনও উপায়ই নাই। এই সময়েই কতিপয় ইথিওপিয়া নিবাসী লোক মেণ্টরকে ক্রয় করিয়া স্বদেশে লইয়া গেল। আমি গো চারণ নিমিত্ত অরণ্যে উপস্থিত হইলাম; দেখিলাম, পর্ব্বতের শৃঙ্গ সকল নিরন্তর তুহিন রাশি পরিবৃত, নিম্ন স্থল উত্তপ্ত বালুকাময়; সুতরাং উপরি ভাগে অবিচ্ছিন্ন শীত, নিম্ন প্রদেশে অসহ্য গ্রীষ্ম; তৃণাদি অতি বিরল, কেবল গণ্ড শৈলের মধ্যে মধ্যে অত্যল্প মাত্র লক্ষিত হয়; পর্ব্বত সকল নতোন্নত ও দুরারোহ, পর্ব্বত মধ্য স্থলে রবি কিরণ প্রায় প্রবেশ করিতেই পারে না। এই ভীষণ স্থানে মূর্খ ও অসভ্য রাখাল গণ ব্যতিরিক্ত আলাপ করিবার আর লোক ছিল না। তথায় আমি দিবাভাগে গো চারণ করিয়া, স্বীয় দুরবস্থার নিমিত্ত পরিদেবন করিতে করিতে রজনী যাপন করিতাম। বিউটিস নামে এক জন

প্রধান দাস ছিল, সে আপন দাসত্ব বিমোচনের কোনও প্রত্যাশা পাইয়া, স্বামিকার্য্যে অনুরাগ ও মনোযোগ প্রদর্শনার্থ অন্যান্য দাস গণকে অবিরত তিরস্কার করিত। পাছে তাহার কোপানলে পড়িতে হয় এই ভয়ে আমি অনন্যকর্ম্মা হইয়া সমস্ত দিবস কেবল পশু চারণই করিতাম। ফলতঃ, নানা প্রকার দুঃখে আমি নিতান্ত অভিভূত হইয়া পড়িলাম।

এক দিন মনের দুঃখে আমি আপন পশু যূথ বিস্মৃত হইয়া এক গুহার সমীপে ভূতলে পতিত হইয়া রহিলাম এবং মৃত্যুই সেই সমস্ত অসহ্য যন্ত্রণা মোচনের এক মাত্র উপায় ইহা স্থির করিয়া তাহার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। আমি এইরূপ নিতান্ত নিরাশ্বাস হইয়া পতিত রহিয়াছি, এমন সময়ে দেখিলাম, পর্ব্বত কাঁপিতেছে; পর্ব্বত স্থিত তরু গণ নত হইয়া আসিতেছে; বায়ু নিশ্চল হইয়াছে। এই সময়ে সহসা গুহা মধ্যে গম্ভীর ধ্বনিতে এই দৈব বাণী হইল, অহে ইউলিসিসপুত্র! ধৈর্য্যাবলম্বন কর। যে সকল রাজকুমার দিগের দুঃখের স্বাদ গ্রহ হয় নাই, তাহারা সুখাস্বাদনে অনধিকারী; তাহারা বিষয় সেবায় আসক্ত হইয়া হীনবার্য্য ও সৎকার্য্য সাধনে অযোগ্য হইয়া যায়। এই দুরবস্থা অতিক্রম কর ও তাহা মনে রাখ, তাহা হইলেই তুমি উত্তর কালে প্রকৃত সুখ ভাজন হইতে পারিবে, এবং তোমার যশঃশশধর উত্তরোত্তর ভূমণ্ডলে অধিকতর দেদীপ্যমান হইবে। যখন অন্যের উপর আধিপত্য লাভ করিবে, তখন, আমিও এক সময়ে অশেষ ক্লেশ ভোগ করিয়াছিলাম, এই ভাবিয়া প্রাণপণে অন্যের ক্লেশ নিবারণ করিবে, তাহা হইলেই আপনাকে সুখী করিতে পারিবে। প্রজা গণের প্রতি সতত স্নেহ প্রদর্শন করিবে; চাটুকার দিগকে নিকটে আসিতে দিবে না। চাটুকারেরা মানব জাতির, বিশেষতঃ নরপতি দিগের, অতি বিষম শত্রু। তাহারা কেবল স্বার্থপর, স্বার্থ সাধনোদ্দেশে কল্পিত স্তুতিবাদ দ্বারা চিত্তের অকিঞ্চিৎকর প্রীতি

জন্মাইয়া অনভিজ্ঞ লোকদিগকে মুগ্ধ করে। তাদৃশ লোকেরাও ক্রমে ক্রমে তাহাদের কল্পিত বাক্‌প্রবন্ধে বিশ্বাসবদ্ধ করিয়া মদান্ধ হইয়া উঠে। তখন তাহারা আত্মবিস্মৃত হইয়া যায় ও আপনাদিগকে মহৎ জ্ঞান করিতে আরম্ভ করে। আত্মবিস্মৃত হইয়া আপনাকে মহৎ জ্ঞান করা সর্ব্বনাশের পথ। আর তুমি নিরন্তর ইন্দ্রিয় দমনে যত্নবান্ থাকিবে এবং নিয়ত এই কথা মনে রাখিবে যে, যিনি যে পরিমাণে ইন্দ্রিয় দমন করিতে পারেন, তিনি সেই পরিমাণে মহাত্মা বলিয়া সর্ব্বত্র গণনীয় হন।

এই দৈববাণী শ্রবণে আমার অন্তঃকরণে যেরূপ অনির্ব্বচনীয় আনন্দের উদয় হইল এবং হৃদয় যেরূপ অদ্ভুত সাহসে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল তাহা বর্ণন করিবার নহে। দৈববাণী শ্রবণে লোকের অন্তঃকরণ যেরূপ ভয়ে অভিভূত এবং শরীর যেরূপ রোমাঞ্চিত ও কম্পিত হয়, আমার তাহা কিছুই হইল না। আমি প্রশান্ত চিত্তে ভূতল হইতে উঠিলাম এবং মিনর্ব্বা দেবীই এই প্রত্যাদেশ করিলেন স্থির করিয়া, ক্ষিতি ন্যস্ত জানু কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার বহু বিধ স্তুতি করিলাম। তৎকালে আমি অনুভব করিতে লাগিলাম যে, জ্ঞানালোকে আমার অন্তঃকরণ প্রদ্যোতিত হইল এবং কোনও অনির্ব্বচনীয় দৈব শক্তি হৃদয় মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া যৌবন সুলভ ঔদ্ধত্যের শান্তি ও ইন্দ্রিয় গণের দমন করিল। তদবধি সমস্ত রাখাল গণের সহিত আমার প্রণয় জন্মিল। বিউটিস প্রথমতঃ আমার প্রতি সাতিশয় নিষ্ঠুরাচরণ করিত, সে ব্যক্তিও তদবধি আমার নম্রতা, সহিষ্ণুতা, ও পরিশ্রম দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইল।

দৈববাণী শ্রবণে আমার অন্তঃকরণে ধৈর্য্য ও সাহসের আবির্ভাব হওয়াতে, আপাততঃ আমার মানসিক কষ্টের অনেক লাঘব হইল বটে, কিন্তু বন্দীভাবে একাকী অবস্থানের ক্লেশ পুনরায় অত্যন্ত অসহ্য হইয়া উঠিল। এমন অবস্থায় পুস্তকপাঠ ব্যতিরেকে ক্লেশ লঘুকরণের

উপায়ান্তর না দেখিয়া আমি পাঠোপযোগি পুস্তক সংগ্রহার্থ অত্যন্ত উদ্‌যুক্ত হইলাম। আমি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলাম, যাহারা বহু দোষসমাকীর্ণ ভোগসুখে বিমুখ হইয়া বিজন বাসে দোষ স্পর্শ শূন্য অনির্বচনীয় সুখাস্বাদনে সন্তুষ্ট হইয়া থাকে, তাহারাই যথার্থ সুখী! যাহারা জ্ঞানোপার্জ্জনে রত থাকিয়া সময়াতিপাত করে এবং মনকে বিদ্যারত্নে বিভূষিত করিবার নিমিত্ত সতত উদ্‌যুক্ত থাকে, তাহারাই যথার্থ সুখী! তাহারা দৈব নিগ্রহে যেমন অবস্থায় অবস্থাপিত হউক না কেন, আত্মবিনোদনোপায় তাহাদের হস্তগতই থাকে। নিরন্তর, সুখ ভোগে রত থাকিয়া অলস ও মূঢ়মতিদিগের এরূপ বিরক্তি জন্মে যে, জীবন ধারণ তাহাদের পক্ষে অত্যন্ত ক্লেশাবহ হইয়া উঠে; কিন্তু যাহারা অধ্যয়ন দ্বারা অন্তঃকরণকে ব্যাপৃত রাখিতে পারে, তাহারা নিঃসন্দেহ পরম সুখে কাল যাপন করে। যাহারা অধ্যয়নকে সুখাকর জ্ঞান করে এবং যাহাদিগকে আমার ন্যায় আলস্যে কাল হরণ করিতে হয় না, তাহারাই সুখী! এইরূপ চিন্তায় মগ্ন হইয়া আমি এক নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছি, এমন সময়ে এক বৃদ্ধ অকস্মাৎ আমার নয়নগোচর হইলেন। তাঁহার হস্তে পুস্তক, ললাটের চর্ম্ম কিঞ্চিৎ শিথিল, মস্তকের শিখর দেশ কেশ শূন্য, শ্মশ্রু ধবল ও নাভি মণ্ডল পর্য্যন্ত লম্বমান, অথচ গণ্ডস্থল অরুণ বর্ণ, আকার দীর্ঘ, নয়ন উজ্জ্বল, স্বর একান্ত মধুর, বাক্‌প্রণালী সরল ও মনোহর। ফলতঃ, তাদৃশ মাননীয় প্রাচীন পুরুষ আর কখনও আমার দৃষ্টি গোচর হন নাই। তাঁহার নাম টর্ম্মসিরিস। মিসর দেশের রাজারা ঐ অরণ্য মধ্যে আপলো দেবের নিমিত্ত শিলাময় এক মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন, তিনি তথায় পৌরোহিত্য কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। তাঁহার হস্ত স্থিত পুস্তকে দেবতা দিগের স্তুতিগর্ভ গীত সমূহ লিখিত ছিল; তিনি আমাকে আত্মীয় ভাবে সম্বোধন করিলে, আমি তাঁহার সহিত কথোপকথন করিতে লাগিলাম। তিনি অতি অদ্ভুত ব্যক্তি,

অতীত বিষয় সকল এরূপে বর্ণন করিতেন যে, বর্ত্তমানবৎপ্রতীয়মান হইত, এবং এরূপ সংক্ষেপে কহিতেন যে, শুনিয়া বিরক্তি বোধ হইত না। তাঁহার এই এক অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল যে, ভাবিঘটনা সকল জানিতে পারিতেন; মানব গণের স্বভাব ও চরিত্র এবং কোন্ ব্যক্তি কিরূপ কার্য্য করিতে পারিবে তাহা তিনি জ্ঞানচক্ষু দ্বারা দেখিতে পাইতেন। এই অসাধারণ বুদ্ধি শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি বৃদ্ধাবস্থাতেও যুবক দিগের অপেক্ষা অমায়িক ও প্রফুল্লচিত্ত ছিলেন। যুবক দিগকে সুশীল ও ধর্ম্ম পরায়ণ দেখিলে, তিনি তাহাদিগের প্রতি সাতিশয় বাৎসল্য প্রদর্শন করিতেন।

অতি ত্বরায় তিনি আমাকে স্নেহ করিতে লাগিলেন এবং মনের উৎকণ্ঠা নিবারণের নিমিত্ত আমাকে কতক গুলি পুস্তক পাঠ করিতে দিলেন। তিনি আমাকে পুত্র বলিয়া সম্বোধন করিতেন, আমিও তাঁহাকে পিতা বলিয়া আহ্বান করিতাম, এবং বলিতাম, পিতঃ! দেবতারা মেণ্টরকে আমার নিকট হইতে হরণ করিয়াছেন, কিন্তু পরিশেষে তাঁহাদের অনুকম্পার উদয় হওয়াতে আমি আপনাকে পাইয়াছি। ফলতঃ, তিনি যে দেবানুগৃহীত ব্যক্তি তাহার সন্দেহ নাই। তিনি স্বরচিত, এবং বাগেদবীর অনুগৃহীত অন্যান্য ব্যক্তি দিগের সঙ্কলিত, শ্লোক সকল আমার নিকট সর্ব্বদা পাঠ করিতেন। যখন তিনি শুভ্র পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া বীণা বাদন করিতেন, বনের পশুও মোহিত হইয়া তাঁহার সম্মুখে স্তব্ধ হইয়া থাকিত।

টর্মসিরিস আমাকে সর্ব্বদা সাহস দিতেন এবং বলিতেন, দেবতারা ইউলিসিস বা তাঁহার পুত্রকে কখনও এক বারে পরিত্যাগ করিবেন না; অতএব, বৎস! কিছু দিন এই স্থানে অবস্থান করিয়া রাখালদিগকে কৃষি, সঙ্গীত, সদাচার, ও ধর্ম্ম কর্ম্মের শিক্ষা দাও এবং যাহাতে তাহারা বিজন বাস সম্ভূত বিমল সুখের আস্বাদন করে, সতত সেই চেষ্টা কর; যখন তুমি রাজ্য তন্ত্রের চিন্তায় ও বহু বিধ ক্লেশে

কাতর হইয়া অরণ্য বাসের অনির্ব্বচনীয় সুখ স্মরণ করিবে সেই সময় উপস্থিতপ্রায়।

ইহা কহিয়া টর্ম্মসিরিস আমাকে একটি বেণু দিলেন, আমি তৎক্ষণাৎ ঐ বেণু বাদন করিলাম; উহার স্বর এমন মধুর ও মনোহর যে শ্রবণ মাত্র রাখাল গণ সর্ব্ব কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া আমার নিকটে উপস্থিত হইল। দৈবানুগ্রহ বশতঃ আমার স্বর অতি মধুর হইয়া উঠিল। আমি যখন গান করিতাম, রাখাল গণ মুগ্ধ হইয়া শ্রবণ করিত। আমরা প্রায় সমস্ত দিবস এবং কখনও কখনও রাত্রিতেও কিয়ৎ ক্ষণ পর্য্যন্ত একত্র হইয়া গান করিতাম। রাখালেরা স্বীয় কুটীর ও পশু যূথ বিস্মৃত এবং স্পন্দ হীন হইয়া আমার পার্শ্ব দেশে চিত্রার্পিতের ন্যায় দণ্ডায়মান থাকিত, আমি তাহাদিগকে শিক্ষা দিতাম। ক্রমে ক্রমে সেই অরণ্যের অসভ্যতা দূরীকৃত হইল, চতুর্দ্দিক প্রমোদিত বোধ হইতে লাগিল, এবং রাখালেরা সভ্য ও সুশীল হইয়া উঠিল।

টর্ম্মসিরিস যে মন্দিরে পৌরোহিত্য করিতেন, আমরা সকলে একত্র হইয়া সর্ব্বদা তথায় আপলো দেবের অর্চ্চনা করিতে যাইতাম। রাখাল গণ পরম প্রীত হইয়া গল দেশে কুসুম মালা পরিধান করিত, রাখাল নারীরাও মনের উল্লাসে বন মালায় বিভূষিত হইয়া দেবার্চ্চনা যোগ্য পুষ্পভার মস্তকে করিয়া নৃত্য করিতে করিতে আগমন করিত। পূজা সমাপিত হইলে, আমরা স্বহস্তে বন্য ফল মূল আহরণ ও স্বীয় অজা ও মেষদিগের দুগ্ধ দোহন করিয়া পরম আনন্দে আহারাদি করিতাম। সেই সময়ে শষ্প আমাদিগের বসিবার আসন হইত; তরু গণ সুখসেব্য ছায়া দ্বারা অট্টালিকার কার্য্য সম্পাদন করিত।

এই রূপে ক্রমে ক্রমে আমি রাখালদিগের অত্যন্ত প্রিয় ও মাননীয় হইয়া উঠিলাম; কিন্তু একটি বিশেষ ঘটনা দ্বারা তাহাদিগের মধ্যে আমার অত্যন্ত খ্যাতি ও প্রতিপত্তি হইয়া উঠিল। এক দিন

এক ক্ষুধার্ত্ত সিংহ আমার পশু যূথ আক্রমণ করিল। যষ্টি ব্যতিরেকে আমার হস্তে আর কোনও অস্ত্র ছিল না, তথাপি আমি নির্ভয়ে তাহার অভিমুখে ধাবমান হইলাম। আমাকে দেখিবামাত্র রোষাবেশে তাহার কেশর সকল দণ্ডায়মান হইল, বিকটাকার দন্ত সকল কড়মড় করিতে লাগিল, নখর বিস্তারিত হইল, মুখ বিবর শুষ্ক ও রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, নয়ন দ্বয় প্রজ্বলিত হুতাশনবৎ প্রদীপ্ত হইল। তাহার আক্রমণ প্রতীক্ষা না করিয়াই আমি তাহার উপরে পড়িলাম ও তাহাকে ভূতলে ফেলিলাম। মিসরদেশীয় রাখালের ন্যায় আমার অঙ্গে বর্ম্ম ছিল, সেই হেতু সিংহের খর নখর প্রহারেও আমার শরীরে কোনও আঘাত লাগিল না। তিন বার আমি তাহাকে ভূতলে ফেলিলাম, তিন বারই সে আমার উপর আক্রমণ করিল। আক্রমণ কালে এমন ভয়ানক গর্জ্জন করিতে লাগিল যে, সমস্ত অরণ্য প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। পরিশেষে নানা কৌশলে আমি তাহার প্রাণ সংহার করিলাম। রাখালেরা তদ্দর্শনে সাতিশয় প্রীত ও চমৎকৃত হইয়া বিস্ময়োৎফুল্ল লোচনে উচ্চৈঃ স্বরে ভূরি ভূরি ধন্যবাদ প্রদান করিল এবং জয় চিহ্ন স্বরূপ সেই দুর্দ্দান্ত জন্তুর চর্ম্ম উদঘাটিত করিয়া পরিধান করিবার নিমিত্ত আমাকে বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিল।

ক্রমে ক্রমে আমার এই বীরত্ব প্রকাশের এবং রাখাল দিগের রীতিবর্ত্ম সংশোধনের সংবাদ মিসর দেশের সর্ব্ব স্থানেই প্রচারিত হইল এবং পরিশেষে রাজা সিসষ্ট্রিসেরও কর্ণগোচর হইল। তিনি অবগত হইলেন যে, ফিনীশীয় বোধে যে দুই ব্যক্তিকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছেন, তন্মধ্যে এক জন মানব সমাগম শূন্য কাননে সত্যযুগের পুনরাবির্ভাব করিয়াছে। রাজা সাতিশয় বিদ্যানুরাগী ছিলেন এবং যদ্দ্বারা কোনও প্রকার উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়, এরূপ বিষয়মাত্রেই অত্যন্ত আস্থা ও আদর প্রদর্শন করিতেন। তিনি আমাকে দেখিবার নিমিত্ত অভিলাষ প্রকাশ করিলেন; তদনুসারে আমি তাঁহার নিকটে

নীত হইলাম। তিনি আমার সমস্ত বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিতে করিতে অত্যন্ত প্রীত হইতে লাগিলেন এবং ত্বরায় বুঝিতে পারিলেন যে, অর্থ গৃধ্নু মিটফিস তাঁহাকে প্রতারিত করিয়াছে। তখন তিনি তাহার এই অপরাধের প্রতিফল স্বরূপ তদীয় সমস্ত সম্পত্তি আত্মসাৎ করিয়া তাহাকে চির কালের নিমিত্ত কারাগারে নিক্ষিপ্ত করিলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন, দেবতারা যাহাকে মানব মণ্ডলীর মধ্যে সর্ব্ব প্রধান পদে অধিরূঢ় করেন, সে কি অসুখী! সকল বিষয় সে স্বচক্ষে দেখিতে পায় না; সতত পামর গণে বেষ্টিত থাকে; সেই দুরাচারেরা তাহাকে কোনও বিষয়ের যাথার্থ্য অবগত হইতে দেয় না; সকলেই মনে করে তাহাকে প্রতারিত করাই ইষ্ট সাধনের উপায়। তাহারা রাজকার্য্যে বাহ্য অনুরাগ ও ব্যগ্রতা দর্শাইয়া আপন আপন অভিসন্ধি গোপন করিয়া রাখে এবং রাজার প্রতি সাতিশয় অনুরাগ প্রদর্শন করে; কিন্তু তাহাদের সেই অনুরাগ রাজার উপর নহে, তৎপ্রসাদে অর্থ লাভ ও অপরাপর অভীষ্ট সাধনই তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য। বাস্তবিক, তাহার প্রতি তাহাদের স্নেহ এত অল্প যে, তাহার অনুগ্রহ লাভাকাঙ্ক্ষায় মুখে তোষামোদ করে, কিন্তু কার্য্য দ্বারা কেবল অনিষ্ট সম্পাদন করিয়া থাকে।

এই অবধি সিসষ্ট্রিস আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতে লাগিলেন। পিতার প্রত্যাগমনের সম্ভাবনা নাই ভাবিয়া কতক গুলা পামর আমার জননীর পাণিগ্রহণাকাঙ্ক্ষায় ইথাকা নগরীতে অবস্থান করিতেছিল ঐ সমস্ত দুরাচারদিগের হস্ত হইতে তাঁহার উদ্ধার করিতে পারে এরূপ সাংযাত্রিক সৈন্য সমভিব্যাহারে দিয়া আমাকে সিসষ্ট্রিস ইথাকায় প্রেরণ করিবার নিশ্চয় করিলেন। তদনুসারে যথোচিত উদ্যোগ হইতে লাগিল। অল্প দিনের মধ্যেই সমুদায় প্রস্তুত হইয়া উঠিল, কেবল আমরা পোতে আরোহণ করিলেই হয়। এই সময়ে আমি বিস্মিত হইয়া এই চিন্তা করিতে লাগিলাম, মনুষ্যের অদৃষ্টের কথা

কিছু বলা যায় না। যাহারা এক্ষণে অশেষ ক্লেশে কাল যাপন করি-তেছে, তাহারাই পর ক্ষণে পরম সুখী হইতে পারে। অদৃষ্টের এইরূপ অস্থৈর্য্য দর্শনে আমার মনে আশ্বাস জন্মিল যে, পিতা যত ক্লেশ সহ্য করুন না কেন, তাঁহার স্বদেশ প্রত্যাগমন এক বারেই অসম্ভাবিত নহে; আর আমার যে প্রিয় বন্ধু মেণ্টর এক্ষণে কোনও অপরিজ্ঞাত দূর দেশে রহিয়াছেন, তাঁহারও সহিত পুনর্ব্বার আমার সমাগম অসম্ভাবনীয় নয়। অতএব যদি তাঁহার কোনও অনুসন্ধান পাই এই আশয়ে আমি ইথাকা যাত্রার বিলম্ব করিতে লাগিলাম। সিসষ্ট্রিস অত্যন্ত বৃদ্ধ হইয়াছিলেন, আমার দুর্ভাগ্য ক্রমে অকস্মাৎ তাঁহার প্রাণ বিয়োগ হইল এবং আমি পুনর্ব্বার বিপৎসাগরে মগ্ন হইলাম।

এই বিষম দুর্ঘটনায় মিসর দেশ এক বারে বিষাদ ও শোক সাগরে মগ্ন হইল। সিসষ্ট্রিসকে সকলে পরম বন্ধু, রক্ষাকর্ত্তা ও পিতৃতুল্য জ্ঞান করিত, সুতরাং, তাঁহার মৃত্যু সংবাদ শ্রবণে সকলেই শোকে বিহ্বল হইয়া সাতিশয় বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিল। বৃদ্ধেরা হাত তুলিয়া এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল, হায়! মিসর দেশে এমন রাজা কখনও হয় নাই এবং আর কখনও হইবে না; হে বিধাতঃ! সিসষ্ট্রিসকে মানব মণ্ডলীতে প্রেরণ করা তোমার উচিত ছিল না; যদি করিয়াছিলে, তাঁহাকে হরণ করা উচিত হয় নাই! হায়! আমাদের মৃত্যু কেন অগ্রে হইল না? যুবকেরা এই বলিয়া কান্দিতে লাগিল, হায়! মিসর বাসী দিগের আশালতা উন্মূলিতা হইল। আমাদিগের পিতারা সেই উত্তম রাজার রাজ্যে বাস করিয়া পরম সুখে জীবন ক্ষেপণ করিয়াছেন, আমরা কেবল তাঁহার বিয়োগ দুঃখ ভাগী হইলাম। তাঁহার পরিচারক গণ অবিশ্রান্ত রোদন করিতে লাগিল। তাঁহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া দর্শনার্থ অতি দূর দেশ বাসী প্রজারা চল্লিশ দিন পর্য্যন্ত অনবরত গতায়াত করিতে লাগিল। সকলেই রাজমূর্ত্তির স্মরণ রাখিবার বাসনায় তাঁহার মৃত দেহ দর্শনে নিতান্ত

উৎসুক হইল; কেহ কেহ তাঁহার সহিত সমাধি মন্দিরে নিহিত হইবার প্রার্থনা করিতে লাগিল।

রাজা সিসষ্ট্রিসের বকরিস নামে এক পুত্র ছিলেন। অভ্যাগতের প্রতি দয়া, বিদ্যানুরাগ, গুণি গণের আদর, ও কীর্ত্তি লাভ বাসনা, এই সমস্ত গুণের একটিও তাঁহার ছিল না। তাদৃশ সর্ব্ব গুণ সম্পন্ন পিতার সিংহাসনে ঈদৃশ নিতান্ত নির্গুণ পুত্র অধিরূঢ় হইলেন দেখিয়া প্রজা গণের শোক প্রবলতর হইয়া উঠিল; বকরিস শৈশবাবধি বিষয় সুখে বর্দ্ধিত হইয়া ও নিরন্তর চাটুকার দিগের চাটুবাদ শ্রবণ করিয়া যৎপরোনাস্তি অহঙ্কৃত হইয়াছিলেন। তিনি বোধ করিতেন, মানব গণ পশুপ্রায়, কেবল তাঁহার সেবা ও সুখ সংবর্দ্ধনের নিমিত্ত জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। কি রূপে ইন্দ্রিয় গণ পরিতৃপ্ত হইবে, সাতিশয় আয়াস ও পরিশ্রম সহকারে বৃদ্ধ রাজা যে অপরিমেয় সম্পত্তি সঞ্চয় করিয়াছিলেন তাহা কি প্রকারে নিঃশেষিত করিবেন, কি প্রকারেই বা প্রজা পীড়ন করিয়া অপব্যয় সাধনের নিমিত্ত অর্থ সংগ্রহ করিবেন, ধনবান্‌কে দরিদ্র করিবেন, ও দীন হীনকে অনাহারে বধ করিবেন, যুবরাজ দিবা নিশি কেবল এই চিন্তা করিতেন। তিনি অবিলম্বেই পিতার অতি বিশ্বস্ত, পরম বিজ্ঞ, পুরাতন মন্ত্রী দিগকে দূরীকৃত করিয়া কতক গুলি উচ্ছৃঙ্খল চাটুকারদিগের পরামর্শানুসারে নানা কুক্রিয়াতে প্রবৃত্ত হইতে লাগিলেন। এই মানব রূপ ধারী রাক্ষস কোনও ক্রমেই রাজশব্দের যোগ্য ছিলেন না। তাঁহার দৌরাত্ম্য ও অত্যাচারে সমস্ত মিসর দেশ আর্ত্ত নাদে পরিপূর্ণ হইল। প্রজা গণ সিসষ্ট্রিসকে অত্যন্ত ভক্তি ও স্নেহ করিত, সেই অনুরোধেই তাহারা এই নরাধমের অত্যাচার সকল সহ্য করিতেছিল; কিন্তু তিনি আপনি আপনার বিনাশ সম্পাদন করিলেন; ফলতঃ, তাদৃশ অযোগ্য পাত্র যে বহু কাল সিংহাসনে অধিরূঢ় থাকিবে ইহা অত্যন্ত অসম্ভব।

এক্ষণে আমার স্বদেশ প্রতিগমনের আশা এক বারে উচ্ছিন্ন হইল। সমুদ্রের উপকূলে একটি গৃহ নির্ম্মিত ছিল, সেই গৃহে আমি রুদ্ধ রহিলাম। বৃদ্ধ রাজার মৃত্যু হইলে পর, মিটফিস নানা কৌশলে কারাবাস হইতে মুক্তি সাধন করিয়া যুবরাজের মন্ত্রি দল মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। প্রবিষ্ট হইয়া যে ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন, আমাকে কারাগারে রুদ্ধ করাই তাহার প্রথম কার্য্য। আমার নিমিত্তই তাঁহার সেই অবমাননা ঘটিয়াছিল, এক্ষণে সময় পাইয়া আমাকে তাহার সমুচিত প্রতিফল দিলেন। আমি সেই গৃহে অবস্থান করিয়া পরিত্রাণের উপায়ান্তর না দেখিয়া অহোরাত্র কেবল মনোদুঃখে সময়াতিপাত করিতে লাগিলাম। টর্মসিরিস যাহা কহিয়াছিলেন এবং পর্ব্বত গুহার মধ্যে যাহা শ্রবণ করিয়াছিলাম, তৎসমুদায় আমার স্বপ্নদর্শনবৎ বোধ হইতে লাগিল। কোনও কোনও সময়, আমি আপন দুঃখ চিন্তায় একান্ত মগ্ন হইয়া শূন্য দৃষ্টিতে কেবল উত্তাল তরঙ্গ মালা অবলোকন করিতাম; কখনও কখনও বাত্যাভিহত মগ্নপ্রায় পোত সকল আমার দৃষ্টি গোচর হইত, কিন্তু পোতারোহী ব্যক্তি দিগের দুঃখে দুঃখী হওয়া দূরে থাকুক, আমি তাহাদের সেই অবস্থার প্রার্থনা করিতাম। আমি মনে মনে কহিতাম, অবিলম্বেই উহাদিগের দুঃখের ও জীবনের পর্য্যবসান হইবে, অথবা উহারা নির্বিঘ্নে স্বদেশে প্রতিগমন করিবে। কিন্তু হায়! জগদীশ্বর আমাকে উভয় বিষয়েই বঞ্চিত করিয়াছেন।

এই রূপে আমি বৃথা বিলাপে কাল হরণ করিতেছি, এমন সময়ে এক দিবস বহুসংখ্যক অর্ণব পোত আমার নয়ন গোচর হইল। কিয়ৎ ক্ষণ মধ্যেই পোত সমূহে সমুদ্র আচ্ছাদিত হইল এবং অসংখ্য ক্ষেপণী ক্ষেপণে সাগর বারি ফেনিল হইয়া উঠিল। চতুর্দ্দিকে কোলাহল শুনিতে লাগিলাম। উপকূলে দেখিলাম, কতিপয় মিসর নিবাসী লোক ভীত হইয়া সত্বর অস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক সজ্জীভূত হইতেছে, কতক গুলি লোক উৎসুক চিত্তে সমাগত সাংযাত্রিক সৈন্যের প্রতীক্ষা করিতেছে।

আমি ইতিপূর্ব্বে নাবিক বিদ্যা সংক্রান্ত অনেক বিষয় অবগত হইয়াছিলাম, এজন্য ত্বরায় চিনিতে পারিলাম যে, উপস্থিত পোত সমূহের মধ্যে কতক গুলি ফিনীশিয়া দেশীয় ও কতক গুলি সাইপ্রস দ্বীপ হইতে আগত। সিসষ্ট্রিসের মৃত্যুর পর মিসর বাসী দিগের মধ্যে দুই দল হইয়াছিল, এক দল রাজপক্ষ, অপর দল তদ্বিপক্ষ। আমি অনায়াসেই বুঝিতে পারিলাম যে, যুবরাজের অবিবেকিতা ও অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া, প্রজা গণ তাঁহার বিপক্ষে অভ্যুত্থান করিয়াছে ও ঘরে ঘরে বিবাদ উপস্থিত হইয়াছে। ক্ষণ কাল পরেই আমি কারাগারের উপরি ভাগ হইতে দেখিতে পাইলাম, উভয় পক্ষ সংগ্রাম সাগরে অবগাহন করিয়াছে।

যুবরাজ সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে করিয়া সমরে আসিয়াছিলেন। বিপক্ষ গণ বিদেশীয় সৈন্য লইয়া রাজসৈন্য আক্রমণ করিল। যুবরাজ দেব সেনাপতির ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিলেন; তাঁহার চতুর্দ্দিকে শোণিত নদী বহিতে লাগিল; তাঁহার রথচক্র ঘনীভূত ফেনিল কৃষ্ণবর্ণ শোণিতে লিপ্ত হইয়া রাশীকৃত মৃত দেহের উপর দিয়া অতি কষ্টে চলিতে লাগিল। তিনি দৃঢ়কায়, ভীমদর্শন, ও অসম্ভব বল বীর্য্য শালী ছিলেন। তাঁহার নয়ন দ্বয়ে ক্রোধানল ও নির্ভীকতা বিলক্ষণ লক্ষিত হইতে লাগিল। তিনি অসাধারণ সাহস সম্পন্ন ছিলেন, সেই সাহস সহকারে মত্ত হস্তীর ন্যায় বিপক্ষ ব্যূহের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন। কিন্তু তাঁহার যেমন সাহস ছিল তদনুযায়িনী অভিজ্ঞতা বা বিবেকশক্তি ছিল না; সুতরাং তিনি বিষম বিপদে পতিত হইলেন। কি প্রকারে ভ্রম নিরাকরণ করিতে হয়, কি প্রকারে যোদ্ধৃ বর্গকে আদেশ দিতে হয়, কি প্রকারে সম্ভাবিত বিপদাপাত অনুমান করিতে হয়, ও কি প্রকারেই বা সময়ে সময়ে সেনা সন্নিবেশ করিতে হয়, যুবরাজ এই সমস্ত বিষয়ের কিছুই জানিতেন না। ফলতঃ, বিপক্ষ ব্যূহে প্রবিষ্ট হইয়া আত্ম রক্ষার্থে যে সকল কৌশল

অবলম্বন করিতে হয় তাহা তিনি অবগত ছিলেন না। তিনি স্বাভাবিক বুদ্ধিশক্তি সম্পন্ন ছিলেন, কিন্তু শিক্ষা বিরহে সেই বুদ্ধি-শক্তির অনুরূপ কার্য্য করিতে জানিতেন না। জন্মাবধি তাঁহাকে কখনও বিপদে বা দুরবস্থায় পড়িতে হয় নাই. সুতরাং বিপৎকালে বা দুরবস্থা ঘটিলে কি রূপে প্রতীকার করিতে হয় তাহাতে তিনি নিতান্ত অনভিজ্ঞ ছিলেন।

যাঁহারা যুবরাজের শিক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহারা চাটুবাদ দ্বারা তাঁহার স্বভাব বিকৃত করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি সতত আপন ক্ষমতা ও ঐশ্বর্য্য মদে মত্ত হইয়া থাকিতেন, মনে করিতেন, সমস্ত ব্যাপার তাঁহার ইচ্ছার অধীন হইবে, এবং অণুমাত্র ইচ্ছা প্রতিরোধ হইলেই ক্রোধে অন্ধ ও হিতাহিত বিবেচনা শূন্য হইয়া পশুবৎ ব্যবহার করিতেন, তখন তাঁহাতে মনুষ্যের কোনও চিহ্নই থাকিত না। হিতৈষী প্রভু ভক্ত ভৃত্য গণ ভীত হইয়া ক্রমে ক্রমে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিল; যাহারা তাঁহার ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিতে সম্মত হইত, কেবল তাহারাই তাঁহার সন্নিহিত থাকিত। এই রূপে তিনি চাটুকার বর্গে বেষ্টিত, হিতাহিত বিবেচনা বিমূঢ়, ও সজ্জন গণের ঘৃণাস্পদ হইয়া নানা গর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠানে কাল হরণ করিতেন।

কেবল অসাধারণ সাহস ও অপরিমেয় বিক্রমবলে তিনি অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত আত্ম রক্ষা করিয়াছিলেন, পরিশেষে কোনও ফিনীশীয় সৈনিক পুরুষের বাণ আসিয়া তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিল। বাণাহত হইবামাত্র তাঁহার হস্ত হইতে অশ্ব রশ্মি ভ্রষ্ট হইল; তিনি রথ হইতে ভূতলে পড়িলেন। এই অবসরে সাইপ্রস দ্বীপ নিবাসী এক সৈনিক পুরুষ তাঁহার মস্তকচ্ছেদন করিল এবং ঐ ছিন্ন মস্তক, কেশ ধারণ পূর্ব্বক ঊর্দ্ধে তুলিয়া, জয় চিহ্ন স্বরূপ স্বপক্ষীয় সেনা গণকে দর্শন করাইতে লাগিল।

সেই ছিন্ন মস্তকের আকৃতি আমার যাবজ্জীবন মনে থাকিবে, কখনও বিস্মৃত হইব না। আমি অদ্যাপি প্রত্যক্ষবৎ দেখিতেছি যেন সেই মুণ্ড হইতে শোণিত ধারা নির্গত হইতেছে, নয়ন দ্বয় মুদ্রিত রহিয়াছে, আকার বিশ্রী ও বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে, মুখ অর্দ্ধোচ্চারিত বাক্য সমাপ্তির নিমিত্তই যেন ঈষৎ ব্যাদান করা রহিয়াছে, এবং জীবনাপগমেও যেন সেই স্বাভাবিক গর্ব্ব ও ভীষণতা মুখ মণ্ডলে ব্যক্ত হইতেছে! যদি কখনও দেবতারা আমাকে সিংহাসনে অধিরূঢ় করেন, এই ভয়ানক দৃষ্টান্ত দর্শনের পর আমি ইহা কখন বিস্মৃত হইব না যে, যে রাজা যত বিবেচনা পূর্ব্বক চলিবেন, তিনি সেই পরিমাণে রাজ্য শাসন যোগ্য ও সুখী হইবেন। হায়! যে ব্যক্তি, মানব গণের সুখ সমৃদ্ধি সংবর্দ্ধনের নিমিত্ত ভূপতি পদে অধিরূঢ় হইয়া, অসংখ্য প্রজা গণের ক্লেশকর হইয়া উঠে, তাহার অপেক্ষা হতভাগ্য আর কে আছে। তাদৃশ রাজাকে সকলে পৃথিবীর মূর্ত্তিমান্ অমঙ্গল ও দৈব নিগ্রহ স্বরূপ জ্ঞান করে।

টেলিমেকস

তৃতীয় সর্গ।

উদ্ধত স্বভাব বশতঃ মেণ্টরের উপদেশে অবহেলা করিয়া স্বেচ্ছানুরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়াতে যে সকল অনর্থ ঘটিয়াছিল, টেলিমেকস অকপট হৃদয়ে তদ্বিষয়ে আপন দোষ স্বীকার করিয়া আত্ম বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। কালিপ্সো তাঁহার সরলতা ও বিজ্ঞতা দর্শনে মুগ্ধ ও চমৎকৃত হইলেন। পক্ষপাত বিহীন হইয়া আপন দোষ গুণ বিবেচনা করিতে পারা, ও আপনার দোষ দর্শন দ্বারা বিজ্ঞ, সতর্ক, ও পরিণাম দর্শী হইতে পারা, অতি মহানুভাবতার কার্য্য। কালিপ্সো টেলিমেকসকে সেই সর্ব্ব জন প্রশংসনীয় মহানু-ভাবতা গুণে অলঙ্কৃত দেখিয়া মনে মনে তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন, এবং কহিলেন, টেলিমেকস! তুমি পুনরায় বর্ণনা আরম্ভ কর। কি প্রকারে তুমি মিসর দেশ হইতে পলায়ন করিলে ও কোথাই বা মেণ্টরের সহিত তোমার পুনর্ব্বার সমাগম হইল, ইহা জানিবার নিমিত্ত আমি নিতান্ত উৎসুক হইয়াছি। তদনন্তর টেলিমেকস বর্ণনা আরম্ভ করিলেন।

বকরিসের মৃত্যু হইলে পর, ভগ্নোৎসাহ ও সাহস হীন হইয়া রাজপক্ষীয় সেনা গণকে অগত্যা বিপক্ষ গণের বশ বর্ত্তী হইতে হইল। টর্মিউটিস নামে আর এক রাজকুমার অভিষিক্ত হইলেন। ফিনীশিয়া ও সাইপ্রসের সেনা গণ তাঁহার সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া ও যাবতীয়

ফিনীশীয় বন্দী দিগের কারাবাস বিমোচন করিয়া স্বদেশে প্রতিগমন করিল। আমিও ফিনীশীয় বোধে বন্দী হইয়াছিলাম, সুতরাং এক্ষণে মুক্ত হইয়া সেনা গণের সহিত পোতে আরোহণ করিলাম। এই ভাগ্যোদয় দর্শনে আমার অন্তঃকরণে আশালতা পুনর্ব্বার উজ্জীবিত হইয়া উঠিল।

অনুকূল বায়ু বহিতে লাগিল, ক্ষেপণী ক্ষেপণে সাগর বারি ফেনিল হইয়া উঠিল, নৌকা সমূহে সমুদ্র আচ্ছন্ন হইয়া গেল, ক্রমে ক্রমে মিসর দেশ দৃষ্টি পথাতীত হইল, পর্ব্বত গণ সমদেশবৎ বোধ হইতে লাগিল, জল ও আকাশ ব্যতিরেকে আর কিছুই দৃষ্টি গোচর হইতে লাগিল না। ঐ সময়ে দিবাকর উদিত হইতেছিলেন, বোধ হইতে লাগিল, তাঁহার উজ্জ্বল কিরণ সকল যেন সাগর গর্ভ হইতেই উত্থিত হইতেছে। তখন পর্য্যন্তও যে সকল পর্ব্বত শৃঙ্গ অস্পষ্ট লক্ষিত হইতেছিল, দিবাকরের কিরণ সংস্পর্শে তাহারা স্বর্ণময় বোধ হইতে লাগিল, এবং নভোমণ্ডলের নির্ম্মলতা দেখিয়া, ঝড় তুফানের কোনও সম্ভাবনা নাই বলিয়া স্পষ্ট প্রতীতি হইতে লাগিল।

আমি ফিনীশীয় বোধে কারাবাস হইতে মুক্ত হইলাম বটে, কিন্তু পোত স্থিত ফিনীশীয় দিগের মধ্যে কেহই আমাকে চিনিত না। নার্বাল নামে এক ব্যক্তি আমাদের পোতাধ্যক্ষ ছিলেন; তিনি আমার নাম ধাম জানিতে অভিলাষ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ফিনীশিয়ার কোন্ নগরে তোমার নিবাস? আমি কহিলাম, ফিনীশিয়ায় আমার নিবাস নহে। মিসর দেশ বাসীরা আমাকে ফিনীশীয় নৌকায় দেখিতে পাইয়া রুদ্ধ করিয়াছিল এবং ফিনীশীয় জ্ঞান করিয়া আমাকে মিসর দেশে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিল। ফিনীশীয় বলিয়া আমি অনেক দিন মিসর দেশে বন্দী ভাবে থাকিয়া অশেষ ক্লেশ ভোগ করিয়াছি, এবং অবশেষে ফিনীশীয় বলিয়াই মুক্ত হইয়াছি। নার্বাল কহিলেন, তবে তুমি কোন্ দেশ নিবাসী বল। আমি বলিলাম, গ্রীস দেশে

আমার নিবাস; ইথাকা দ্বীপের অধিপতি ইউলিসিস আমার পিতা। যে সকল রাজারা ট্রয় নগরের অবরোধ করেন, পিতা তাঁহাদিগের মধ্যে এক জন প্রধান উদেযাগী ছিলেন। কার্য্য শেষ হইলে, সকলেই স্ব স্ব রাজধানী প্রতিগমন করিয়াছেন, কিন্তু দৈব বিড়ম্বনায় পিতা অদ্যাপি স্বদেশে প্রতিগমন করিতে পারেন নাই। আমি দেশে দেশে তাঁহার অনেক অনুসন্ধান করিয়াছি, কুত্রাপি কোনও সংবাদ পাই নাই। আমি রাজ্য সংক্রান্ত বিষয়ে লিপ্ত নই এবং অন্যান্য বিষয়েও খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভের আকাঙ্ক্ষা রাখি না; বস্তুতঃ, পিতার আজ্ঞাধীন হইয়া থাকা ব্যতিরেকে আমার আর কোনও অভিলাষ নাই; কেবল পিতৃ ভক্তির আতিশয্য নিবন্ধন তদীয় অন্বেষণে নির্গত হইয়া এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত বহুবিধ কষ্ট ভোগ করিয়া আসিতেছি।

নার্বাল বিস্ময়োৎফুল্ল লোচনে আমাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন এবং বোধ করিলেন, যেন দেবানুগৃহীত ব্যক্তিদিগের লক্ষণ আমার মুখ মণ্ডলে সুস্পষ্ট ব্যক্ত হইতেছে। তিনি স্বভাবতঃ দয়ালু ও অমায়িক; আমার দুঃখের কথা শুনিয়া তাঁহার অন্তঃকরণে অনুকম্পার উদয় হইল। তিনি এরূপ বিশ্রম্ভ সহকারে আমার সহিত আলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন যে, তদ্দর্শনে আমি নিশ্চিন্ত বোধ করিলাম যে, দেবতারা আমাকে বিপদ্ হইতে মুক্ত করিবার মানসেই তাঁহার সহিত আমার সমাগম করিয়া দিলেন।

তদনন্তর তিনি আমাকে কহিতে লাগিলেন, টেলিমেকস! তুমি যাহা বলিলে তাহার যথার্থতা বিষয়ে আমি কিঞ্চিন্মাত্র সন্দেহ করি না। ধর্ম্ম ভীরুতার লক্ষণ ও অন্তর্ভূত শোকানলের চিহ্ন তোমার মুখ মণ্ডলে সুব্যক্ত লক্ষিত হইতেছে, আমি কোনও ক্রমেই তোমার কথায় অবিশ্বাস করিতে পারি না। আর আমার অন্তঃকরণে দৃঢ় প্রত্যয় হইতেছে যে, আমি সর্ব্বদা যে সকল দেবতার আরাধনা করিয়া থাকি, তাঁহারা তোমাকে স্নেহ করেন, এবং ইহাও তাঁহাদের অভিমত

বোধ হইতেছে যে, আমিও তোমার প্রতি পুত্র স্নেহ প্রদর্শন করি। আমি তোমাকে কতক গুলি হিতকর উপদেশ প্রদান করিব, তুমি সেই সমস্ত উপদেশ গোপনে রাখিবে, কখনও কাহারও নিকটে প্রকাশ করিবে না; আমি তোমার নিকট এতদ্ব্যতিরিক্ত কোনও প্রত্যুপকারের প্রার্থনা করি না। আমি কহিলাম, আপনি কোনও আশঙ্কা করিবেন না; রহস্য গোপন করা আমার পক্ষে কঠিন কর্ম্ম নহে; যদিও আমি বয়সে বালক বটে, কিন্তু রহস্য গোপনের অভ্যাসে প্রাচীন হইয়াছি; অতএব কখনও কোনও কারণেই যে রহস্যোদ্ভেদ করিব তাহার আশঙ্কা নাই। ইহা শুনিয়া নার্বাল কহি-লেন, টেলিমেকস! কি প্রকারে তুমি তরুণ বয়সে রহস্য গোপনের অভ্যাসে কৃতকার্য্য হইয়াছ, শুনিলে আমি অত্যন্ত আহ্লাদিত হইব। এই গুণকে সকলে বিজ্ঞতার মূল বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন; এই গুণের অসদ্ভাবে অন্যান্য গুণ নিষ্ফল ও নিষ্প্রয়োজন হইয়া যায়। আমি কহিলাম, শুনিয়াছি, যখন পিতা ট্রয় নগরের অবরোধার্থ যাত্রা করেন, তিনি আমাকে ক্রোড়ে লইয়া আলিঙ্গন করিলেন ও সাতিশয় স্নেহ প্রকাশ পূর্ব্বক বারংবার মুখ চুম্বন করিয়া আমার চিবুক ধারণ পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, বৎস! যদি এক দিনের নিমিত্তেও তুমি অধর্ম্ম পথে পদার্পণ কর, তাহা হইলে, আমি প্রার্থনা করিতেছি যে, তোমাকে পুনরায় না দেখিয়াই যেন আমার প্রাণ বিয়োগ হয়, অথবা তুমি যেন শৈশব কালেই কাল গ্রাসে পতিত হও; তোমার শত্রু গণ যেন তোমার জনক জননীর সন্নিধানেই তোমাকে হত্যা করে। পরে সন্নিহিত বান্ধব গণের দিকে দৃষ্টি পাত করিয়া কহিলেন, হে প্রিয় বান্ধব গণ! আমি এই পরম প্রেমাস্পদ পুত্রকে তোমাদিগের হস্তে ন্যস্ত করিলাম। এ নিতান্ত শিশু, যাহাতে শৈশব কালে কুপ্রবৃত্তি কুসংস্কার প্রভৃতি দোষে লিপ্ত না হয়, তোমরা তদ্বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ রাখিবে। যদি আমার

প্রতি তোমাদের কিছু স্নেহ থাকে, তাহা হইলে তোষামোদ বাক্য কদাপি ইহার কর্ণ কুহরে প্রবিষ্ট হইতে দিবে না, এবং যাবৎ ইহার চিত্ত বৃত্তি অভিনব লতার ন্যায় কোমল থাকে, তাবৎ ইহাকে বক্র ভাব অবলম্বন করিতে না দিয়া সরলভাবাপন্ন করিবার নিমিত্ত নিয়ত যত্ন পাইবে; কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা ইহাই বিশেষ লক্ষ্য করিয়া রাখিবে যে, এ ন্যায়পর, ধর্ম্ম পরায়ণ, পরোপকারক, অমায়িক, ও রহস্য রক্ষক হইতে পারে। যে ব্যক্তি মিথ্যা কথনে সমর্থ, সে মানব নাম ধারণের অযোগ্য, আর যে ব্যক্তি রহস্য রক্ষণে অসমর্থ, সে রাজ-শব্দের অনুপযুক্ত।

আমি নিতান্ত শিশু ছিলাম, এজন্য তৎকালে তাঁহার উপদেশ বাক্যের তাৎপর্য্য গ্রহ করিতে পারি নাই; কিন্তু আমি অত্যন্ত মেধাবী বলিয়া ঐ বাক্য গুলি এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তও বিস্মৃত হই নাই; তৎসমুদায় অনুক্ষণ আমার হৃদয়ে জাগরূক রহিয়াছে; বিশেষতঃ, পিতার বন্ধু গণ, তদীয় উপদেশ বাক্য মনে রাখিয়া, শৈশব কালেই আমাকে রহস্য রক্ষণের শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। আমি তৎকালে নিতান্ত বালক ছিলাম বটে, কিন্তু রহস্য রক্ষণ বিষয়ে অল্প কাল মধ্যেই এরূপ ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠিলাম যে, তাঁহারা জননীর পাণিগ্রহণাকাঙ্ক্ষী দুষ্টমতি দুরাচার দিগের নিকট হইতে যে সমস্ত অত্যাচারের আশঙ্কা করিতেন, তৎসমুদায় তাঁহারা নিঃশঙ্ক চিত্তে আমার নিকট নির্দ্দেশ করিতেন। তদবধি তাঁহারা আমাকে অপরিণামদর্শী, হিতাহিত বিবেচনা শূন্য, রহস্য রক্ষণাক্ষম বালক বোধ না করিয়া, বিবেচক, অচলমতি, বিশ্বাস ভাজন জ্ঞান করিতেন। তাঁহারা সর্ব্বদা নির্জ্জনে আমার সহিত পরামর্শ করিতেন, এবং বিবাহার্থী দিগকে নিষ্কাশিত করিবার নিমিত্ত যে সমস্ত উপায় উদ্ভাবন করিতেন, তাহা তাঁহারা আমার নিকট নিঃশঙ্ক চিত্তে ব্যক্ত করিতেন। আমার উপর তাঁহাদিগের এরূপ বিশ্বাস দেখিয়া

আমি অত্যন্ত আহ্লাদিত হইতাম, এবং তদবধি আপনাকে বালক বোধ না করিয়া মনুষ্য মধ্যে গণ্য জ্ঞান করিতাম। ফলতঃ, আমি সতত এরূপ সাবধান হইয়া চলিতাম যে, রহস্যোদ্ভেদ হইতে পারে এমন একটি কথাও কখনও কোনও কারণেই আমার মুখ হইতে নিঃসৃত হইত না। বালকেরা অতি চপলস্বভাব, কোনও বিষয় দেখিলে বা শুনিলে অসাবধানতা বশতঃ অনায়াসেই প্রকাশ করিয়া ফেলে; আমি বালক, যদি কিছু শুনিয়া থাকি অনায়াসে প্রকাশ করিব, এই আশয়ে বিবাহার্থী পামর গণ সর্ব্বদা আমাকে কথোপকথনে প্রবৃত্ত করিত; কিন্তু যে প্রকারে মিথ্যা কথন ব্যতিরেকে রহস্য রক্ষণ পূর্ব্বক উত্তর প্রদান করিতে হয়, তদ্বিষয়ে আমি বিলক্ষণ নিপুণ হইয়াছিলাম; সুতরাং তাহাদের চেষ্টা বিফল হইত।

নার্বাল এই সমস্ত শ্রবণ করিয়া অতিশয় সন্তোষ প্রকাশ করিলেন এবং আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, টেলিমেকস! দেখ, ফিনীশীয়েরা কি অসাধারণ বল বিক্রম শালী! তাহারা পার্শ্ববর্ত্তী জাতি দিগের পক্ষে ভয়াবহ হইয়া উঠিয়াছে এবং বহু বিস্তৃত বাণিজ্য দ্বারা অপরিমেয় অর্থ সঞ্চয় করিয়াছে। সুবিখ্যাত রাজা সিসষ্ট্রিস সামুদ্রিক সংগ্রামে ফিনীশীয় দিগকে কোনও ক্রমেই পরাজিত করিতে পারেন নাই। তিনি যে সকল সৈন্য লইয়া অবলীলা ক্রমে সমস্ত পূর্ব্ব দেশ জয় করিয়াছিলেন, তাহারাও সহজে তাহাদিগকে স্থলে পরাজিত করিতে পারে নাই। তিনি স্থল যুদ্ধে কথঞ্চিৎ জয় লাভ করিয়া ফিনীশীয় দিগের উপর রাজকর স্থাপন করেন; কিন্তু তাহারা অধিক দিন তাঁহাকে কর প্রদান করে নাই। তাহারা মহাবল পরাক্রান্ত ও অতিশয় ঐশ্বর্য্য শালী, সুতরাং অক্ষুব্ধ চিত্তে পরাধীনতা নিবন্ধন ক্লেশ ও অপমান সহ্য করা তাহাদিগের পক্ষে কোনও মতেই সম্ভাবিত নহে; তাহারা অতি ত্বরায় চির পরিচিত স্বাধীনতার পুনরুদ্ধার করিল। সিসষ্ট্রিস কুপিত হইয়া পুনরায় তাহা-

দিগের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছিলেন; কিন্তু কিছু দিন পরেই তাঁহার মৃত্যু হইল এবং তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গেই সেই যুদ্ধের শেষ হইয়া গেল। সিসষ্ট্রিসের প্রভুশক্তি তদীয় উৎকৃষ্ট রাজনীতি সহকারে দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু যখন সেই প্রভুশক্তি সেই রাজ নীতি বিরহিত হইয়া তাঁহার পুত্রের হস্তে পড়িল, তখন আর তাহার তাদৃশী দুর্দ্ধর্ষতা ও ভীষণতা রহিল না। মিসর দেশীয়েরা, ফিনীশীয় দিগের দণ্ড বিধানার্থ আর উদ্যোগ না করিয়া, বরং দুরাচার প্রজা পীড়ক রাজার অত্যাচার হইতে আপনাদিগকে মুক্ত করিবার আশয়ে ফিনীশীয় দিগের সাহায্য প্রার্থনা করিল। ফিনীশীয়েরাও উদ্যুক্ত হইয়া তাহাদিগকে মুক্ত করিয়াছে। আহা! ফিনীশীয় দিগের স্বাধীনতার ও ঐশ্বর্য্যের কি উৎকর্ষ বর্দ্ধন হইল!

হায়! আমরা অন্যের উদ্ধার সাধন করিলাম বটে, কিন্তু নিজে দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ রহিয়াছি। আমাদের নরপতি অতি দুর্দ্দান্ত ও অতি দুরাচার, প্রজা দিগের উপর নিয়ত যৎপরোনাস্তি অত্যাচার করেন; তিনি প্রজা দিগকে নিজ দাসবৎ করিয়া রাখিয়াছেন। বিদেশীয় লোকের উপর তাঁহার অত্যন্ত বিদ্বেষ; টেলিমেকস! সাবধান থাকিবে, যেন আমাদিগের রাজা পিগ্মেলিয়ন তোমাকে বিদেশীয় বলিয়া জানিতে না পারেন, জানিতে পারিলে তোমার বিষম বিপদ্ ঘটিবে। তাঁহার হস্ত তদীয় ভগিনীপতির শোণিতে দূষিত হইয়াছে। তাঁহার ভগিনী ডাইডো এই বিপদ্ ঘটনার পরক্ষণেই কতিপয় ধার্ম্মিক লোক সমভিব্যাহারে নৌকারোহণে টায়র নগর হইতে প্রস্থান করিয়াছেন, এবং আফ্রিকার উপকূলে এক পরম সমৃদ্ধ নগর সংস্থাপনের সূত্র পাত করিয়া ঐ নগরের নাম কার্থেজ রাখিয়াছেন। অপরিতৃপ্ত ধনতৃষ্ণা পিগ্মেলিয়নকে দিন দিন অধিক দুঃখী ও অধিক ঘৃণাস্পদ করিতেছে। তাঁহার অধিকারে ধনী হওয়া এক বিষম অপরাধ। অর্থ গৃধ্নুতা দিন দিন তাঁহাকে ঈর্ষ্যী,

সন্দিগ্ধচিত্ত, ও নিষ্ঠুর করিতেছে। তিনি ধনবান্ দিগের যৎপরোনাস্তি উৎপীড়ন করিয়া থাকেন।

কিন্তু টায়র নগরে ধনী হওয়া অপেক্ষা ধার্ম্মিক হওয়া গুরুতর অপরাধ কারণ হইয়া উঠিয়াছে। পিগ্মেলিয়ন বোধ করেন যে, ধার্ম্মিক ব্যক্তি তাঁহার অবিচার ও অত্যাচার সহ্য করিতে পারেন না, সুতরাং তিনি তাঁহাদিগকে বিপক্ষ জ্ঞান করেন। ধর্ম্ম যেমন তাঁহার শত্রু তিনিও তদ্রূপ ধর্ম্মের শত্রু। সর্ব্বদাই উদ্বেগ, চিন্তা ও ভয় তাঁহার হৃদয়ে উদ্ভূত হইয়া উঠে। অধিক কি কহিব, তিনি আপনার ছায়া দেখিয়া আপনি ভীত হয়েন। নিদ্রা তাঁহাকে এক বারেই পরিত্যাগ করিয়াছে। তাঁহার দণ্ড বিধানার্থই দেবতারা তাঁহাকে অতুল ঐশ্বর্য্য দিয়াছেন। তিনি সর্ব্বদা ভয়ে এরূপ অভিভূত থাকেন যে, সুখে ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতে পারেন না। সুখী হইবার নিমিত্ত তিনি যে বস্তুর অন্বেষণ করেন, সেই বস্তুই তাঁহার দুঃখের মূলীভূত কারণ হইয়াছে। তিনি দান করিয়া পরিশেষে তন্নিমিত্ত সাতিশয় অনুতাপ করেন; পাছে সঞ্চিত ধনের ক্ষয় হয়, সতত এই শঙ্কায় কাল যাপন করেন, এবং সুখ সম্ভোগে জলাঞ্জলি দিয়া কেবল অর্থাগমের উপায় চিন্তা করেন। প্রায় কেহ কখনও তাঁহাকে দেখিতে পায় না; তিনি ভবনের একান্তে চিন্তাকুল চিত্তে একাকী অবস্থিতি করেন। বন্ধু গণ তাঁহার সম্মুখে যাইতে সাহস করেন না; কারণ যে নিকটে যায় তাহাকেই তিনি শত্রু বলিয়া সন্দেহ করেন। রক্ষি গণ করে তরবারি ও শূল ধারণ পূর্ব্বক চতুর্দ্দিক্ রক্ষা করিতেছে; ভবনের যে খণ্ডে তিনি বাস করেন, তাহা ত্রিশটি গৃহে বিভক্ত, উহাতে পরস্পর গমনাগমনের পথ আছে। প্রত্যেক গৃহে এক এক লৌহ দ্বার আছে; প্রত্যেক দ্বার ছয় লৌহ অর্গলে রুদ্ধ থাকে। উহার মধ্যে কোন্ গৃহে তিনি রাত্রি যাপন করেন, কেহ কখনও জানিতে পারেন না। সকলে বলিয়া থাকে, হত্যা ভয়ে তিনি কদাপি এক গৃহে এক ক্রমে দুই রাত্রি যাপন করেন

না। তিনি সাংসারিক সুখের বা মিত্রতা নিবন্ধন অনুপম আনন্দ রসের আস্বাদনে এক কালে বঞ্চিত রহিয়াছেন। যদি কেহ কখনও তাঁহাকে সুখ ভোগে প্রবৃত্ত হইতে পরামর্শ দেয়, তিনি সুখ ভোগের নিমিত্ত উৎসুক হন; কিন্তু অন্বেষণ করিয়া দেখেন, সুখ তাঁহার নিকট হইতে দূরে পলায়ন করিয়াছে, তাঁহার হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইতে কোনও মতেই সম্মত নহে। শূন্যতা, ব্যাকুলতা, ও তীক্ষ্ণতা তাঁহার নয়ন দ্বয়ে নিরন্তর লক্ষিত হইতেছে, এবং শঙ্কাকুল চিত্তে তিনি ইতস্ততঃ দৃষ্টি ক্ষেপ করিতেছেন। অতি সামান্য শব্দও তাঁহার কর্ণ কুহরে প্রবিষ্ট হইলে, তিনি চকিত ও কম্পিতকলেবর হন, মুখ বিবর্ণ হইয়া যায়। তাঁহার শরীর শীর্ণ ও পাণ্ডুর, আকার চিন্তাতিমিরে আচ্ছন্ন, ও বদন বলিত হইয়া গিয়াছে। তিনি প্রায় কাহারও সহিত কথা কহেন না, সতত কেবল দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন। মধ্যে মধ্যে তিনি আর্ত্ত নাদ করিয়া থাকেন, তদ্দ্বারা বোধ হয়, হৃদয় স্থিত দুঃখানল অনবরত তাঁহার অন্তর্দাহ করিতেছে। তিনি দুঃখাবেগ সংবরণে সম্পূর্ণ যত্ন করেন, কিন্তু কোনও ক্রমেই নিবারণ করিতে পারেন না। উপাদেয় আহার সামগ্রীও তাঁহার বিস্বাদ বোধ হয়। তিনি আপন সন্তান দিগকে বিষম শত্রু করিয়া রাখিয়াছেন; প্রত্যাশার স্থান হওয়া দূরে থাকুক, তাহারা তাঁহার পক্ষে ত্রাস জনক হইয়া উঠিয়াছে। তিনি আপনাকে সর্ব্বদাই বিপন্ন জ্ঞান করিতেছেন, এবং যে সকল ব্যক্তিকে ভয় করেন তাহাদিগের প্রাণ নাশ দ্বারা স্বীয় রক্ষা সম্পাদনে যত্নবান্ আছেন, কিন্তু জানেন না যে, যে নিষ্ঠুরতাকে প্রাণ রক্ষার এক মাত্র উপায় বলিয়া তাঁহার দৃঢ় প্রতীতি আছে, সেই নিষ্ঠুরতা নিঃসন্দেহ তাঁহার বিনাশ সাধন করিবে। ভৃত্য বর্গের মধ্যে কেহ না কেহ এক দিন বসুন্ধরাকে এই দুর্দ্দান্ত রাক্ষসের হস্ত হইতে মুক্ত করিবে। ফলতঃ, তিনি যে আর এক দিন সিংহাসনে থাকেন, ক্ষণ কালের জন্যেও ইহা কাহারও বাসনা নয়।

কিন্তু আমি দেবতা দিগকে ভয় করি; তাঁহারা যাঁহাকে সিংহাসনে অধিরূঢ় করিয়াছেন, আমার যত বিপদ্ ঘটুক না কেন, তাঁহার প্রতি সমুচিত সম্মান ও ভক্তি প্রদর্শন করা আমি উচিত বিবেচনা করি; তিনি প্রাণ বধ করেন তাহাতেও আমার স্বীকার, তথাপি তাঁহার বিপক্ষতাচরণ না করা, এবং অন্যের আক্রমণ হইতে তাঁহাকে রক্ষা করা, আমার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। কিন্তু টেলিমেকস! যদিই তিনি তোমাকে বিদেশীয় বলিয়া জানিতে পারেন, তুমি কদাচ তাঁহাকে তোমার পিতার নাম জ্ঞাত করিবে না; তাহা হইলে, তিনি নিঃসন্দেহ তোমাকে এই আশয়ে কারাগারে রুদ্ধ করিবেন যে, তোমার পিতা ইথাকা নগরীতে প্রত্যাগমন করিলে, তাঁহার নিকট হইতে তোমার নিষ্ক্রয় স্বরূপ বহু অর্থ পাইবেন।

আমরা টায়র নগরে উত্তীর্ণ হইলাম। তথায় আমি নার্বালের উপদেশানুসারে চলিতে লাগিলাম। আমি প্রথমতঃ ভাবিয়া স্থির করিতে পারি নাই যে নার্বাল পিগ্মেলিয়নের বিষয় যেরূপ বর্ণনা করিলেন, মনুষ্য কেমন করিয়া আপনাকে তেমন দুঃখী করিতে পারে; কিন্তু টায়র নগরে উপস্থিত হইয়া নার্বালের বর্ণনা সকল সম্পূর্ণ যথার্থ বলিয়া অতি ত্বরায় আমার বিলক্ষণ প্রতীতি জন্মিল।

পিগ্মেলিয়নের দৌরাত্ম্য ও তদীয় মানসিক ক্লেশের অশেষবিধ চিহ্ন দেখিয়া আমি অত্যন্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইলাম; কারণ, সেরূপ ব্যাপার তৎপূর্ব্বে আর কখনও আমার দৃষ্টি বিষয় বা শ্রবণ গোচর হয় নাই। আমি দেখিয়া শুনিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলাম, পিগ্মেলিয়ন আপনাকে সুখী করিবার নিমিত্ত আয়াস ও যত্ন করিতেছেন এবং স্থির করিয়াছেন, অপরিমিত সম্পত্তি ও অসীম ক্ষমতা সুখের নিদান; কিন্তু সম্পত্তি ও ক্ষমতাই তাঁহার দুঃখের কারণ হইয়া উঠিয়াছে। কিছু দিন পূর্ব্বে আমি যেমন মেষ পালক হইয়াছিলাম, যদি তিনি সেইরূপ মেষ পালক হইতেন, তাহা হইলে, নির্ম্মল গ্রাম্য সুখাস্বাদনে স্বচ্ছন্দে

মনের আনন্দে কাল যাপন করিতে পারিতেন; তাঁহাকে অস্ত্রাঘাত বা বিষ দানের ভয় করিতে হইত না; তিনি মানব জাতির স্নেহ ভাজন হইতেন এবং মানব জাতিও তাঁহার স্নেহ ভাজন হইত। ইঁহার ঈদৃশ সম্পত্তি থাকিত না যথার্থ বটে; কিন্তু পর্য্যাপ্ত পরিমাণে উৎপন্ন পৃথিবীর ফল মূল শস্যাদি লাভ করিয়া, তিনি পরম আনন্দ ভোগ করিতেন, অথচ সাংসারিক আবশ্যক কোনও বিষয়েরই অভাব থাকিত না। যে ব্যক্তি সম্পত্তি লাভ করিয়া ইচ্ছানুরূপ ভোগ করিতে না পারে, তাহার পক্ষে সেই সম্পত্তি ভস্ম রাশির ন্যায় নিতান্ত নিষ্ফল। ইহা আপাততঃ বোধ হয় যে, তিনি আপন ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিয়া থাকেন, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। তিনি দুর্দম ইন্দ্রিয় গণের দাস; চির কাল ধন লিপ্সার দাসত্ব করিতে এবং ভয় ও সন্দেহ জনিত মনঃ-ক্লেশ ভোগ করিতেই ভূমণ্ডলে আসিয়াছেন। তিনি অন্যের উপর আধিপত্য করিয়া থাকেন; কিন্তু তাঁহার আপনার উপর আপনার আধিপত্য নাই; কারণ, দুর্দান্ত ইন্দ্রিয় গণ প্রত্যেকে ইঁহার এক একটি প্রভু ও এক একটি প্রহর্ত্তা।

পিগ্মেলিয়নকে না দেখিয়াই আমি এই রূপে তাঁহার অবস্থা ঘটিত ঈদৃশ নানা তর্ক বিতর্ক করিলাম; বস্তুতঃ, তাঁহাকে কেহ কখনও দেখিতে পায় না। দিবা রাত্রি রক্ষি গণ বেষ্টিত কারাগার তুল্য গৃহের মধ্যে স্বীয় সম্পত্তির সহিত তিনি নিয়ত অবস্থিতি করেন। প্রজা গণ সচকিত নয়নে সভয় অন্তঃকরণে কেবল তাঁহার উচ্চ প্রাসাদে দৃষ্টি ক্ষেপ করিয়া থাকে, এক বারও তাঁহাকে দেখিতে পায় না। আমি রাজা সিসষ্ট্রিসের সহিত এই হতভাগ্য নরপতির তুলনা করিতে লাগিলাম। সিসষ্ট্রিস সৌম্য, প্রিয় বাদী, সদাশয়, ও সর্ব্বদা সকল লোকের অধিগম্য; অপরিচিত ব্যক্তি দিগের সহিত আলাপ করিতে নিতান্ত উৎসুক; অভ্যর্থনা কারী দিগের প্রার্থনা শ্রবণে যথোচিত মনোযোগী; সকল বিষয়ের তত্ত্বনির্ণয় করিতে সাতিশয় যত্নবান; তাঁহাকে কখনও

কোনও বিষয়ে ভয় করিতে হইত না এবং ভয় করিতে হয় এমন কোনও কারণও ছিল না; কিন্তু পিগ্মেলিয়নকে সর্ব্বদা সকল বিষয়েই শঙ্কিত থাকিতে হয়। এই ঘৃণিত দুরাত্মা প্রাণ বধের আশঙ্কায় রক্ষি গণ বেষ্টিত স্বীয় ভবনের মধ্যে নিরন্তর কাল ক্ষেপ করিতেছে; কিন্তু যেমন স্নেহবান্ পিতা আপন ভবনে পুত্র গণে পরিবেষ্টিত হইয়া নিরাপদে কাল যাপন করেন, সেইরূপ সিসষ্ট্রিস প্রজা গণে পরিবেষ্টিত হইয়া নিঃশঙ্ক চিত্তে ও নিরাপদে অবস্থিতি করিতেন।

পিগ্মেলিয়নকে মিসর দেশে সৈন্য পাঠাইতে হইয়াছিল। সাইপ্রস দ্বীপের সৈন্যেরা সন্ধি পত্রের নিয়মানুসারে ঐ সৈন্যের সাহায্যার্থে টায়র নগর আসিয়াছিল। এক্ষণে, কার্য্য সম্পন্ন হওয়াতে, পিগ্মেলিয়ন তাহাদিগকে স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে আজ্ঞা দিলেন। এই সুযোগ দেখিয়া নার্বাল আমার উদ্ধার সাধনে তৎপর হইলেন। তিনি এই অভিপ্রায়ে আমাকে সাইপ্রীয় সৈন্যের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিলেন যে, আমি তদ্দেশীয় লোক বলিয়া তাহাদের সঙ্গে চলিয়া যাইব, পিগ্মেলিয়ন আমাকে গ্রীস দেশীয় বলিয়া বুঝিতে পারিবে না। তিনি অত্যন্ত সামান্য বিষয়েও সন্দিগ্ধমনাঃ হইয়া সবিশেষ অনুসন্ধান করিতেন। অলস ও অমনোযোগী রাজা দিগের রীতি এই যে, তাহারা কতকগুলি প্রতারক অধার্ম্মিক প্রিয় পাত্রের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া নিশ্চিন্ত থাকে; কিন্তু পিগ্মেলিয়নের রীতি উহার বিপরীত ছিল। তিনি কোনও ব্যক্তিকেই বিশ্বাস করিতেন না। তিনি এত বার প্রতারিত হইয়াছিলেন এবং ধার্ম্মিক বেশ ধারী ছলনাপর পার্শ্বচর দিগকে এত পাপাসক্ত দেখিয়াছিলেন যে, মনুষ্য মাত্রকেই প্রতারক ও পাপাত্মা স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন, পৃথিবীতে কেহ ধার্ম্মিক আছে বলিয়া কখনও বোধ করিতেন না। যদি তিনি কোনও ভৃত্যকে প্রতারক ও অধার্ম্মিক দেখিতেন, তাহাকে পদচ্যুত করিয়া তাহার স্থলে অন্য ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা আবশ্যক

বিবেচনা করিতেন না; কারণ তাঁহার বোধ ছিল, যাহাকে নিযুক্ত করিবেন সে ব্যক্তিও সেইরূপ প্রতারক ও সেইরূপ অধার্ম্মিক। দুরাচার ব্যক্তি বর্গ অপেক্ষা সাধু ও সচ্চরিত্র ব্যক্তি দিগকে তিনি অধিক ঘৃণা করিতেন; কারণ তাঁহার এই স্থির সিদ্ধান্ত ছিল যে, তাদৃশ ব্যক্তিরা দুরাচারের ন্যায় সমস্ত অপকর্ম্ম করিয়া থাকে, অধিকন্তু তদপেক্ষা অধিক প্রতারক ও অধিক ছদ্ম বেশী।

টেলিমেকস এই রূপে পিগ্মেলিয়নের বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিয়া কহিলেন, দেবি! এক্ষণে আমি পুনরায় আত্ম বৃত্তান্ত বর্ণন আরম্ভ করি। যদিও রাজা পিগ্মেলিয়ন অতি সামান্য বিষয়েও অত্যন্ত সতর্ক ও সন্দিগ্ধমনাঃ ছিলেন, তথাপি তিনি আমাকে চিনিতে পারিলেন না; কিন্তু পাছে সকল বিষয় প্রকাশ হইয়া পড়ে এই ভয়ে নার্বাল কাঁপিতে লাগিলেন; কারণ, তাহা হইলে, আমাদের উভয়েরই প্রাণ নাশ হইত, সন্দেহ নাই। এই নিমিত্ত, যাহাতে আমি শীঘ্র টায়র নগর পরিত্যাগ করি, তদ্বিষয়ে তিনি যৎপরোনাস্তি উৎসুক হইলেন, কিন্তু প্রতিকূল বায়ু বশতঃ তথায় আমাকে বহু দিবস বাস করিতে হইল।

এই অবকাশে আমি ফিনীশীয় দিগের রীতি বর্ত্ম বিশেষ রূপে অবগত হইলাম। পৃথিবীর যে সকল প্রদেশে মনুষ্যের গমনাগমন আছে, সেই সমস্ত প্রদেশেই ফিনীশীয় জাতির নাম বিখ্যাত। তাহাদের রাজধানী সমুদ্র মধ্য বর্ত্তী একটি দ্বীপের উপর অবস্থিত। তথাকার ভূমি কি অসাধারণ উর্ব্বরা, সুমিষ্ট সুস্বাদ ফল ভর নমিত তরু গণের কি অনুপম শোভা, পরস্পর সন্নিহিত গ্রাম ও নগরের কি অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য, স্বাস্থ্যকর জল বায়ুর কেমন সুখকর শীতলতা! এই সমস্ত সন্দর্শনে আমি নিতান্ত আনন্দিত হইয়া বারংবার প্রশংসা করিতে লাগিলাম। ঐ দ্বীপের দক্ষিণ দিকে পর্ব্বত মালা আছে, তদ্দারা উত্তপ্ত দক্ষিণ বায়ুর গতি রুদ্ধ; সাগর গর্ভোত্থিত শীতল

বায়ু উত্তর দিক্ হইতে বহিতে থাকে। তথায় লিবেনস নামে এক অতি প্রসিদ্ধ পর্ব্বত আছে, উহা এত উচ্চ যে, বোধ হয়, যেন উহার চিরন্তন তুহিন রাশি ধবলিত শৃঙ্গ সকল গগন মণ্ডল বিদীর্ণ করিয়া নক্ষত্র গণকে স্পর্শ করিতে উদ্যত হইতেছে। মস্তকের উপরি ভাগে তুহিন বিনিশ্র নির্ঝর সকল কলকল ধ্বনি করত নিম্নাভিমুখে প্রবল বেগে ধাবমান হইতেছে। পর্ব্বতের কিঞ্চিৎ নিম্ন ভাগে দেবদারু বন; দেবদারু গণ এমন উচ্চ যে, বোধ হয়, তাহাদের নিবিড় ও প্রকাণ্ড শাখা সকল যেন মেঘ মণ্ডল স্পর্শ করিয়া রহিয়াছে এবং এত পুরাতন যে, বোধ হয়, পৃথিবীর সৃষ্টি কালেই যেন তাহাদের সৃষ্টি হইয়াছে। বনের কিঞ্চিৎ নিম্ন ভাগে পশু চারণ স্থান; তথায় নির্ম্মল জল শোভিত নদী সকল প্রবল প্রবাহে বহিতেছে, এবং গো, মেষ, মহিষ প্রভৃতি অসংখ্য পশু গণ অনবরত চরিয়া বেড়াইতেছে। পশু চারণ স্থানের নিম্ন ভাগে পর্ব্বতের শেষ সীমায় অতি বিস্তৃত পরিষ্কৃত ভূমি আছে; উহা একটি প্রকাণ্ড উদ্যানের ন্যায় মনোহর স্থান। তদীয় শোভা সন্দর্শনে মনে এই প্রতীতি জন্মে, যেন বসন্ত ঋতু তথায় চির বিরাজমান রহিয়াছে।

ফিনীশিয়ার অনতিদূরে এক দ্বীপ আছে, টায়র নগর তদুপরি অবস্থিত। দর্শন মাত্র বোধ হয় যেন উহা জলের উপর ভাসিতেছে এবং সমুদ্রের উপর আধিপত্য করিবার নিমিত্তই অবস্থিত হইয়াছে। তথায় পৃথিবীস্থ সমস্ত দেশের বণিক্ গণ আসিয়া মিলিত হয়; তদ্দৃষ্টে আপাততঃ ইহাই প্রতীয়মান হয়, টায়র নগর কোনও একটি স্বতন্ত্র জাতির রাজধানী নহে, ভূমণ্ডলস্থ যাবতীয় জাতির বাণিজ্য স্থান। তথায় একটি অর্ণব শাখা আছে, উহা সর্ব্ব ক্ষণ জাহাজে এরূপ পরিপূর্ণ থাকে যে, জল দেখিতে পাওয়া যায় না, এবং দূর হইতে মাস্তুল সকল জঙ্গলের ন্যায় অবলোকিত হয়। টায়র নগর বাসী সকলেই বাণিজ্য করে এবং অপারাবার সম্পত্তি শালী হইয়াও সম্পত্তি বৃদ্ধির

নিমিত্ত পরিশ্রমে পরাঙ্মুখ নহে। মিসর দেশ হইতে অশেষবিধ উত্তম উত্তম বস্ত্র তথায় বিক্রয়ার্থ আনীত হয়, নগর বাসীরা ঐ সকল বস্ত্র তথাকার প্রসিদ্ধ রক্তবর্ণে রঞ্জিত করিয়া এবং তাহার উপর সোনা রূপার কাজ করিয়া অতি মনোহর করে। ফিনীশীয়েরা সর্ব্বত্রই বাণিজ্য করিতে যায়। তাহারা পৃথিবীস্থ অন্যান্য সমস্ত লোকের অপরিচিত নানা দ্বীপে গমনাগমন করে এবং তথা হইতে সুবর্ণ, গন্ধদ্রব্য, ও অপরাপর নানা দুষ্প্রাপ্য বস্তু স্বদেশে আনয়ন করে।

এই নগরের সকল পদার্থ সজীব বোধ হইতে লাগিল; আমি অপরিতৃপ্ত নয়নে ঐ সমস্ত অবলোকন করিতে লাগিলাম। গ্রীস দেশে দেখিতে পাওয়া যায়, অলস ও কৌতূহল বিশিষ্ট ব্যক্তি গণ অভিনব সংবাদের অন্বেষণে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে অথবা সমাগত ভিন্ন দেশীয় ব্যক্তি দিগের দর্শন করিতেছে; কিন্তু এখানে তাদৃশ এক ব্যক্তিও নয়ন গোচর হয় না। এখানে, কেহ দ্রব্য সামগ্রী জাহাজে তুলিতেছে, কেহ স্থানান্তরে প্রেরণ করিতেছে, কেহ বিক্রয় করিতেছে, কেহ ভাণ্ডারে যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিতেছে, কেহ বা কাগজ পত্র লইয়া হিসাব করিতেছে। স্ত্রীলোক দিগের মধ্যেও কেহ ঊর্ণা কাটিতেছে, কেহ বস্ত্রের উপর সোনা রূপার কাজ করিতেছে, কেহ বা বহুমূল্য বস্ত্রাদি পাট করিয়া তুলিতেছে।

তদনন্তর আমি নার্বালকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ফিনীশীয়েরা কি উপায়ে পৃথিবীর সমস্ত বাণিজ্য হস্তগত করিয়াছে এবং অন্যান্য সমস্ত জাতির ধনাহরণ পূর্ব্বক আপনারা ঐশ্বর্য্য শালী হইয়াছে? নার্বাল কহিলেন, ইহার কারণ তোমার সম্মুখেই উপস্থিত রহিয়াছে। দেখ, প্রথমতঃ, টায়র নগর এরূপ স্থানে সন্নিবেশিত যে, অন্যান্য নগর অপেক্ষা এখানে বাণিজ্যের অত্যন্ত সুবিধা। অপর, নাবিক বিদ্যা এই দেশেরই পরমাদ্ভুত কীর্ত্তি। এই দেশের লোকেরাই সর্ব্ব প্রথমে কতিপয় কাষ্ঠ খণ্ড অবলম্বন পূর্ব্বক মহাভীষণ অর্ণব প্রবাহে অব-

গাহন করে। ইহারাই অসীম সাগর পথে নক্ষত্রাদির গতি নিরূপণ দ্বারা দিক্ নির্ণয় করিয়া আপনাদিগের পথ নিরূপণ করে, এবং দুস্তর সাগরের ব্যবধান বশতঃ যে সমস্ত জাতির পরস্পর সমাগম ও সন্দর্শন ছিল না, ইহারাই নাবিক বিদ্যার সৃষ্টি ও সঞ্চার করিয়া তাহাদিগকে একত্র মিলিত করিয়াছে। ইহারা স্বভাবতঃ অতিশয় সহিষ্ণু, পরিশ্রমী, শিল্প নিপুণ, এবং সংযম ও মিতব্যয়িতা বিষয়ে বিশেষ বিখ্যাত। ইহারা একমত হইয়া সকল কার্য্য করিয়া থাকে এবং বৈদেশিক দিগের প্রতি যৎপরোনাস্তি স্নেহ, বাক্য নিষ্ঠা, ও অমায়িকতা প্রদর্শন করে। এখানে রাজ নিয়ম সর্ব্বাংশে প্রতিপালিত হয়, কদাচ উল্লঙ্ঘিত হয় না।

এই সমস্ত উপায়ে ইহারা সমুদ্রের উপর আধিপত্য সংস্থাপন করিয়াছে ও ইহাদিগের বাণিজ্যের এরূপ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে; এতদ্ভিন্ন আর কোনও উপায় অনুসন্ধান করিবার আবশ্যকতা নাই। কিন্তু এক্ষণে যদি ইহাদিগের মধ্যে পরস্পর বিদ্বেষ ও বিপক্ষতাচরণ উপস্থিত হয়, কিংবা ইহারা অলস ও সুখাসক্ত হইয়া উঠে; ধনবান্ ব্যক্তিরা শ্রম ও মিতব্যয়িতা পরিত্যাগ করে; শিল্প কর্ম্ম অতঃপর আর আদৃত না হয়; যদি কোনও প্রকারে দেশান্তরাগত লোক দিগের মনে বিশ্বাসের ব্যতিক্রম ঘটিয়া উঠে ও বাণিজ্য বিষয়ক নিয়ম ভঙ্গ হয়; পণ্য দ্রব্য প্রস্তুত করণে অমনোযোগ হইতে থাকে এবং ব্যয় বাহুল্য ভয়ে উৎকৃষ্ট বস্তু সমস্ত প্রস্তুত না হয়; তাহা হইলে, যাহা দেখিয়া তুমি এত প্রশংসা করিতেছ, সে সমুদয় এক কালে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে।

তদনন্তর আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ভাল, মহাশয়! ইথাকা নগরীতে কি প্রকারে এরূপ বাণিজ্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে? তিনি উত্তর করিলেন, যে প্রকারে এখানে হইয়াছে। ব্যগ্রতা প্রদর্শন পূর্ব্বক দেশান্তরাগত লোক দিগের সমুচিত সৎকার ও সমাদর করিবে; যাহাতে তাহাদের ধন ও প্রাণের সমুচিত রক্ষণাবেক্ষণ হয়, স্বাধীনতা

থাকে, ও সর্ব্ব প্রকারে স্বচ্ছন্দতা জন্মে, তদ্বিষয়ে সবিশেষ যত্ন করিবে; এবং এই বিষয়ে সাবধান হইবে যেন তাহারা তোমার অর্থগৃধ্নুতা বা অহঙ্কার দেখিয়া বিরক্ত হইয়া না উঠে। যে ব্যক্তি ধনোপার্জ্জনে কৃতকার্য্য হইতে অভিলাষ করে, অত্যন্ত উপার্জ্জন করিতে চেষ্টা করা তাহার কোনও ক্রমেই কর্ত্তব্য নহে, বরং সময় বিশেষে তাহাকে ক্ষতি স্বীকার করিতেও হইবে। দেশান্তরাগত লোক দিগের স্নেহ পাত্র হইতে চেষ্টা করিবে; যদি তাহারা তোমার কোনও অপকার করে, তাহার প্রতিবিধানে উদ্যত না হইয়া সহ্য করিয়া থাকিবে; আর অহঙ্কার প্রদর্শন করিয়া কদাচ তাহাদিগের দূরে থাকিবে না। বাণিজ্য বিষয়ক যে সকল নিয়ম সংস্থাপিত হইবে, তাহা এরূপ হওয়া আবশ্যক যে, সকলেই অনায়াসে ঐ সমুদয়ের মর্ম্ম অবগত হইতে পারে এবং বিদেশীয় লোক দিগের পক্ষে ক্লেশকর হইয়া না উঠে। তুমি স্বয়ং ঐ সকল নিয়ম প্রতিপালন করিবে, এবং অন্যে প্রতিপালন না করিলে যথোচিত দণ্ড বিধান করিবে। বণিক্ দিগের প্রতারণা প্রবৃত্তি দেখিলে কঠিন দণ্ডবিধান করিবে, এবং যদি তাহাদের বিষয়কর্ম্মে অনবধান বা অপব্যয় প্রবণতা দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে, সমুচিত দণ্ড না করিয়া ক্ষান্ত থাকিবে না; আপন লাভের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কদাচ বাণিজ্যের ব্যাঘাত করিবে না। যাহাদের পরিশ্রম দ্বারা বাণিজ্য কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া থাকে, তাহার সমস্ত লাভ তাহাদেরই হওয়া উচিত; ইহার অন্যথা হইলে, পরিশ্রম স্বীকারে তাহাদের প্রবৃত্তি জন্মিবে না। বাণিজ্য দ্বারা রাজ্য মধ্যে যে ধনাগম হয় তাহা হইতেই রাজার উপকার হইয়া থাকে। বাণিজ্য সম্পত্তির প্রস্রবণ স্বরূপ; যদি প্রকারান্তরে উহার প্রবাহ পরিবর্ত্তিত করিয়া দিতে উদ্যত হও, তাহা হইলে, উহা এক বারেই রুদ্ধ হইয়া যাইবে। লাভ ও সুবিধা এই দুইটি মাত্র বিষয় বিদেশীয় লোকদিগকে প্রলোভিত করিয়া আনে; যদি সেই লাভের বা সুবিধার ব্যতিক্রম ঘটে, তাহা হইলে, তাহারা

ক্রমে ক্রমে তোমাকে পরিত্যাগ করিবে এবং যাহারা এই রূপে এক বার ফিরিয়া যাইবে, আর তাহারা তোমার অধিকারে আসিবে না; কারণ, অন্যান্য জাতিরা তোমার এইরূপ অবিবেকিতা ও স্ব স্ব দেশে বাণিজ্য কার্য্যের সুবিধা ও সুশৃঙ্খলা দেখাইয়া তাহাদিগকে স্ব স্ব দেশে লইয়া যাইবে, এবং বণিক্ গণও অনায়াসে বুঝিতে পারিবে যে, তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া গেলেও অন্য জাতির সহিত সুচারু রূপে বাণিজ্য কার্য্য চলিতে পারিবে। ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, এক্ষণে টায়র নগরের পূর্ব্বের ন্যায় শ্রী নাই। প্রিয়সুহৃৎ টেলি-মেকস! যদি তুমি পিগ্মেলিয়নের রাজত্বের পূর্ব্বে টায়র নগর অব-লোকন করিতে, না জানি, কতই চমৎকৃত হইতে। এক্ষণে তুমি শেষাবস্থা মাত্র দেখিতেছ এবং, বোধ করি, ত্বরায় বিনাশও দেখিতে পাইবে। হা হতভাগ্য টায়র! তুমি কি দুর্দ্দান্ত দস্যুর হস্তেই পতিত হইয়াছ! তোমার পূর্ব্বতন সম্পত্তি ও আধিপত্য স্মরণ করিলে অন্তঃকরণ মধ্যে কি বিষম ক্ষোভ ও পরিতাপ উপস্থিত হয়।

পিগ্মেলিয়ন, কি আগন্তুক, কি প্রজা গণ, সকলকেই সমান ভয় করেন। তিনি, তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষ দিগের প্রতিষ্ঠিত প্রথা অনুসারে না চলিয়া, দূরদেশাগত বণিক্ দিগকে অনায়াসে রাজ্য মধ্যে প্রবেশ করিতে দেন না। অন্তঃকরণে নানাপ্রকার সন্দেহ উপস্থিত করিয়া অশেষ আপত্তি উত্থাপন করেন। জাহাজের সংখ্যা, দেশের ও জাহাজ স্থিত প্রত্যেক লোকের নাম, ব্যবসায়ের প্রকার, দ্রব্যাদির নাম, মূল্য, ও পরিমাণ, ইত্যাদি বিষয় অগ্রে অবগত না হইয়া, তিনি বিদেশীয় বণিক্ দিগকে আপন অধিকারে প্রবেশ করিবার অনুমতি প্রদান করেন না। তিনি কেবল ইহাতেই ক্ষান্ত থাকেন এমন নহে; বাণিজ্য বিষয়ক যে নানা নিয়ম সংস্থাপিত আছে, ছলে ও কৌশলে কোনও বিষয়ে সেই নিয়মের উল্লঙ্ঘন ঘটাইয়া বণিক্ দিগের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া লন। কোনও ব্যক্তি ধনাঢ্য হইলে, তিনি তাহাকে

অশেষ ক্লেশ দিয়া থাকেন। কখনও কখনও তিনি নানা অকিঞ্চিৎকর হেতু প্রদর্শন পূর্ব্বক শুল্ক বৃদ্ধি করিয়া দেন, তাহাতেও বাণিজ্যের অনেক ব্যাঘাত ঘটিতেছে। তিনি স্বয়ং বাণিজ্য করিয়া থাকেন বলিয়া ভান করেন, কিন্তু কেহই সাধ্য পক্ষে তাঁহার সংস্রবে থাকিতে চাহে না। অতএব দেখ! দিন দিন বাণিজ্যের হ্রাস হইয়া যাইতেছে; ভিন্ন দেশীয়েরা টায়র নগরে গমনাগমন করা প্রায় পরিত্যাগ করিয়াছে। যদি পিগ্মেলিয়ন এইরূপ অনর্থকর অহিতাচরণে বিরত না হন, তাহা হইলে, অল্প কাল মধ্যেই কোনও নীতি পরায়ণ জাতি আমাদিগের এই খ্যাতি, প্রতিপত্তি, ও ক্ষমতা অপহরণ করিয়া লইবে।

রাজ্য শাসন সংক্রান্ত কোনও বিষয়েই অজ্ঞ থাকিব না ইহা আমার নিতান্ত অভিলাষ হইয়াছিল, এই নিমিত্ত আমি নার্বালকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ভাল মহাশয়! টায়রীয়েরা কি প্রকারে জলপথে এরূপ পরাক্রান্ত হইয়া উঠিল। নার্বাল কহিলেন, এখানে লিবেনস পর্ব্বতে যে অরণ্য আছে, জাহাজ নির্ম্মাণোপযোগী সমস্ত কাষ্ঠ তথা হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়; সেই সকল কাষ্ঠ কেবল ঐ প্রয়োজনেই নিযোজিত হইয়া থাকে। এখানে বহুসংখ্যক শিল্পী বাস করে; জাহাজ নির্ম্মাণে তাহাদের বিশেষ নৈপুণ্য আছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, এত শিল্পী এখানে কোথা হইতে আসিল। তিনি উত্তর করিলেন, তাহারা এই দেশেরই লোক, ক্রমে ক্রমে তাহাদের সংখ্যার বৃদ্ধি হইয়াছে। কোনও শিল্প বিষয়ে বিশেষ নৈপুণ্য জন্মিলে, যদি তাহা সর্ব্বদা সম্যক্ রূপে পুরস্কৃত হইতে থাকে, তাহা হইলে, যত দূর সম্ভবিতে পারে, অতি ত্বরায় সেই নৈপুণ্যের উৎকষ জন্মে; কারণ, যে ব্যবসায়ে অধিক লাভ দৃষ্ট হয়, বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি গণ সর্ব্বদা তাহাতেই প্রবৃত্ত হন, সন্দেহ নাই। যাঁহারা নাবিক কর্ম্মের উপযোগী বিদ্যায় কৃতকার্য্য হইতে পারেন, তাদৃশ ব্যক্তি গণ এখানে

অত্যন্ত আদরণীয়। উত্তম রেখাগণিত বেত্তা বিলক্ষণ আদৃত হইয়া থাকেন; নিপুণ জ্যোতির্বিদ্ তদপেক্ষা অধিক আদরণীয়; সুশিক্ষিত নাবিক অগণ্য সাধুবাদের আস্পদ ও অসীম সম্মানের ভাজন হন। সূত্রধর আপন ব্যবসায়ে বিশেষ নিপুণ হইলে কেবল প্রচুর অর্থই লাভ করে এমন নহে, যথোচিত আদরও প্রাপ্ত হয়। ক্ষেপণিকেরাও আপন কার্য্যে পরিপক্ক হইলে যথাযোগ্য পুরস্কার পাইয়া থাকে। কোন দাঁড়ী পীড়িত হইলে তাহার রোগ শান্তির নিমিত্ত বিশেষ যত্ন, ও সে দেশান্তরে গমন করিলে তাহার পরিবার দিগের তত্ত্বানুসন্ধান, করা যায়; যদি দৈব ঘটনায় জাহাজ জল মগ্ন হইয়া তাহার প্রাণ নাশ হয়, তাহা হইলে, তাহার পরিবার দিগের ভরণ পোষণের ভার গ্রহণ করা যায়; আর যদি সে নিরূপিত কতিপয় বৎসর স্বকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া উঠে, তাহা হইলে, যাহাতে আয়াস ও পরিশ্রম ব্যতিরেকে গৃহে বসিয়া স্বচ্ছন্দে জীবন পাত করিতে পারে এরূপ সংস্থান করিয়া দিয়া, অতি সমাদর পূর্ব্বক তাহাকে কর্ম্ম হইতে অবসর দেওয়া যায়; এই নিমিত্ত এ দেশে কখনও উত্তম নাবিকের বা ক্ষেপণিকের অসদ্ভাব ঘটে না। পুত্র দিগকে এমন উত্তম ব্যবসায়ে সুশিক্ষিত করিতে পিতা মাত্রেই অত্যন্ত ব্যগ্র হন। বালকেরা অতি শৈশব কালেই ক্ষেপণী ধারণে, রজ্জু প্রসারণে, গুণবৃক্ষারোহণে, ও প্রচণ্ড বাত্যা তুচ্ছীকরণে অভ্যস্ত হইতে আরম্ভ করে। এই রূপে, লোকেরা সম্মান ও পুরস্কার প্রত্যাশায় স্বেচ্ছা ক্রমে স্ব স্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়াতে, সাধারণের কত মহোপকার জন্মিতেছে। কিন্তু, যদি সম্মান ও পুরস্কারের প্রত্যাশা না দেখাইয়া, কেবল রাজ শাসনের উপর নির্ভর করা যাইত, তাহা হইলে, কদাচ এরূপ সম্ভবিত না; কারণ অন্যের পরিশ্রম দ্বারা আপন কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইলে, পরিশ্রম কারীর অন্তঃকরণে অনুরাগ ও লাভাকাঙ্ক্ষা উভয়েরই আবির্ভাব করিয়া দেওয়া আবশ্যক।

এইরূপ কথোপকথনের পর নার্বাল আমাকে পণ্য শালা, শস্ত্রা-গার, ও জাহাজ নির্ম্মাণ স্থান প্রদর্শনার্থ লইয়া গেলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া, অত্যন্ত মনোযোগ পূর্ব্বক, আমি প্রত্যেক সামগ্রীর সবিশেষ তথ্য জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম, এবং পাছে কোনও প্রয়োজনোপযোগী বিষয় বিস্মৃত হইয়া যাই, এই সন্দেহ করিয়া, যাহা শুনিতে লাগিলাম তৎক্ষণাৎ লিখিয়া লইলাম। এই রূপে আমি নানা বিষয়ে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভ করিতে লাগিলাম। কিন্তু, নার্বাল আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন, সুতরাং, আমার প্রস্থানের বিলম্ব দেখিয়া, তিনি অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইতে লাগিলেন; যেহেতু, পিগ্মেলিয়নের চরিত্র তাঁহার বিলক্ষণ বিদিত ছিল; বিশেষতঃ, তিনি জানিতেন, রাজকীয় চরেরা এইরূপ বিষয়ের অন্বেষণার্থ দিবা রাত্রি নগর মধ্যে ভ্রমণ করিতেছে। অতএব, পাছে, তাহারা মৎসংক্রান্ত সকল বিষয়ের সবিশেষ সন্ধান পাইয়া রাজার গোচর করে, এই চিন্তায় আক্রান্ত হইয়া তিনি নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন; কিন্তু তৎকাল পর্য্যন্তও প্রতিকূল বায়ু বহিতেছিল, সুতরাং, পোতারোহণের সময় উপস্থিত হয় নাই; এজন্য আমাকে অগত্যা তথায় আরও কিছু দিন অবস্থিতি করিতে হইল।

এক দিন আমরা নিবিষ্ট চিত্তে বণিক্ গণের সহিত বাণিজ্য বিষয়ক কথোপকথন ও জাহাজ প্রভৃতি দর্শন করিতেছি, এমন সময়ে এক জন রাজপুরুষ আসিয়া নার্বালকে কহিল, মিসর দেশ হইতে যে সকল জাহাজ ফিরিয়া আসিয়াছে, তন্মধ্যে এক জাহাজের অধ্যক্ষের মুখে রাজা শুনিয়াছেন যে, তুমি এক জন ভিন্ন দেশীয় লোককে সাই-প্রস দ্বীপ নিবাসী বলিয়া এখানে আনিয়া রাখিয়াছ; তিনি তোমাকে এই আজ্ঞা দিয়াছেন যে, ঐ ব্যক্তিকে অবিলম্বে ধৃত কর ও কোন্ দেশে তাহার নিবাস নিশ্চয় কর, এ বিষয়ে অণু মাত্র ত্রুটি ও অযত্ন প্রকাশ হইলে তোমার মস্তকচ্ছেদন হইবে। যৎকালে রাজপুরুষ

এই আজ্ঞা 'বিজ্ঞাপিত করিতেছিল, তখন আমি নার্বালের নিকট হইতে কিঞ্চিৎ দূরে দাঁড়াইয়া তদ্গত চিত্তে এক অতি সুন্দর, দ্রুত গামী, নূতন জাহাজ দেখিতেছিলাম এবং জাহাজ নির্ম্মাতাকে তদ্বিষয়ক অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম।

রাজকীয় আদেশ শ্রবণ মাত্র নার্বাল যৎপরোনাস্তি ভীত হইয়া রাজপুরুষকে উত্তর করিলেন, যে ব্যক্তির উল্লেখ করিতেছ সে যথার্থই সাইপ্রস দ্বীপ নিবাসী, আমি অবিলম্বে তাহার অন্বেষণে যাইতেছি। কিন্তু রাজপুরুষ দৃষ্টিপথাতীত হইবামাত্র, তিনি আমার নিকটে আসিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত করিলেন। তিনি কহিলেন, টেলিমেকস! আমি যে ভয় করিয়াছিলাম তাহাই ঘটিয়াছে; আর আমাদের রক্ষা নাই! যে রাজার অন্তঃকরণ ভয় ও সংশয়ে অহর্নিশ কম্পিত হইতেছে, তিনিই তোমাকে সাইপ্রিয়ন নয় বলিয়া সন্দেহ করিয়াছেন এবং তোমাকে ধরিয়া দিবার জন্য আমার উপর আজ্ঞা দিয়াছেন; তাহা না করিলে আমার প্রাণ দণ্ড হইবে। এখন আমরা কি করি? হে জগদীশ্বর! দৈব শক্তি প্রভাবে এই বিষম বিপদ্ হইতে আমাদিগের পরিত্রাণ কর, নতুবা বাঁচিবার আর উপায় নাই! টেলিমেকস! তোমাকে রাজ সমীপে লইয়া যাইতেই হইবে; কিন্তু তুমি তাঁহাকে কহিবে যে, সাইপ্রস দ্বীপের অন্তর্গত এমাথস নগরে তোমার নিবাস, এবং তোমার পিতাই তথায় বীনস দেবীর প্রসিদ্ধ প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। আমিও তোমার এই বাক্যের পোষকতা করিয়া কহিব যে, তোমার পিতার সহিত আমার আলাপ ছিল, তাঁহাকে আমি বিলক্ষণ চিনিতাম; হয় ত ইহাতেই রাজা সন্তুষ্ট হইবেন এবং আর কোনও বিষয়ের অনুসন্ধান না করিয়াই তোমাকে ছাড়িয়া দিবেন; এতদ্ব্যতিরিক্ত এক্ষণে প্রাণ রক্ষার আর উপায় দেখিতেছি না।

নার্বালের এই উপদেশ শুনিয়া আমি উত্তর করিলাম, যাহার নির্ব্বন্ধ উপস্থিত হইয়াছে, সেই হতভাগ্য অবশ্যই মরিবে, কেহ তাহার

খণ্ডন করিতে পারিবে না। মরিতে আমার কিঞ্চিন্মাত্র ভয় নাই। তবে আপনি আমার যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন, আপনাকে বিপদ্‌-গ্রস্ত করিলে কৃতঘ্নের কর্ম্ম করা হইবে। কিন্তু আমি প্রাণান্তেও মিথ্যা কহিতে পারিব না। আমি গ্রীস দেশ নিবাসী, যদি বলি সাইপ্রস দ্বীপে আমার নিবাস, তাহা হইলে আমি আর মনুষ্য মধ্যে পরিগণিত হইবার যোগ্য হইব না। দেবতারা আমার সরলতা ও সত্য নিষ্ঠা প্রত্যক্ষ করিতেছেন; আমাকে রক্ষা করা যদি তাঁহাদের অভিমত হয়, দৈব শক্তি প্রভাবে অবশ্যই প্রাণ দান পাইব; কিন্তু প্রাণ ভয়ে মিথ্যা কথনে কদাচ প্রবৃত্ত হইতে পারিব না।

নার্বাল উত্তর করিলেন, এরূপ মিথ্যা কথনে কোনও দোষ নাই। যে মিথ্যা কথনে কাহারও অনিষ্ট ঘটনা হয় তাহাই দূষণীয়। কিন্তু তোমার এই মিথ্যা কথনে কাহারও কোনও অনিষ্ট ঘটিতেছে না, বরং দুই নিরপরাধ ব্যক্তির প্রাণ বধ নিবারিত, আর রাজাকেও ঘোর দুষ্কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত, করা হইতেছে। তুমি যে যথার্থ সত্যনিষ্ঠ ও ধর্ম্ম পরায়ণ তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু ধর্ম্ম শাস্ত্রে সত্য নিষ্ঠা ও ধর্ম্ম পরায়ণতার সীমা আছে, তুমি সেই সীমা অতিক্রম করিতেছ।

আমি উত্তর করিলাম, মিথ্যা কথন যে সর্ব্ব দেশে, সর্ব্ব কালে, ও সর্ব্ব সমাজে মিথ্যা কথন বলিয়া পরিগৃহীত, ইহা প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন করিবার প্রয়োজন নাই; ইহা স্বতঃ সিদ্ধ বিষয়; আর মিথ্যা কথন যে সাধু বিগর্হিত ঘৃণিত কর্ম্ম তাহারও কোনও সন্দেহ নাই। মিথ্যা কহিলে দেবতারা অসন্তুষ্ট হন, এবং মিথ্যা বাদীও নিয়ত অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে থাকে। যাহা হউক, মিথ্যা কথনে আমার আন্তরিক বিদ্বেষ আছে, আমি প্রাণান্তেও মিথ্যা কহিতে পারিব না। যদি আমাদের প্রতি দেবতা দিগের দয়া থাকে, তাঁহারা আমাদিগকে প্রাণ দান দিবেন। যদি আমাদের বিনাশই তাঁহাদিগের অভিমত হইয়া থাকে, আমরা সত্যের অবমাননা করিয়াও প্রাণ রক্ষা করিতে

পারিব না, লাভের মধ্যে কেবল মিথ্যা বাদী হওয়া হইবে। আর যদি সত্য কহিয়া প্রাণ ত্যাগও করিতে হয়, তাহা হইলে, অন্ততঃ মানব মণ্ডলীকে এই উপদেশ প্রদান করা হইবে যে, প্রাণান্ত স্বীকার করিয়াও সত্য ব্রত পালন মনুষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য। আর যদিও আমি যুবা বটে, কিন্তু আমার জীবনের যে অল্প অংশ ব্যতীত হইয়াছে, তাহাই অতি দীর্ঘ কাল বলিয়া অনুভব করিতেছি। সুখে অতিবাহন করিলে সময় যেরূপ স্বল্প বলিয়া প্রতীয়মান হয়, দুঃখে অতিবাহিত হইলে সেইরূপ দীর্ঘ বলিয়া অনুভূত হইয়া থাকে; আমি জন্মাবধি কেবল দুঃখ ভোগ করিয়া আসিতেছি, কখনও সুখের মুখ দেখিতে পাই নাই; সুতরাং আমি প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত তত ব্যগ্র ও ব্যাকুল নহি। কিন্তু মহাশয়! আমি আপনকার বিপদ্ দেখিয়াই কাতর হইতেছি। হায়! কি আক্ষেপের বিষয়, এক হতভাগ্যের সহিত মিত্রতা করিয়া আপনকার প্রাণ দণ্ড উপস্থিত হইল।

আমরা এই রূপে বাদানুবাদ করিতেছি, এমন সময়ে দেখিলাম, এক ব্যক্তি অত্যন্ত দ্রুত বেগে আমাদিগের নিকটে আসিতেছে। আমরা ত্বরায় অবগত হইলাম যে, ঐ ব্যক্তি এক জন রাজপুরুষ, আষ্টার্বের কোনও সন্দেশ লইয়া আসিয়াছে। আষ্টার্ব্ব নাম্নী এক নারীকে রাজা দয়া ও অনুগ্রহ করিতেন। আষ্টার্ব মিলাচন নামে এক ব্যক্তিকে বিষম শত্রু জ্ঞান করিয়া তাহার উপর যৎপরোনাস্তি বিরক্ত ও কুপিত ছিল; এক্ষণে বৈর সাধনের সুযোগ দর্শনে সে সাতিশয় হৃষ্ট হইয়া তদীয় বিনাশ সাধনে উদ্যত হইল এবং স্থির করিল যে, নার্বাল যে বৈদেশিক ব্যক্তিকে নগরে আনিয়াছেন বলিয়া রাজা শুনিয়াছেন ও তাহার অন্বেষণার্থ রাজপুরুষ নিযুক্ত করিয়াছেন, মিলাচনকে সেই ব্যক্তি বলিয়া তাঁহার নিকট নির্দ্দেশ করি। ফলতঃ, সে অল্পায়াসেই এ বিষয়ে সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইল। রাজা অধার্ম্মিক লোক গণে নিয়ত পরিবেষ্টিত থাকিতেন; কোনও কর্ম্ম, যত অন্যায্য

ও নিষ্ঠুর হউক না কেন, রাজকীয় আজ্ঞা পাইবা মাত্র তাহারা অসঙ্কুচিত চিত্তে সম্পন্ন করিত। ঐ সকল লোক আষ্টার্বের নিতান্ত বশীভূত ছিল এবং পাছে তাহার ক্রোধানলে পতিত হইতে হয় এই ভয়ে তাহারা এই সময়ে তাহার যথেষ্ট সাহায্য করিল। যদিও নগরস্থ সমস্ত লোক মিলাচনকে লিডিয়ান বলিয়া চিনিত, তথাপি মিসর দেশ হইতে নার্বালের আনীত ব্যক্তি বলিয়া রাজা তাঁহাকে কারাগারে নিক্ষিপ্ত করিলেন।

কিন্তু, পাছে নার্বাল রাজ সমীপে উপস্থিত হইয়া কথোপকথন করিলে প্রকৃত বিষয় ব্যক্ত হইয়া পড়ে, এই আশঙ্কা করিয়া আষ্টার্ব সেই রাজপুরুষকে নার্বালের নিকট প্রেরণ করিয়াছিল। তদনুসারে সে আসিয়া নার্বালকে কহিতে লাগিল, আষ্টার্বের এই ইচ্ছা যে, তুমি এখানে যে বিদেশীয় ব্যক্তিকে আনিয়াছ, তাহাকে কদাচ রাজার গোচরে লইয়া না যাও; তিনি তোমাকে এই অনুরোধ করেন যে, রাজা তোমাকে যে আজ্ঞা দিয়াছেন তাহার প্রতিপালন বিষয়ে কোনও যত্ন না পাইয়া তুমি নিশ্চিন্ত থাকিবে, যাহা কর্ত্তব্য হয় তিনি করিবেন, তাহাতে তোমার কোনও আশঙ্কা নাই। কিন্তু যাহাতে তোমার মিত্র অবিলম্বে সাইপ্রিয়ন দিগের সহিত প্রস্থান করেন এবং নগরে আর কাহারও দৃষ্টি পথে পতিত না হন তাহা তুমি করিবে। শ্রবণ মাত্র নার্বাল আনন্দ সাগরে মগ্ন হইয়া অবিলম্বে তদীয় আদেশ পালনে অঙ্গীকার করিলেন; রাজপুরুষও কৃতকার্য্য হইয়া প্রফুল্ল চিত্তে প্রতিগমন করিল।

দেবতা দিগের এই অভাবনীয় করুণা দর্শনে আমাদিগের হৃদয় কন্দর কৃতজ্ঞতা ও বিস্ময় রসে উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। দেখ! যাহারা সত্য পালনের নিমিত্ত জীবন বিসর্জ্জনেও উদ্যত হইয়াছিল, কি অদ্ভুত উপায় উদ্ভাবিত করিয়া দেবতারা তাহাদিগকে সত্য নিষ্ঠার পুরস্কার প্রদান করিলেন। আর, অর্থ গৃধ্নু সুখ ভোগ পরতন্ত্র নরপতি যে

মানব জাতির কিরূপ অনর্থকর ও কিরূপ উৎপাত হেতু তাহা চিন্তা করিয়া, আমাদিগের অন্তঃকরণ ভয়ে জড়ীভূত হইল; তদনন্তর, আমরা বলিতে লাগিলাম, যে ব্যক্তি নিরন্তর প্রতারিত হইবার আশঙ্কা করে, প্রতারিত হওয়াই তাহার উপযুক্ত প্রতিফল, আর এইরূপ প্রতিফল প্রাপ্তিও প্রায় তাহার সর্ব্বদাই ঘটিয়া থাকে; কারণ সে ধার্ম্মিক ব্যক্তিকে ছদ্ম বেশী অধার্ম্মিক স্থির করিয়া দুর্বৃত্ত দিগের হস্তে আত্ম সমর্পণ করে, সে যে প্রতারিত হইতেছে সে তাহার কিছুই বুঝিতে পারে না। কিন্তু দেবতা দিগের কি অপার মহিমা! তাঁহারা অধার্ম্মিকের প্রতারণাকে ধার্ম্মিকের জীবন রক্ষার উপায় করিয়া দিলেন।

আমরা এই রূপে কথোপকথন করিতেছি এমন সময়ে সহসা অনুকূল বায়ু বহিতে লাগিল। তদ্দর্শনে নার্বাল আনন্দে পুলকিত হইয়া উচ্চৈঃ স্বরে কহিতে লাগিলেন, প্রিয়তম টেলিমেকস! দেবতারা তোমার প্রতি সদয় হইয়াছেন, তাঁহারা তোমাকে এই বিষম বিপদ হইতে মুক্ত করিলেন; এক্ষণে এই নির্দ্দয় নরাধমের রাজ্য হইতে অবিলম্বে পলায়ন কর; পৃথিবীর যে প্রদেশে ও যে অবস্থায় হউক না কেন, যে ব্যক্তি তোমার সহবাসে কাল যাপন করিতে পারে সে কি সুখী! কিন্তু বিধির নির্ব্বন্ধ কে খণ্ডিতে পারে? জন্ম ভূমির সমস্ত ক্লেশ ভোগ করিবার নিমিত্তই আমার জন্ম গ্রহণ হইয়াছে, আর হয় ত জন্ম ভূমি ধ্বংসেই আমার জীবন ধ্বংস ঘটিবে। কিন্তু যদি আমার ধর্ম্মে মতি থাকে ও সতত সত্য পালন করিতে পারি, তাহা হইলেই আমি ক্লেশ ভোগ বা জীবন নাশের কিঞ্চিন্মাত্র গণনা করি না। প্রিয়সুহৃৎ টেলিমেকস! দেবতারা তোমাকে সকল বিষয়েই এরূপ উপদেশ দেন যে, বোধ হয়, যেন তাঁহারা তোমার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক পথ প্রদর্শন করেন; এক্ষণে তাঁহাদের নিকট আমি এই প্রার্থনা করি যেন তাঁহারা তোমাকে চির কাল পরম পবিত্র ধর্ম্মরূপ অমূল্য রত্ন

বিতরণ করেন। তুমি দীর্ঘজীবী হও, নিরাপদে স্বদেশে প্রতিগমন কর, পাণিগ্রহণাভিলাষী দুরাচার দিগের হস্ত হইতে জননীকে মুক্ত কর, পিতাকে দর্শন করিয়া নয়ন যুগল চরিতার্থ এবং আলিঙ্গন করিয়া বাহু যুগল ও বক্ষঃস্থল সার্থক কর; তিনিও স্বসদৃশ তনয় নিরীক্ষণ করিয়া অসীম হর্ষ প্রাপ্ত হউন। কিন্তু তুমি সুখ ভোগে আসক্ত হইয়া এই হতভাগ্যকে এক বারেই বিস্মৃত হইও না, বন্ধু বিচ্ছেদ দুঃখ অন্ততঃ এক বারও যেন তোমার হৃদয়ে আবির্ভূত হয়।

তাঁহার এইরূপ কথা শুনিয়া আমার অন্তঃকরণ দ্রবীভূত হইল। আমি তাঁহার গল দেশে লগ্ন হইয়া নয়ন জলে তাঁহাকে প্লাবিত করিলাম, একটিও কথা কহিতে পারিলাম না। তদনন্তর আমরা পরস্পর আলিঙ্গন করিয়া পরস্পরের নিকট বিদায় লইলাম। তিনি আমার সঙ্গে সাগর তীর পর্য্যন্ত গমন করিলেন। আমি সজল নয়নে তাঁহাকে অবলোকন করিতে করিতে নিতান্ত অনিচ্ছা পূর্ব্বক অর্ণব যানে আরোহণ করিলাম, তিনিও অশ্রু পূর্ণ নয়নে তীর দেশে দণ্ডায়মান হইয়া আমাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। জাহাজ চলিতে আরম্ভ করিল এবং ক্রমে ক্রমে অন্তরিত হইতে লাগিল। পরিশেষে, আমরা পরস্পর সস্নেহ নয়নে নিরীক্ষণ করিতে করিতে এক বারে পরস্পরের দৃষ্টিপথাতীত হইলাম।

টেলিমেকস

চতুর্থ সর্গ।

এ পর্য্যন্ত কালিপ্সো নিস্পন্দ ভাবে টেলিমেকসের বর্ণিত বৃত্তান্ত শ্রবণ করত অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব করিতে ছিলেন; এক্ষণে কহিলেন, টেলিমেকস! তোমার অতিশয় পরিশ্রম হইয়াছে এখন বিশ্রাম কর। এই দ্বীপে তোমার কোনও আশঙ্কা নাই; এখানে তুমি যে অভিলাষ করিবে তাহা তৎক্ষণাৎ সম্পাদিত হইবে; অতএব চিন্তা দূর কর, অন্তঃকরণে আনন্দের উদয় হইতে দাও, এবং দেবতারা তোমার নিমিত্ত যে অশেষবিধ সুখ সম্ভোগের পথ প্রকাশ করিতেছেন, তদনুবর্ত্তী হও। কল্য যখন অরুণের আলোহিত কর স্পর্শে পূর্ব্ব দিকের স্বর্ণময় কপাট উদ্‌ঘাটিত হইবে, এবং সূর্য্যের অশ্বগণ, সৌর কর দ্বারা নভোমণ্ডল হইতে নক্ষত্র গণকে নিষ্কাশিত করত সাগর গর্ভ হইতে উত্থিত হইতে থাকিবে, সেই সময়ে তুমি পুনরায় আত্ম বৃত্তান্ত বর্ণন আরম্ভ করিবে। জ্ঞানে, সাহসে, ও বিক্রমে তুমি তোমার পিতাকে অতিক্রম করিয়াছ। একিলিস হেক্টরকে, পরাজিত করেন; থিসিউস নরক হইতে প্রত্যাগমন করেন; মহাবীর হিরাক্লিস বসুন্ধরাকে বহুসংখ্যক দুর্দ্দান্ত দানবের হস্ত হইতে মুক্ত করেন; উঁহারা কেহই শৌর্য্যে ও ধর্ম্ম চর্য্যায় তোমার তুল্য হইতে পারেন নাই। আমি প্রার্থনা করিতেছি, যেন অবিচ্ছিন্ন সুখনিদ্রায় তোমার নিশাবসান হয়। কিন্তু হায়! ত্রিযামা আমার পক্ষে কি দীর্ঘযামা ও ক্লেশ দায়িনী হইবে। পুনর্ব্বার সাক্ষাৎ করিয়া তোমার অপূর্ব্ব স্বরমাধুরী শ্রবণ করিব,

বর্ণিত বৃত্তান্ত পুনরায় বর্ণন করিতে কহিব, এবং যাহা এ পর্য্যন্ত বর্ণিত হয় নাই, তাহাও সবিস্তর শ্রবণ করিব বলিয়া যে আমি কত উৎসুক রহিলাম, তাহা তোমাকে বলিয়া জানাইতে পারি না। অতএব প্রিয় সুহৃৎ টেলিমেকস! দেবতারা কৃপা করিয়া পুনরায় তোমার যে মিত্র রত্ন মিলাইয়া দিয়াছেন তাঁহাকে লইয়া যাও; যে বাস গৃহ তোমাদের নিমিত্ত নিরূপিত হইয়াছে, তথায় গমন করিয়া বিশ্রাম-সুখে যামিনী যাপন কর।

এই বলিয়া দেবী টেলিমেকসকে নিরূপিত বাস গৃহে লইয়া গেলেন। ঐ গৃহ দেবীর আবাস গৃহ অপেক্ষা কোনও অংশেই নিকৃষ্ট ছিল না। উহার এক পার্শ্বে একটি প্রস্রবণ স্থাপিত ছিল, তদীয় ঝর্ঝর নিনাদ শ্রবণ মাত্র পরিশ্রান্ত জীবের নিদ্রাকর্ষণ হইত; অপর পার্শ্বে অতি কোমল পরম রমণীয় দুইটি শয্যা প্রস্তুত ছিল; একটি টেলিমেকসের, অপরটি তাঁহার সহচরের, নিমিত্ত অভিপ্রেত।

দেবী গৃহ হইতে বহির্গতা হইলে, কেবল তাঁহারা দুই জনে তন্মধ্যে রহিলেন। মেণ্টর শয্যারূঢ় না হইয়া টেলিমেকসকে কহিতে লাগিলেন, দেখ, আত্ম বৃত্তান্ত বর্ণনে তোমার যে সুখানুভব হয়, সেই সুখের বশ বর্ত্তী হইয়াই তুমি বিপদ্ গ্রস্ত হইলে। বুদ্ধিকৌশলে ও সাহস-বলে যে সমস্ত বিপদ্ অতিক্রম করিয়াছিলে, তাহা বর্ণন করিয়া তুমি কালিপ্সোর চিত্ত হরণ করিয়াছ। তাঁহার চিত্ত চাঞ্চল্য দেখিয়া আমার আর এমন আশা নাই যে, তুমি কখনও এখান হইতে প্রতিগমন করিতে পারিবে। যে ব্যক্তিতে এরূপ চিত্তবিমোদনী শক্তি আছে তাহাকে যে তিনি সহজে ছাড়িয়া দিবেন, ইহা কোনও ক্রমেই সম্ভাবিত নহে। আত্ম গুণ কীর্ত্তনের বশ বর্ত্তী হইয়া তুমি এই অবিবেচনার কার্য্য করিয়াছ। তিনি তোমাকে তোমার পিতৃ বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত শ্রবণ করাইবেন বলিয়া আশ্বাস প্রদান করিয়াছেন বটে, কিন্তু প্রকৃত বিষয় গোপিত রাখিয়া অন্যান্য নানা গল্প করিয়া কাটাইতেছেন, আর

তোমার নিকট তাঁহার যাহা জানিবার আবশ্যকতা আছে, কৌশল করিয়া জানিয়া লইতেছেন। চাটু কারিণী স্বৈর চারিণী দিগের এই রূপই স্বভাব ও ব্যবহার। টেলিমেকস! যখন তুমি আত্মশ্লাঘার দমন করিতে শিখিবে এবং কোন্ সময়ে কোন্ বিষয় গোপন করিলে বক্তার চাতুর্য্য প্রকাশ হয় তাহা জানিবে, সে দিন কবে আসিবে বলিতে পারি না। তুমি তরুণবয়স্ক এই বিবেচনায় অনেকে তোমার দোষ দেখিলেও মার্জ্জনা করেন এবং বুদ্ধির প্রশংসা করিয়া থাকেন; কিন্তু আমি তোমার কোনও দোষেরই মার্জ্জনা করিতে পারি না। কেবল আমি তোমার অন্তঃকরণ জানি; সমক্ষে দোষ কহিতে পারে এরূপ মিত্র তোমার আর কেহই নাই। আহা! তোমার পিতা তোমার অপেক্ষা কত অধিক বুদ্ধি জীবী!

টেলিমেকস উত্তর করিলেন, কালিপ্সো যখন সাতিশয় উৎসুক চিত্তে আমার দুঃখের কথা শুনিতে চাহিলেন, তখন কি রূপে আমি প্রত্যাখ্যান করি, বল। মেণ্টর কহিলেন, না, প্রত্যাখ্যান করিয়া তাঁহার অবমাননা করিতে বলা আমার অভিপ্রেত নহে; কিন্তু যে সকল বিষয় বর্ণন করিলে তাঁহার হৃদয়ে দয়ার উদয় হইতে পারিত, সেইরূপ বিষয়েরই বর্ণনা দ্বারা তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিয়া ক্ষান্ত হওয়া উচিত ছিল। এই মাত্র বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইত যে, আমরা বহু কাল ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া পরিশেষে সিসিলি দ্বীপে কারা রুদ্ধ হইয়াছিলাম এবং তৎপরে মিসর দেশে দাসত্ব পর্য্যন্ত করিতে হইয়াছিল। অতিরিক্ত যাহা কহিয়াছ তদ্দ্বারা তদীয় হৃদয় স্থিত অসদভিলাষ তীব্রবীর্য্য বিষবৎ উদ্দাম ও অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। আমি দেবতা দিগের নিকট নিয়ত এই প্রার্থনা করিতেছি যেন তোমার হৃদয় তাদৃশ অসদভিলাষে দূষিত না হয়। টেলিমেকস কহিলেন, আমি যে সম্পূর্ণ অবিবেচনার কর্ম্ম করিয়াছি, তাহার সন্দেহ নাই; এক্ষণে কি কর্ত্তব্য উপদেশ দাও। মেণ্টর উত্তর করিলেন, প্রারব্ধ বৃত্তান্তের যথাবৎ উপসংহার না করিয়া

আর এখন গোপন করা যাইতে পারে না। ক্যালিপ্সোকে যেরূপ চতুরা দেখিতেছি তাহাতে তাঁহাকে এ বিষয়ে ভুলাইয়া রাখা সম্ভব নহে; বিশেষতঃ, সেরূপ চেষ্টা করিলে তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইবেন। অতএব, বিপদের সময় দেবতারা যে সমস্ত বিষয়ে তোমার প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার কোনও অংশ গোপন না করিয়া সবিশেষ সমুদায় বর্ণন করিবে। কিন্তু যখন কোনও প্রশংসা যোগ্য স্বীয় কার্য্যের বর্ণন করিতে হইবে সেই সময়ে আত্মশ্লাঘা পরিহার পূর্ব্বক সমধিক বিনয় সহকারে কহিবে। টেলিমেকস, আনন্দিত মনে কৃতজ্ঞতা স্বীকার পূর্ব্বক, পরম মিত্র মেণ্টরের এই হিতকর উপদেশ বাক্য গ্রহণ করিলেন। তদনন্তর তাঁহারা উভয়েই অবিলম্বে স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট শয্যায় শয়ন করিলেন।

প্রভাত হইবা মাত্র মেণ্টর শুনিতে পাইলেন, নিকট বর্ত্তী কাননে কালিপ্সো স্বীয় পরিচারিকা অপ্সরা দিগকে আহ্বান করিতেছেন। শ্রবণ মাত্র তিনি টেলিমেকসকে জাগরিত করিয়া কহিতে লাগিলেন, টেলিমেকস! আর কত নিদ্রা যাইবে, গাত্রোত্থান কর; চল আমরা কালিপ্সোর নিকটে যাই। কিন্তু তোমাকে সাবধান করিয়া দিতেছি, তুমি কদাচ তাঁহার বাক্যে শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস করিবে না, তাঁহাকে তোমার চিত্ত ভূমিতে স্থান দিবে না, তাঁহার আপাত মধুর প্রশংসা বাক্যকে বিষ তুল্য জ্ঞান করিয়া সদা সতর্ক থাকিবে। গত কল্য কালিপ্সো, তোমার পিতা পরম বিজ্ঞ ইউলিসিস, অপ্রধৃষ্য মহাবীর একিলিস, জগদ্বিখ্যাত থিসিউস, স্বর্গ বাসী হিরাক্লিস প্রভৃতি মহাত্মা দিগের অপেক্ষাও তোমার অধিক প্রশংসা করিয়াছিলেন; টেলিমেকস! এক্ষণে তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, বল দেখি, তুমি ঐ প্রশংসা বাদ নিতান্ত অলীক ও অসম্ভব বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলে, অথবা উহা যথার্থ বলিয়া স্থির করিয়াছিলে? যাহারা অলীক প্রশংসা বাদ শ্রবণে প্রীত হয়, তাহারা নিতান্ত নির্ব্বোধ; যাহারা সেরূপ প্রশংসা করে,

প্রশংসা সম কালে তাহারাই মনে মনে উপহাস করিয়া থাকে। মিথ্যা প্রশংসা করিয়া কালিপ্সো স্বয়ং অন্তরে হাস্য করিয়াছেন তাহার সন্দেহ নাই। তিনি তোমাকে নিতান্ত নির্ব্বোধ ও অপদার্থ স্থির করিয়া অলীক প্রশংসা বাদ দ্বারা প্রীত ও প্রতারিত করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন এবং, আমার বোধ হয়, ঐ চেষ্টায় একপ্রকার কৃতকার্য্যও হইয়াছেন।

এইরূপ কথোপকথনের পর তাঁহারা কালিপ্সোর নিকট গমন করিলেন। টেলিমেকসও মেণ্টরের উপদেশ বলে, স্বীয় পিতা ইউ-লিসিসের ন্যায়, আমার মায়া জাল অতিক্রম করিয়া যাইবে, এই ভাবিয়া কালিপ্সোর অন্তঃকরণে যে বিষম আশঙ্কা ও প্রগাঢ় উৎ-কণ্ঠার উদয় হইয়াছিল, তাহা গোপন করিবার নিমিত্ত, তিনি কৃত্রিম হর্ষ প্রদর্শন পূর্ব্বক, ঈষৎ হাস্য সহকারে, মৃদু মধুর সম্ভাষণ করিয়া কহিতে লাগিলেন, প্রিয় সুহৃৎ টেলিমেকস! তোমার বৃত্তান্তের শেষ ভাগ শ্রবণ করিবার নিমিত্ত আমার চিত্তে যে অতি বিপুল কৌতূহল উদ্বুদ্ধ হইয়া আছে, তাহা হইতে আমাকে মুক্ত কর। আমি কল্য সুষুপ্তি সম্ভূত সুখ সম্ভোগ করিতে পাই নাই, সমস্ত রাত্রি কেবল তোমার ফিনীশিয়া হইতে সাইপ্রস দ্বীপ যাত্রার বিষয় স্বপ্নে দেখিয়াছি; অতএব আর এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব করিবার প্রয়োজন নাই; শীঘ্র সবিশেষ সমস্ত কীর্ত্তন করিয়া আমার অন্তঃকরণের আকুলতা নিরাকরণ কর। অনন্তর তাঁহারা, এক সন্নিহিত নিবিড় কাননের অভ্যন্তর ভাগে প্রবেশ করিয়া, সুষমা সম্পন্ন অশেষবিধ কুসুম সুশোভিত শাদ্বল প্রদেশের উপরি উপবেশন করিলেন।

কালিপ্সো টেলিমেকসকে বারংবার স্নিগ্ধ নয়নে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন এবং, মেণ্টর তাঁহার প্রত্যেক দৃষ্টি পাত নিবিষ্ট চিত্তে লক্ষিত করিতেছেন দেখিয়া, সাতিশয় বিরক্ত হইলেন। তাঁহার পরিচারিকা অপ্সরা গণ, সন্নিহিত ভূভাগে উপবিষ্ট হইয়া, অনিমিষ

নয়নে টেলিমেকসকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।* টেলিমেকস, বিনীত স্বভাব বশতঃ ঈষৎ লজ্জিত ও অধোদৃষ্টি হইয়া, স্বীয় মুখ পদ্মের অনির্ব্বচনীয় শোভা সম্পাদন পূর্ব্বক আত্ম বৃত্তান্ত বর্ণন আরম্ভ করিলেন।

টেলিমেকস কহিলেন, দেবি! শ্রবণ কর, অনুকূল বায়ু বশতঃ ফিনীশিয়া অবিলম্বেই আমাদের দৃষ্টি পথের বহির্ভূত হইল। তদবধি আমি সাইপ্রিয়ন দিগের সহচর হইলাম। কিন্তু তাহাদিগের রীতি চরিত্রাদির বিষয় কিছুমাত্র জানিতাম না, সুতরাং, কাহারও সহিত বাক্যালাপ না করিয়া একাকী এক পার্শ্বে উপবিষ্ট রহিলাম। এই রূপে কিঞ্চিৎ ক্ষণ উপবিষ্ট থাকিতে থাকিতে, নিদ্রা বেশ বশে আমি বিচেতন হইলাম; আমার ইন্দ্রিয় বৃত্তি এক কালে স্থগিত হইয়া গেল; আমি অনির্ব্বচনীয় সুখ অনুভব করিতে লাগিলাম; আমার হৃদয় কন্দর আনন্দ রসে উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। অকস্মাৎ দেখিতে পাই-লাম, বীনস দেবী কপোতবাহন রথে অধিরূঢ় হইয়া মেঘ মালা ভেদ করিয়া গগন মণ্ডলে আবির্ভূত হইলেন এবং প্রচণ্ড বেগে অবতীর্ণ হইয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে আমার সম্মুখে আগমন করিলেন। তাঁহার মৃদু মধুর হাস্য, ও অলৌকিক রূপ লাবণ্যের কথা কি কহিব, তাদৃশ রূপনিধান কামিনীরত্ন ভূমণ্ডলে কখনও কাহারও নয়ন গোচর হয় নাই। তিনি আমার স্কন্ধে হস্তার্পণ করিয়া কহিতে লাগিলেন, অহে গ্রীক যুবক! তুমি অবিলম্বেই আমার অধিকারে প্রবেশ করিবে এবং এক অশেষ সুখাস্পদ পরম রমণীয় দ্বীপে উপনীত হইবে; তথায় তোমার সর্ব্ব জন প্রার্থনীয় অশেষবিধ সুখ সম্ভোগের সম্পূর্ণ সুযোগ ঘটিবে; অতএব তুমি এই অবধি আপন অন্তঃকরণের অভিলাষানুরূপ সুখ সম্ভোগের প্রণালী কল্পনা করিতে আরম্ভ কর। তুমি ইহা স্থির সিদ্ধান্ত জানিবে যে, আমি সকল দেবীর প্রধান ও সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক পরাক্রম শালিনী; অতএব আমি তোমার প্রতি

সদয় হইয়া যে অভিলষিত সুখ সম্ভোগের সুযোগ ঘটাইয়া দিতেছি, সাবধান! যেন তাহা অগ্রাহ্য করিয়া আমার অবমাননা, ও তদুপলক্ষে আমার কোপে পড়িয়া আত্ম বিনাশ সম্পাদন, করিও না। এই বলিয়া দেবী বীনস রথারোহণ পূর্ব্বক তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। আমি অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত এক দৃষ্টিতে তাঁহার রথ লক্ষ্য করিয়া রহিলাম; পরিশেষে উহা জলদ মণ্ডলে অন্তরিত হইয়া গেল।

তদনন্তর আমি অনুভব করিতে লাগিলাম, যেন এক পরম রমণীয় উপবনে নীত হইয়াছি। আমি পূর্ব্বে স্বর্গের যেরূপ বর্ণনা শ্রবণ করিয়াছিলাম, ঐ উপবন দর্শনে তাহা আমার স্মৃতি পথে আরূঢ় হইল। তথায় প্রিয় সুহৃৎ মেণ্টরের সহিত আমার সাক্ষাৎকার হইল। বন্ধু আমাকে কহিতে লাগিলেন, টেলিমেকস! তুমি এই অশেষ দোষের অদ্বিতীয় আবাস ভূমি সাংঘাতিক দ্বীপ হইতে অবিলম্বে পলায়ন কর; এখানে ধার্ম্মিকাগ্রগণ্যেরও ধর্ম্ম ভ্রংশের আশঙ্কা আছে, পলায়ন ব্যতিরেকে পরিত্রাণের উপায় নাই। আমি মেণ্টরকে দেখিবা মাত্র, আহ্লাদ সাগরে মগ্ন হইয়া, তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইলাম; অনেক চেষ্টা পাইলাম, কিন্তু এক পাও চলিতে পারিলাম না; অনেক কষ্টে বাহু প্রসারণ করিয়া তাঁহার ছায়া মাত্র আলিঙ্গন করিলাম, কিন্তু তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলে আমার হৃদয় যাদৃশ অনির্ব্বচনীয় প্রীতি রসে পরিপূর্ণ হয়, তাহা লাভ করিতে পারিলাম না। আলিঙ্গন করিবার নিমিত্ত উৎসুক ও অস্থির হওয়াতে আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইল; জাগরিত হইয়া বুঝিতে পারিলাম, দেবতারা স্বপ্নচ্ছলে আমাকে উপদেশ প্রদান করিলেন। তদবধি ভোগ বিতৃষ্ণা ও ধর্ম্ম লোপ শঙ্কা আমার হৃদয়ে প্রবল হইয়া উঠিল এবং সাইপ্রিয়ন দিগকে আমি ঘৃণা করিতে লাগিলাম; কিন্তু হয় ত মেণ্টর নর লীলা সম্বরণ করিয়া স্বর্গ লোকে প্রস্থান করিয়াছেন, এই শঙ্কায় আক্রান্ত হইয়া নিতান্ত কাতরভাবাপন্ন হইলাম।

আমি এই রূপে মেণ্টরের মৃত্যু সম্ভাবনা করিয়া অন্তঃকরণে অশেষ প্রকার চিন্তা করিতে লাগিলাম ; আমার নয়ন যুগল হইতে বাষ্প বারি বিগলিত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে পোতবাহেরা আমার রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। আমি উত্তর করিলাম, যে হতভাগ্য জন্ম ভূমি পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছে, কিন্তু প্রতিগমনের কোনও প্রত্যাশা নাই, তাহার রোদনের কারণ অনায়াসেই অনুমিত হইতে পারে। সে যাহা হউক, পোত স্থিত সাইপ্রিয়নেরা অল্প ক্ষণ মধ্যেই আমোদ প্রমোদে এক কালে মত্ত হইয়া উঠিল। পোত বাহক দিগের স্বভাব এই যে, কিয়ৎ ক্ষণ বিশ্রাম করিতে পারিলেই আপনাদিগকে পরম সুখী জ্ঞান করে ; এক্ষণে বিশ্রামের অবকাশ পাইবা মাত্র তাহারা ক্ষেপণীহস্ত হইয়াই নিদ্রা যাইতে লাগিল। কর্ণধার কর্ণ পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় শরীর কুসুমে সুশোভিত করিল এবং পর ক্ষণেই এক প্রকাণ্ড পানপাত্র হস্তে লইয়া তদ্গত সমস্ত সুরাই পান করিল। কিয়ৎ ক্ষণ মধ্যেই সুরা পানে মত্ত ও বাহ্য জ্ঞান শূন্য হইয়া সকলে মিলিয়া বীনসের প্রশংসা পূর্ণ এরূপ গান করিতে আরম্ভ করিল যে, যে ব্যক্তির ধর্ম্মে শ্রদ্ধা আছে, সে ত্রস্ত ও বিস্ময় গ্রস্ত না হইয়া কখনও শ্রবণ করিতে পারে না।

এই রূপে নিশ্চিন্ত হইয়া তাহারা আমোদ প্রমোদে মগ্ন রহিয়াছে, এমন সময়ে অকস্মাৎ এক প্রবল বাত্যা উত্থিত হইয়া সাগর বারি আলোড়িত করিতে লাগিল ; চতুর্দ্দিক্ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া আসিল ; অতি প্রচণ্ড বেগে বায়ু বহিতে লাগিল ; অর্ণব যান উভয় পার্শ্বে তরঙ্গাহত হইয়া ভগ্নপ্রায় হইয়া উঠিল। এই সময়ে আমাদের পোত এক জল মধ্য বর্ত্তী, অতি প্রকাণ্ড পর্ব্বতের পার্শ্ব দেশে ভাসিতে লাগিল। আমরা বোধ করিতে লাগিলাম, উহা ঐ পর্ব্বতে অভিহত হইয়া অবিলম্বেই চূর্ণীকৃত হইবে ; সুতরাং প্রতিক্ষণেই মৃত্যু প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। সম্মুখ ভাগে আরও কতক গুলি শৈল লক্ষিত

হইতে লাগিল; দেখিলাম, সাগর বারি ভীষণ গর্জ্জন পূর্ব্বক তদুপরি আস্ফালন করিতেছে।

আমি মেণ্টরের মুখে অনেক বার শুনিয়াছিলাম যে, সুকুমার ও সুখ ভোগ পরায়ণ লোকেরা কখনও সাহসিক হয় না, এক্ষণে সেই বাক্যের যথার্থতা প্রত্যক্ষ করিলাম। কিয়ৎ ক্ষণ পূর্ব্বে সাইপ্রিয়নেরা সুরা পানে মত্ত হইয়া বিলক্ষণ আমোদ প্রমোদ করিতেছিল, এক্ষণে তাহারা বিপদ্ উপস্থিত দেখিয়া, হিতাহিত বিবেক বিমূঢ় হইয়া, জীবিতাশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক নারী দিগের ন্যায় রোদন করিতে লাগিল। তখন কেবল চীৎকার ও আর্ত্ত নাদ আমার কর্ণ কুহরে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। কেহ এই বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিল, হায়! কেন এরূপ সুখ সম্ভোগের বিঘ্ন ঘটিয়া উঠিল। কেহ বা ইহা বলিয়া মানসিক করিতে লাগিল, হে দেব গণ! যদি আমরা তোমাদের কৃপায় নিরাপদে তীরে উত্তীর্ণ হইতে পারি, তোমাদিগকে প্রচুর পূজা ও বলি প্রদান করিব। কিন্তু কেহই মগ্নপ্রায় প্রবহণের রক্ষা বিষয়ে যত্নবান্ হইল না। এরূপ অবস্থায়, সহচর দিগের ও নিজের প্রাণ রক্ষা করা কর্ত্তব্য কর্ম্ম বিবেচনা করিয়া, আমি স্বহস্তে কর্ণ ধারণ করিলাম, পোতবাহ দিগকে উৎসাহ দিতে লাগিলাম, এবং অবিলম্বে নৌকার পালি খুলিয়া লইতে কহিলাম; পোতবাহেরা বিলক্ষণ বল পূর্ব্বক ক্ষেপণী ক্ষেপণ করিতে লাগিল। ক্ষণ কাল মধ্যে আমরা সেই সাংঘাতিক স্থান অতিক্রম করিলাম।

এই ঘটনা পোতবাহ দিগের স্বপ্নদর্শনবৎ বোধ হইতে লাগিল। তাহারা আমাকে জীবন দাতা জ্ঞান করিয়া, বিস্ময় ও কৃতজ্ঞতা রসে অভিষিক্ত হইয়া, অনিমিষ নয়নে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। আমরা মধুমাসে সাইপ্রস দ্বীপে উত্তীর্ণ হইলাম, তথায় ঐ রমণীয় মাস কেবল বীনস দেবীর উপাসনায় নিয়োজিত হইয়া থাকে। সাইপ্রস বাসীরা কহে যে, ঐ সময়ে সমস্ত জগৎ পুনর্জীবিত হইয়া প্রমুদিত

হইতে থাকে, এবং কুসুম রাশি অশেষ সুখ সম্ভোগ সামগ্রী সঙ্গে লইয়া কানন মধ্যে আবির্ভূত হইয়া উঠে, অতএব ঐ মাসই বীনস দেবীর উপাসনার প্রকৃত সময়।

তীরে উত্তীর্ণ হইবা মাত্র, আমি তত্রত্য বায়ুর অনির্ব্বচনীয় মার্দব অনুভব করিতে লাগিলাম, তদীয় স্পর্শে শরীর আলস্যে ও জড়তায় অভিভূত হইল, কিন্তু অন্তঃকরণে অভূতপূর্ব্ব আনন্দ ও উল্লাস আবির্ভূত হইতে লাগিল; বোধ হয়, এই জন্যই সাইপ্রস বাসীরা এরূপ অলস ও আমোদপ্রিয়। ফলতঃ, তত্রত্য লোকেরা স্বভাবতঃ এত পরিশ্রম কাতর যে, যদিও সে দেশের ভূমি অত্যন্ত উর্ব্বরা, তথাপি প্রায় সমস্ত প্রদেশেই ক্ষেত্র সকল শস্য সম্পর্ক শূন্য ও কর্ষণাদি চিহ্ন বিরহিত লক্ষিত হইতে লাগিল। কিয়ৎ দূর গমন করিয়া দেখিলাম, পুর বাসিনী গণ, আমোদে উন্মত্তপ্রায় হইয়া, মনোহর বেশ ভূষা সমাধান পূর্ব্বক, রাজ পথ রুদ্ধ করিয়া, বীনসের প্রশংসা কীর্ত্তন করিতে করিতে তাঁহার অর্চ্চনার্থ তদীয় মন্দিরাভিমুখে প্রস্থান করিতেছে। ঐ কামিনী গণের আকার, প্রকার, ও ব্যবহার অবলোকন করিয়া তাহাদের উপর আমার অত্যন্ত ঘৃণা ও বিরক্তি জন্মিল, এবং আমাকে প্রীত ও মোহিত করিবার নিমিত্ত তাহারা যে আয়াস ও যত্ন করিতে লাগিল, তাহাতে প্রীতি লাভ দূরে থাকুক, বরং আমি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিলাম।

এই দ্বীপে বীনসের অনেক মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে, আমি তাহার অন্যতমে নীত হইলাম; দেখিলাম, উহা অতি মনোহর প্রস্তরে নির্ম্মিত ও সুঘটিত প্রকাণ্ড স্তম্ভ সমূহে সুশোভিত। অসংখ্য পূজার্থি গণ বহুবিধ দ্রব্য সামগ্রী লইয়া অনবরত আগমন করিতেছে। শোণিত পাত উৎসবের বিপরীত কার্য্য এই বিবেচনায়, অন্যান্য দেব দেবীর মন্দিরের ন্যায়, এখানে কখনও পশু বধ হয় না। দেবীর পূজার্থে কেহ কোনও পশু প্রদান করিলে, উহা পুষ্পমালাদিতে অলঙ্কৃত

করিয়া দেবীর সম্মুখে নীত হয়, পরে মন্দিরের অনল্প দূরে নির্দ্দিষ্ট স্থান বিশেষে পুরোহিত গণের ভোজনার্থ ব্যাপাদিত হইয়া থাকে। প্রদত্ত পশু শুভ্র, নিষ্কলঙ্ক, ও পূর্ণকায় না হইলে দেবীর গ্রহণ যোগ্য হয় না।

সুস্বাদ সুবাসিত সুরাও পূজা কালে প্রদত্ত হইয়া থাকে। পুরোহিতেরা সুবর্ণ মণ্ডিত শুভ্র পরিচ্ছদ পরিধান করেন। মন্দির মধ্যে সুগন্ধি ইন্ধন দ্বারা অহোরাত্র অগ্নি প্রজ্বলিত রহিয়াছে এবং ধূমাবলী জলদাকারে উত্থিত হইয়া গগন মণ্ডল পর্য্যন্ত আমোদিত করিতেছে। মন্দিরের যাবতীয় স্তম্ভ কুসুম মালায় সুশোভিত; সমস্ত পূজাপাত্র সুবর্ণ নির্ম্মিত; সমগ্র অট্টালিকা সুগন্ধি লতা মণ্ডপে পরিবেষ্টিত। বলিদানার্থ প্রদত্ত পশুর পুরোহিতসম্মুখে আনয়নে ও যজ্ঞীয় অগ্নির উদ্দীপনে, পরম সুন্দর কুমার ও কুমারী ব্যতিরেকে, আর কাহারও অধিকার নাই। দেবীর মন্দির যার পর নাই চমৎকার জনক বটে, কিন্তু উপাসক দিগের আচার দোষে উহার অযশ বিশ্ব বিশ্রুত হইয়াছে।

মন্দির সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপার অবলোকন করিয়া প্রথমতঃ কিয়দ্দিন পর্য্যন্ত আমার হৃদয় কম্পিত হইয়াছিল; কিন্তু কিছু দিন তথায় অবস্থিতি করিয়া সর্ব্বদা ঐ সকল কাণ্ড নয়ন গোচর করাতে, ক্রমে সে ভাবের তিরোভাব হইয়া গেল। তৎপরে পাপ কর্ম্ম দর্শনে আমার আর তাদৃশ ত্রাস হইত না; সংসর্গ দোষে আমারও আচার ব্যবহার কলঙ্কিত হইতে লাগিল; পূর্ব্বে পাপে আমার যে অনাসক্তি, লজ্জাশীলতা, ও অপ্রগল্‌ভতা ছিল, তাহা সর্ব্ব সাধারণের উপহাসের আস্পদ হইয়া উঠিল। প্রলোভন দ্বারা আমাকে পাশ বদ্ধ, ও আমার হৃদয়ে ভোগাভিলাষ সঞ্চারিত করিবার নিমিত্ত সকলে নানা প্রকার কৌশল করিতে লাগিল। আমি দিন দিন হতবুদ্ধি ও সদসদ্বিবেচনায় অসমর্থ হইতে লাগিলাম। বিদ্যাভ্যাস জনিত জ্ঞান প্রভাব অন্তর্হিত

হইল; ধর্ম্ম নিষ্ঠা ও ধর্ম্ম কামনা এক কালে লয় প্রাপ্ত হইল; চতুর্দ্দিক্ হইতে বিপৎসমূহ আমায় আক্রমণ করিতে লাগিল, তন্নিবারণে আমি নিতান্ত অক্ষম হইয়া উঠিলাম। প্রথমতঃ আমি পাপকে কালসর্প জ্ঞান করিয়া ভয়ে অভিভূত হইতাম, কিন্তু পরিশেষে ধর্ম্ম লইয়া লজ্জায় ব্যাকুল হইয়া উঠিলাম।

যেমন কোনও ব্যক্তি, গভীর ও বেগবতী নদীর সন্তরণে প্রবৃত্ত হইয়া, প্রথমতঃ বিলক্ষণ শক্তি সহকারে অঙ্গ সঞ্চালন করত স্রোতের প্রতিকূল দিকে গমন করে, কিন্তু নদীর তট অত্যন্ত দুরারোহ হইলে, অবলম্বন না পাইয়া ক্রমে ক্রমে ক্লান্ত ও নিতান্ত হীনবীর্য্য হইয়া পড়ে, শ্রম বাহুল্য বশতঃ তাহার সর্ব্ব শরীর অবশ হইয়া উঠে, এবং পরিশেষে তাহাকে নিতান্ত অনায়ত্ত হইয়া স্রোতের অনুবর্ত্তী হইতে হয়; আমার সেইরূপ অবস্থা ঘটিয়া উঠিল। আমার চক্ষে পাপ আর বিরূপ বা কুৎসিত বোধ হইতে লাগিল না এবং আমার হৃদয় ধর্ম্ম পালন পরিশ্রমে পরাঙ্মুখ হইয়া উঠিল। জ্ঞানশক্তির সাহায্য গ্রহণে অথবা পিতৃ দৃষ্টান্তের অনুসরণে আমি এক কালে অক্ষম হইয়া উঠিলাম। পূর্ব্বে স্বপ্নাবস্থায় মেণ্টরকে স্বর্গ লোকে দর্শন করিয়াছিলাম, সুতরাং, এক্ষণে আপনাকে নিতান্ত নির্বান্ধব ও অসহায় স্থির করিয়া, ধর্ম্ম পালন বিষয়ে একান্ত হতাশ হইয়া উঠিলাম; আপাত সুখকর অবসাদ বিশেষ ক্রমে ক্রমে আমার শরীরে আসিয়া প্রবিষ্ট হইল। আমি নিশ্চিত জানিতাম, উহা তীব্রবীর্য্য বিষ, শিরা দ্বারা আমার সর্ব্ব শরীরে প্রসৃত হইতেছে; কিন্তু তদ্দ্বারা তৎকালে বিলক্ষণ সুখানুভব করিতাম, এজন্য তৎপরিহারে যত্নবান্ হইতাম না। মধ্যে মধ্যে আমার চৈতন্য হইত, তত্তৎ সময়ে আমি আপন বন্দী ভাব চিন্তা করিয়া সাতিশয় বিলাপ ও পরিতাপ করিতাম; কোনও সময়ে শোকাকুল হইয়া মনস্তাপ করিতাম; কখনও বা ক্রোধে অধৈর্য্য হইয়া প্রলাপ বাক্য কহিতাম। আমি বলিতাম, যৌবন কাল জীবনের কি জঘন্য

অংশ! দেবতারা এরূপ নির্দয় বটে যে, মানব গণকে বিপন্ন করিয়া কৌতুক দেখিতে থাকেন; কিন্তু তাঁহারা কেন এরূপ নিয়ম করিয়াছেন যে, যে দশায় পদে পদে বিপদ্, বুদ্ধি ভ্রংশ, ও ভোগ বাসনা নিবন্ধন দুঃসহ ক্লেশ পরম্পরা নিতান্ত অপরিহার্য্য, মানব মাত্রকেই সেই দশা ভোগ করিতে হইবে? আমার মস্তকের কেশ কেন অদ্যাপি শুক্ল হয় নাই এবং কেনই বা আমার অন্তিম কাল উপস্থিত হয় না? আমি এক কালেই কেন পিতামহের বয়ঃ প্রাপ্ত হই নাই? সর্ব্ব ক্ষণ যেরূপ লজ্জাকর চিত্ত চাঞ্চল্য জন্মিতেছে, তদপেক্ষা মৃত্যু আমার পক্ষে সর্ব্বাংশে শ্রেয়স্কর। কিয়ৎ ক্ষণ এই রূপে বিলাপ করিলে, আমার মনস্তাপ কিঞ্চিৎ শান্ত হইত, কিন্তু আমার অন্তঃকরণ সুখ ভোগ বাসনার বশ বর্ত্তী হইয়া পুনরায় বিচেতন হইত ও লজ্জা পরিত্যাগ করিত। কিঞ্চিৎ পরেই পুনরায় আমার বোধোদয় হইত এবং মনস্তাপ দ্বিগুণিত হইয়া উঠিত।

এইরূপ পর্য্যায় ক্রমে চিত্তবিভ্রমে ও মনোবেদনায় নিতান্ত কাতর হইয়া, আমি ব্যাধ বিদ্ধ মৃগের ন্যায় সতত কাননে ভ্রমণ করিতাম। বেগ বাহুল্য বশতঃ বিদ্ধ মৃগ মুহূর্ত্ত মধ্যে অরণ্যান্তরে গমন করে বটে, কিন্তু কক্ষ স্থিত তীক্ষ্ণ শর নিরন্তর তাহার অন্তর্দাহ করিতে থাকে; সেইরূপ কাননভ্রমণ দ্বারা আমারও মনোবেদনা শান্তি করিবার আয়াস ব্যর্থ হইয়া যাইত।

এক দিবস আমি এই রূপে ভ্রমণ করিতেছি, এমন সময়ে কিঞ্চিৎ দূরে কাননের এক নিবিড় প্রদেশে মেণ্টরের মত এক পুরুষ সহসা আমার নয়ন গোচর হইলেন। কিন্তু তিনি কিঞ্চিৎ নিকট বর্ত্তী হইলে পর, তাঁহার বদনে এরূপ মালিন্য, কার্কশ্য, ও শোক চিহ্ন লক্ষিত হইল যে, তাঁহাকে দেখিয়া আমার অন্তঃকরণে কিঞ্চিন্মাত্র আনন্দের উদয় হইল না। আমি তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলাম, হে প্রিয়তম মিত্র! হে মদীয় আশার অদ্বিতীয় অবলম্বন! তুমি অকস্মাৎ কোথা

হইতে উপস্থিত হইলে? আমি কি যথার্থই তোমায় নয়ন গোচর করিতেছি, না আমার ভ্রম হইতেছে, কিছুই নির্ণয় করিতে পারিতেছি না! সহসা আমার এরূপ সৌভাগ্যের উদয় হইবে কেন? যাহা হউক, তোমায় জিজ্ঞাসা করি, তুমি কি মেণ্টর, না মেণ্টরের প্রেত পুরুষ, আমার দুঃখে দুঃখিত হইয়া আসিয়াছ? তুমি কি অদ্যাপি জীবিত রহিয়াছ, মানব লীলা সংবরণ করিয়া অমর লোকে গমন কর নাই? আমার কি এত সৌভাগ্য হইবে যে পুনরায় আবশ্যক সময়ে তোমার উপদেশের সাহায্য পাইব? ইহা কহিতে কহিতে আনন্দ সাগরে মগ্ন হইয়া আমি দ্রুত বেগে তৎসমীপ বর্ত্তী হইলাম। তিনি এক পাও না চলিয়া আমার প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান রহিলেন; আমি তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলাম, আমার অন্তরাত্মাই জানেন, তদীয় স্পর্শ সুখ অনুভব করিয়া তৎকালে কি অসীম হর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। তখন আমি আহ্লাদ ভরে অধৈর্য্য হইয়া চীৎকার করিয়া কহিলাম, না, এ মেণ্টরের প্রেত পুরুষ নয়, আমি তাঁহাকেই ধরিয়াছি, এবং প্রাণাধিক পরম বন্ধুকে প্রেম ভরে আলিঙ্গন করিতেছি।

এইরূপ আকুল উক্তি দ্বারা অন্তঃকরণের কাতরতা প্রকাশ পূর্ব্বক, আমি তদীয় গল দেশে লগ্ন হইয়া রোদন করিতে লাগিলাম, একটিও কথা কহিতে পারিলাম না। তিনিও এরূপ ভাব প্রদর্শন পূর্ব্বক সস্নেহ নয়নে আমায় নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন যে, তদ্দর্শনে স্পষ্ট বোধ হইতে লাগিল, কারুণ্য রসে তাঁহার হৃদয় কন্দর উচ্ছলিত হইতেছে। কিয়ৎ ক্ষণের পর আমার বাক্য স্ফূর্ত্তি হইল, তখন আমি কহিতে লাগিলাম, হা প্রিয় বন্ধো। তুমি আমায় পরিত্যাগ করিয়া এত দিন কোথায় ছিলে, এবং এক্ষণেই বা আমার ভাগ্য বলে অকস্মাৎ কোথা হইতে উপস্থিত হইলে? তুমি সন্নিহিত ছিলে না বলিয়া আমার পদে পদে কত বিপদ্ ঘটিয়াছে, বলিতে পারি না; তোমা ব্যতিরেকে আমি পরিত্রাণের কি উপায় করিতে পারি? মেণ্টর আমার বাক্যে

মনোযোগ না দিয়া মেঘ গম্ভীর স্বরে কহিতে লাগিলেন, টেলিমেকস! আর এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব করিও না, অবিলম্বে এই স্থান হইতে পলায়ন কর। এখানকার ফল বিষময়, বায়ু মারাত্মক, নিবাসীরা মূর্ত্তিমান্ মারীভয়, কেবল সাংঘাতিক বিষ সঞ্চারণের অভিপ্রায়েই আলাপ করে। এখানে সুখাভিলাষ, জীব গণের হৃদয় ক্ষেত্র দূষিত করিয়া, তথা হইতে ধর্ম্মকে এক বারে উন্মূলিত করে। অতএব পলায়ন কর, কেন বিলম্ব করিতেছ; এক বারও পশ্চাতে দৃষ্টি পাত করিও না এবং এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তও যেন এই জঘন্য স্থান তোমার মনে উদিত না হয়।

মেণ্টরের বাক্য সমাপ্ত না হইতেই আমি দেখিতে লাগিলাম যেন প্রগাঢ় অন্ধকার আমার সম্মুখ দেশ হইতে অন্তর্হিত হইল এবং নয়ন যুগল সহসা আবির্ভূত অদ্ভুত জ্যোতিঃ প্রভাবে পুনরায় প্রাদ্যোতিত হইয়া উঠিল। আমার অন্তঃকরণ শান্তি রস সহকৃত অনির্ব্বচনীয় আনন্দ রসে উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। সেই বিশুদ্ধ আনন্দের সহিত অপকৃষ্ট সুখ ভোগ বাসনা জনিত জঘন্য আনন্দের কোনও প্রকারেই তুলনা হইতে পারে না। এক অভূতপূর্ব্ব নির্ম্মল জ্ঞানানন্দ ক্রমে ক্রমে আমার হৃদয় কন্দর পরিপূর্ণ করিল, পরিশেষে উচ্ছলিত হইয়া বাষ্পবারিচ্ছলে নয়ন দ্বার দিয়া বিনির্গত হইতে লাগিল। অনন্তর আমি কহিতে লাগিলাম, ধর্ম্ম প্রসন্ন হইয়া যাহাদিগকে স্বীয় সৌন্দর্য্য-ময়ী মূর্ত্তি প্রদর্শন করেন, তাহারা কি সুখী! তাঁহার তাদৃশী মূর্ত্তি সাক্ষাৎকার করিলে যে পরম পবিত্র সুখ লাভ করিতে পারা যায়, আর কোনও উপায় দ্বারাই তাদৃশ নির্ম্মল সুখ লাভের সম্ভাবনা নাই।

এই রূপে কিয়ৎ ক্ষণ বিতর্ক করিয়া আমি পুনরায় মেণ্টরের প্রতি মনোনিবেশ করিলাম। তিনি কহিলেন, টেলিমেকস! আমি এক্ষণে চলিলাম, আর মুহূর্ত্ত কালও বিলম্ব করিতে পারি না। আমি কহিলাম, তুমি কোথায় যাইবে বল, আমি তোমার অনুগামী হইব, আমায়

পরিত্যাগ করিয়া যাইবার মানস করিও না, বরং তোমার সহচর হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিব, তথাপি আর আমি কোনও ক্রমেই তোমাব সঙ্গ ছাড়িব না। এই বলিয়া আমি তাঁহাকে অবিলম্বে বাহু পাশে বদ্ধ করিলাম। তিনি কহিতে লাগিলেন, টেলিমেকস! তুমি আমাকে রুদ্ধ করিবার নিমিত্ত বৃথা প্রয়াস পাইতেছ; মিটফিস আমাকে আরব দিগের নিকট বিক্রয় করিয়াছিলেন। তাহারা বাণিজ্যার্থ সিরিয়া দেশের অন্তর্বর্ত্তী ডেমাস্কস নগরে গমন করিয়াছিল; তথায় হেজেল-নামক এক ব্যক্তি গ্রীক দিগের আচার ব্যবহার ও দর্শন শাস্ত্র অবগত হইবার মানসে, গ্রীক দাস ক্রয় করিবার নিমিত্ত নিতান্ত ব্যগ্র হইয়া, আমায় অধিক মূল্যে ক্রয় করিলেন। তদনন্তর তিনি, আমার নিকট হইতে গ্রাক দিগের রাজ্য শাসন প্রণালী অবগত হইয়া, ক্রীট নগরে গমন ও মাইনসের নিয়মাবলী অধ্যয়ন করিতে নিতান্ত অভিলাষী হইলেন এবং তদনুসারে অবিলম্বে পোতারোহণ পূর্ব্বক তদুদ্দেশে যাত্রা করিলেন। কিন্তু প্রতিকূল বায়ু বলে আমরা এই দ্বীপে উপনীত হইয়াছি। হেজেল অর্চনার্থ বীনস দেবীর মন্দিরে গমন করিয়াছেন, ঐ দেখ, তিনি এই দিকেই আসিতেছেন; আর অনুকূল বায়ুও বহিতে আরম্ভ হইয়াছে, সুতরাং, আমাদিগকে অবিলম্বেই পোতে আরোহণ করিতে হইবে; অতএব প্রশস্ত মনে বিদায় দাও, আর আমায় রুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিও না। টেলিমেকস! যে ধর্ম্মভীরু ক্রীত দাস দেবতা দিগের ভয় রাখে, সে কোনও ক্রমেই প্রভুর অবাধ্য হইতে পারে না। দেবতারা এক্ষণে আমাকে পরাধীন করিয়াছেন; যদি পরাধীন না হইতাম, তাহা হইলে আমি কোনও ক্রমেই তোমায় পরিত্যাগ করিয়া যাইতাম না; অতএব আমি বিদায় লইলাম। প্রস্থান কালে এই মাত্র বলিয়া যাই যে, ইউলিসিসের দিগন্ত ব্যাপিনী কীর্ত্তি ও শোকাকুলা পেনেলপীর অবিরল বিগলিত নয়ন জল যেন তোমার চিত্ত ক্ষেত্র হইতে অন্তরিত না হয়। আর ইহাও সর্ব্ব ক্ষণ

মনে রাখিও যে, দেবতারা ন্যায় পরায়ণ। ইহা কহিয়া, কিয়ৎ ক্ষণ মৌন ভাবে অবস্থান পূর্ব্বক, বাষ্পাকুল লোচনে গদ্গদ বচনে কহি- [illegible] দয়াময় দেবগণ! আমি নিতান্ত নিঃসহায় টেলিমেকসকে [illegible] অবান্ধব দেশে পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছি, আপনা- [illegible] আমার আন্তরিক প্রার্থনা এই, আপনারা ইহার প্রতি [illegible] রাখিবেন। আমি শুনিয়া সাতিশয় বিষণ্ণ ও ম্রিয়মাণ হইলাম এবং বাষ্প পূর্ণ নয়নে তাঁহার করে ধরিয়া অতি কাতর বচনে কহি-লাম, বয়স্য! তুমি যত বল ও যত চেষ্টা কর, আমার প্রাণ থাকিতে তুমি আমারে আর ফেলিয়া যাইতে পারিবে না; তোমার প্রভুর হৃদয় কি এক বারেই কারুণ্য রসে বিবর্জ্জিত হইবে? তিনি কি তোমায় আমার ভুজ বন্ধন হইতে বল পূর্ব্বক কাড়িয়া লইয়া যাইবেন? হয় তাঁহাকে আমার প্রাণ বধ করিতে হইবে, নয় তোমার সঙ্গে যাইতে অনুমতি দিতে হইবে। তুমি ইতিপূর্ব্বে আমাকে অবিলম্বে এই স্থান হইতে পলায়ন করিতে উপদেশ দিয়াছ, এক্ষণে তোমার সঙ্গে পলায়ন করিতে নিষেধ করিতেছ কেন? আমার জন্যে হেজেলকে তোমার অনুরোধ করিবার আবশ্যকতা নাই, আমি স্বয়ং তাঁহার সহিত কথা বার্ত্তা কহিব এবং অঞ্জলি বন্ধ পূর্ব্বক বিনয় বাক্যে আত্ম প্রার্থনা নিবেদন করিব। আমার তরুণ বয়স্ ও এই ঘোর দুরবস্থা দর্শনে তাঁহার অন্তঃকরণে অবশ্যই অনুকম্পার উদয় হইবে। জ্ঞানো-পার্জ্জনে যাঁহার এতাদৃশ অনুরাগ যে, তৎসাধনোদ্দেশে দূর দেশ গমনে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন, তাঁহার হৃদয় কোনও ক্রমেই নিতান্ত নিষ্ঠুর হইতে পারে না। আমি তাঁহার চরণে ধরিব এবং যাবৎ তিনি আমায় তোমার অনুগমন করিতে অনুমতি না দিবেন, তাঁহাকে গমন করিতে দিব না। আমি তাঁহাকে আত্ম সমর্পণ করিব; যদি তিনি অগ্রাহ্য করেন, প্রাণ ত্যাগ করিয়া এক কালে সকল ক্লেশ হইতে মুক্ত হইব।

আমার বাক্য সমাপ্ত হইবা মাত্র, হেজেল মেণ্টরকে আহ্বান করিলেন। তাঁহাকে দেখিবা মাত্র, আমি নিতান্ত কাতর ভাবে তাঁহার সম্মুখে ভূতলে পতিত হইলাম। হেজেল, এক অপরিচিত ব্যক্তিকে সম্মুখে সেইরূপ পতিত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, অহে যুবক! তোমার প্রার্থনা কি, বল। আমি কহিলাম, আপনকার নিকট আমার অন্য কোনও প্রার্থনা নাই, আমি কেবল প্রাণ দান প্রার্থনা করিতেছি। আমার পরম মিত্র মেণ্টর আপনকার দাস; যদি আপনি আমাকে তাঁহার সঙ্গে যাইবার অনুমতি প্রদান না করেন, আমি নিঃসন্দেহ প্রাণ ত্যাগ করিব। যিনি স্বীয় অসাধারণ প্রজ্ঞা দ্বারা আত্ম নাম জগদ্বিখ্যাত করিয়াছেন, যাঁহার বুদ্ধিবলে ট্রয় নগর নিপাতিত হইয়াছে, সেই মহাবীর ইউলিসিসের পুত্র এইরূপ দীন ভাবে আপনকার নিকট এক অতি সামান্য প্রার্থনা করিতেছে। আপনকার নিকট আমার অপর প্রার্থনা এই যে, আপনি কদাচ এরূপ বিবেচনা করিবেন না যে, আপনকার নিকট সম্মান লাভ প্রত্যাশায় আমি স্বীয় আভিজাত্যের গৌরব কীৰ্ত্তন করিলাম। আমার দুর্দ্দশা শ্রবণে আপনকার হৃদয়ে দয়ার উদ্রেক হইবে, কেবল এই আশয়েই আত্ম পরিচয় প্রদান করিতেছি। পিতা অনুদ্দিষ্ট হইয়াছেন, আমি এই ব্যক্তির সহিত তদীয় অন্বেষণে নির্গত হইয়া নানা দেশ পর্যটন করিয়াছি। ইঁনি আমাকে এরূপ স্নেহ করিয়া থাকেন যে, আমি ইঁহাকে পিতৃ তুল্য জ্ঞান করি। ফলতঃ, ইঁনি আমার পিতা, বন্ধু, ও সহায়। কিন্তু আমি এমনই হতভাগ্য যে, ইঁহাকেও হারাইয়াছি। ইঁনি এক্ষণে আপনকার দাস হইয়াছেন; ইঁহার সহবাস ব্যতিরেকে আমি কোনও ক্রমেই প্রাণ ধারণ করিতে পারিব না; অতএব আপনি অনুকম্পা প্রদর্শন করিয়া আমাকেও আপনার দাস করুন। যদি আপনি যথার্থ ন্যায়ানুরাগী হন এবং মাইনসের নিয়মাবলী অবগত হইবার নিমিত্ত জল পথের নানা কষ্ট স্বীকার করিয়া থাকেন, তাহা হইলে, আপনি

কখনও এই হতভাগ্য কাতর জনের প্রার্থনা উল্লঙ্ঘন করিবেন না। বিবেচনা করিয়া দেখুন, আমার কত দূর পর্য্যন্ত দুরবস্থা ঘটিয়াছে; আমি এক পরাক্রান্ত নরপতির তনয়, নিরুপায় ও অনন্যগতি হইয়া স্বেচ্ছা ক্রমে দাসত্ব যাচ্ঞা করিতেছি। আমি সিসিলি দ্বীপে দাসত্ব অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়স্কর বিবেচনা করিয়াছিলাম; সেখানে বহুবিধ বিপদ্ ঘটিয়াছিল, কিন্তু এক্ষণে সে সকল আমার দুঃখের উপক্রম মাত্র বোধ হইতেছে। আমি পূর্ব্বে দাসত্বের ভয়ে মৃত্যু প্রার্থনা করিয়াছিলাম, কিন্তু এক্ষণে পাছে সেই দাসত্ব না ঘটে এই ভয়ে কম্পিত হইতেছি। হে দয়াময় দেব গণ! আমার প্রতি এক বার কটাক্ষ নিক্ষেপ কর; এই ক্লেশকর দেহ ভার বহনে আমি নিতান্ত অক্ষম হইয়াছি।

আমার বাক্য শ্রবণ করিয়া হেজেলের হৃদয় কারুণ্য রসে উচ্ছলিত হইল। তিনি আমাকে তাঁহার হস্তাবলম্বন প্রদান করিয়া ভূমি হইতে উত্থিত করিলেন এবং কহিতে লাগিলেন, তোমার পিতার বুদ্ধি, বিক্রম, ধর্ম্মপরতা, ও প্রতিপত্তির বিষয়ে আমি নিতান্ত অনভিজ্ঞ নহি, মেণ্টর আমাকে সমুদায় অবগত করিয়াছেন; পূর্ব্ব দিকের সমস্ত দেশেই তাঁহার নাম বিলক্ষণ প্রসিদ্ধ হইয়া আছে। টেলিমেকস! তুমি আমার সঙ্গে চল, যাবৎ তুমি পিতার অনুসন্ধান না পাও, আমি তোমার পিতা হইলাম। যদিও আমি তোমাকে ও তোমার পিতাকে না জানিতাম, তথাপি, মেণ্টরের সহিত আমার যেরূপ মিত্রতা জন্মিয়াছে, তদনুরোধেই তোমার রক্ষণাবেক্ষণের ভার লইতাম। আমি মেণ্টরকে দাস ভাবে ক্রয় করিয়াছিলাম যথার্থ বটে, কিন্তু এক্ষণে তিনি আমার সহিত এক উন্নত সম্বন্ধে বদ্ধ হইয়াছেন; আমি অকিঞ্চিৎকর অর্থ ব্যয় করিয়া অমূল্য মিত্ররত্ন লাভ করিয়াছি। আমি যে জ্ঞান লাভ করিবার নিমিত্ত উৎসুক হইয়াছিলাম এবং আমার যে ধর্ম্ম প্রবৃত্তি জন্মিয়াছে, তাহা আমি মেণ্টরের নিকট প্রাপ্ত হইয়াছি। অতএব এই

দণ্ডেই আমি তাঁহার দাসত্ব মোচন করিলাম। আর তোমাকেও আমার দাসত্ব করিতে হইবে না; তুমি আমাকে যথাযোগ্য সম্মান করিবে এই মাত্র আমার অভিলাষ।

হেজেলের এই অমৃতাভিষিক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া, আমার অন্তঃকরণের তাদৃশ প্রবল উদ্বেগ মুহূর্ত্ত মধ্যে অসীম আনন্দে পরিণত হইল। আমি দেখিলাম, সর্ব্বনাশ হইতে আমার রক্ষা হইল; হেজেলের অনুগ্রহে স্বদেশ গমনের প্রত্যাশা জন্মিল; যে ব্যক্তি কেবল সদ্গুণানুরাগী হইয়া আমাকে এতাদৃশ স্নেহ করেন, তাঁহার সহবাসে কাল ক্ষেপ করিব ইহা চিন্তা করিয়া আমি পরম পরিতোষ লাভ করিলাম, আর মেণ্টরের সহিত মিলন হইল ও বিয়োগের আর সম্ভাবনা নাই দেখিয়া আপনাকে পরম সুখী জ্ঞান করিতে লাগিলাম।

হেজেল অবিলম্বে নদী তীরে উপস্থিত হইলেন, মেণ্টর ও আমি তাঁহার অনুগামী হইলাম। অনন্তর, সকলে পোতে আরোহণ করিলাম। নাবিকেরা ক্ষেপণী ক্ষেপণ করিতে লাগিল; আমাদের নৌকা, শীতল সমীরণের মন্দ মন্দ সঞ্চার দ্বারা যেন সজীব হইয়া, সুখকর গতি অবলম্বন পূর্ব্বক চলিতে আরম্ভ করিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে সাইপ্রস দ্বীপ দৃষ্টি বহির্ভূত হইল। হেজেল আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, টেলিমেকস! তুমি সাইপ্রস দ্বীপ বাসী দিগের কিরূপ আচার ব্যবহার দেখিলে? সেখানে আমি যে সকল বিপদে পড়িয়াছিলাম, ও ধর্ম্ম ভ্রংশের যে উপক্রম ঘটিয়াছিল, তৎসমুদায় তাঁহাকে কৌশল ক্রমে সবিশেষ অবগত করিলাম। তিনি শুনিয়া বিস্মিত হইয়া কহিতে লাগিলেন, বীনস দেবি! তুমি যে অসাধারণ পরাক্রম শালিনী তদ্বিষয়ে আমার সম্পূর্ণ প্রতীতি জন্মিল; আমি তোমার যথাযোগ্য অর্চ্চনা করিয়াছি, কিন্তু তোমার রাজ্য মধ্যে তোমার উপাসকদিগের জঘন্য আচার দর্শনে আমার অন্তঃকরণে যে ঘৃণার উদয় হইয়াছে, তন্নিমিত্ত ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

যে সর্ব্বশক্তিমান্ আদি পুরুষ অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করিয়াছেন; যিনি অনন্ত ও অবিনশ্বর জ্ঞান স্বরূপ; যিনি অন্তর্যামি রূপে সর্ব্ব জীবের অন্তরে অধিষ্ঠান করিতেছেন, অথচ সর্ব্ব ক্ষণ অখণ্ড ভাবে সর্ব্বত্র বিরাজমান রহিয়াছেন; যেমন সূর্য্য দেব সমস্ত জগৎ আলোক-ময় করেন সেইরূপ যে সর্ব্ব প্রধান সর্ব্ব ব্যাপী সত্য স্বরূপ পুরুষ বুদ্ধি বৃত্তিকে জ্ঞানালোকে সমুজ্জ্বল করিয়া থাকেন, সেই সর্ব্বেশ্বরের বিষয়ে হেজেল মেণ্টরের সহিত কথোপকথন আরম্ভ করিলেন। তিনি কহিলেন, যে ব্যক্তি তাদৃশ জ্ঞানালোকে বর্জ্জিত থাকে, সে সর্ব্বাংশে জন্মান্ধ সদৃশ; পৃথিবীর মেরু দেশ ক্রমাগত অর্দ্ধ বৎসর কাল যেরূপ প্রগাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে, সে সেইরূপ অন্ধকারে হতদৃষ্টি হইয়া জীবন কাল অতিবাহিত করে; সে জ্ঞানী বলিয়া অভিমান করে, কিন্তু বাস্তবিক সে অতি নির্ব্বোধ; সে মনে ভাবে, সকল পদার্থই নিরীক্ষণ করিতেছে, কিন্তু কোনও পদার্থ নিরীক্ষণ না করিয়াই তাহাকে জীবন যাত্রা সমাপন করিতে হয়। যাহারা অকিঞ্চিৎকর সুখভোগে একান্ত আসক্ত হয়, তাহাদের এই অবস্থা। বাস্তবিক, যাহাদের বুদ্ধি বৃত্তি জ্ঞানালোকে সমুজ্জ্বলিত হয় এবং যাহারা সেই জ্ঞানালোক প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিয়া চলে, তদ্ব্যতিরিক্ত লোকেরা কোনও ক্রমেই মনুষ্য নামের যোগ্য নহে; সেই জ্ঞানালোকের সঞ্চার হইলেই আমাদের অন্তঃকরণে সৎপ্রবৃত্তির উদয় হয়, এবং অন্তঃকরণে অসৎ প্রবৃত্তির উদয় হইলে সেই জ্ঞানা-লোকের সহায়তায় তাহা নিরাকৃত হয়। সর্ব্ব নিয়ন্তা সর্ব্বেশ্বর মহার্ণব স্বরূপ, আমরা ক্ষুদ্র স্রোতঃ স্বরূপে সেই মহার্ণব হইতে অস্তিত্ব লাভ করিয়াছি এবং অবশেষে সেই মহার্ণবে বিলীন হইব।

আমি এই কথোপকথনের সম্যক্ মর্ম্ম গ্রহ করিতে পারিলাম না বটে, কিন্তু প্রস্তাবিত বিষয় অতি সূক্ষ্ম ও উন্নত বলিয়া কথঞ্চিৎ বুঝিতে পারিলাম, এবং আমার অন্তঃকরণে সত্য জ্যোতিঃ কিঞ্চিৎ

সঞ্চারিত হইল। অনন্তর তাঁহারা, দেব গণ, দেবানুগৃহীত বীর পুরুষ গণ, সত্যযুগ, প্রলয়, বিস্মৃতি সরিৎ*, নরকে দুরাচার দিগের অনন্ত যন্ত্রণা ভোগ, স্বর্গ লোকে সাধু দিগের নিরবচ্ছিন্ন নির্ম্মল সুখ সন্তান সম্ভোগ প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ে কথোপকথন আরম্ভ করিলেন, আমিও একান্ত উৎসুক চিত্তে শ্রবণ করিতে লাগিলাম।

কিয়ৎ ক্ষণ পরে আমরা দেখিতে পাইলাম, জল জন্তু গণ ক্রীড়া করিতে করিতে আমাদিগের প্রবহণের অভিমুখে আগমন করিতেছে; উহাদের ক্রীড়া দ্বারা অর্ণব বারি আন্দোলিত হইয়া অতি বৃহৎ তরঙ্গ বিস্তার করিতেছে। কিঞ্চিৎ পরেই বিচিত্র রথারূঢ়া জল দেবতা আবির্ভূতা হইলেন। ঐ রথ হিম শুভ্র অর্ণব তুরগ গণে আকৃষ্ট; উহাদের নাসা রন্ধ্র হইতে প্রভূত ধূম রাশি প্রবল বেগে বিনির্গত হইতেছে, নয়ন দ্বয় অনবরত অগ্নি উদ্গার করিতেছে, বহুসংখ্যক অপ্সরা সন্তরণ করিতে করিতে রথের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আগমন করিতেছে। জল দেবতা এক হস্তে সুবর্ণ দণ্ড ধারণ করিয়াছিলেন, ঐ দণ্ড দ্বারা অতি প্রবল তরঙ্গ মালার শাসন ও ঔদ্ধত্য নিবারণ করিতেছেন, অপর হস্ত দ্বারা স্বীয় শিশু সন্তান পালিমনকে ক্রোড় দেশে ধারণ করিয়া স্তন্য পান করাইতেছেন। অতি বৃহৎকায় তিমি মকর প্রভৃতি বিবিধ জল জন্তু গণ স্ব স্ব আবাস স্থান হইতে বিনির্গত হইয়া একান্ত উৎসুক ভাবে জল দেবতাকে অবলোকন করিতে লাগিল।

* পূর্ব্বকালীন গ্রীকদিগের এরূপ বিশ্বাস ছিল যে, মৃত ব্যক্তির জীবাত্মা এক নদীতে মজ্জিত হয় এবং মজ্জিত হইবামাত্র পূর্ব্বজন্মের যাবতীয় ব্যাপার বিস্মৃত হইয়া যায়।

টেলিমেকস।

পঞ্চম সর্গ।

জল দেবতা আপন অনুচর গণ সমভিব্যাহারে অন্তর্হিতা হইলে পর গগন লক্ষ্মী জলদ মণ্ডলের ও সাগরগর্ভোত্থ উত্তাল তরঙ্গ মালার মধ্য দিয়া ক্রীট দ্বীপের পর্ব্বত শ্রেণী অস্পষ্ট রূপে দৃষ্ট হইতে লাগিল। যেমন যূথ মধ্যে বৃদ্ধ মৃগেরই বিশাল বিষাণ দৃষ্ট হইয়া থাকে, সেইরূপ তত্রত্য গিরি সমূহ মধ্যে আইডা পর্ব্বতের উন্নত শিখর অনতিবিলম্বেই লক্ষিত হইল। ক্রীট দ্বীপ পরম রমণীয় স্থান, দর্শন মাত্র রঙ্গ ভূমির ন্যায় প্রতীয়মান হয়। ক্রমে ক্রমে উহার উপকূল দেশ সুস্পষ্ট অবলোকিত হইতে লাগিল। সাইপ্রস দ্বীপের ভূমি যেমন অকৃষ্ট ও শস্যাদি শূন্য, ক্রীট দ্বীপের ভূমি সেরূপ নহে, উহা প্রজা গণের শ্রম-বলে অত্যন্ত উর্ব্বরা, বিবিধ শস্যে ও অশেষবিধ পুষ্প ফলে অলঙ্কৃত।

অল্প কাল পরেই অসংখ্য পরম রমণীয় গ্রাম ও মহাসমৃদ্ধ নগর সকল আমাদিগের নয়ন গোচর হইল। সেখানে এমন ক্ষেত্রই দৃষ্ট হইল না, যে উহা কৃষীবল গণের শ্রম সূচক চিহ্নে অঙ্কিত নহে; একটি কণ্টক বৃক্ষ বা তৃণ লক্ষিত হইল না। ঐ দ্বীপের মনোহর শোভা সন্দর্শনে আমাদিগের অন্তঃকরণে কি অনির্ব্বচনীয় আনন্দের আবির্ভাব হইতে লাগিল! দেখিলাম, উপত্যকা প্রদেশে বহুসংখ্যক পশু যূথ চরিয়া বেড়াইতেছে; ক্ষুদ্র তরঙ্গিণী সকল নিরন্তর প্রবল বেগে প্রবহমাণ হইতেছে, মেষ গণ পর্ব্বতের উৎসঙ্গ দেশে স্বচ্ছন্দে শস্প

ভক্ষণ করিতেছে; ক্ষেত্র সকল অশেষবিধ শস্যে সুশোভিত ও পরিপূরিত রহিয়াছে; ফল ভর নমিত দ্রাক্ষা লতা স্নিগ্ধ হরিৎ পল্লব দ্বারা পর্ব্বত সমূহের অনুপম শোভা সম্পাদন করিতেছে।

মেণ্টর পূর্ব্বে এক বার ক্রীট দ্বীপে গমন করিয়াছিলেন; তিনি তৎসংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় আমাদিগকে জ্ঞাত করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি কহিতে লাগিলেন, এই দ্বীপ শতসংখ্যক মহানগরে অলঙ্কৃত; ইহা এমন সুন্দর যে, বিদেশীয় লোক দেখিবা মাত্র ভূয়সী প্রশংসা করে। অত্রত্য অসংখ্য নিবাসী দিগের সংসার যাত্রা নির্ব্বাহের উপযোগী যাবতীয় দ্রব্য সামগ্রী এই দ্বীপেই পর্য্যাপ্ত পরিমাণে উৎপন্ন হয়। যাহারা যেরূপ পরিশ্রম সহকারে ভূমি কর্ষণ করে, বসুন্ধরা দেবী প্রসন্না হইয়া তাহাদিগকে তদনুরূপ পুরস্কার প্রদান করেন। যে দেশে যত অধিক লোক, সে সকল লোক অলস না হইলে, তথায় ততই সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হয় এবং পরস্পর অসূয়া বা বিদ্বেষ প্রদর্শনের অবকাশ বা আবশ্যকতা থাকে না। ভূত ধাত্রী বসুন্ধরা, স্বীয় সন্তান দিগকে অক্লেশে পরিশ্রম করিতে দেখিলে, প্রসন্না হইয়া তাহাদিগের সংখ্যানুসারে শস্যাদির পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে থাকেন। দুরাকাঙ্ক্ষা ও অপরিমিত ধন তৃষ্ণাই মানব জাতির দুঃখ সমূহের এক মাত্র কারণ। প্রত্যেক ব্যক্তিই অন্যান্য লোকের সম্পত্তি আত্মসাৎ করিবার অভিলাষ করে এবং এই রূপে প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্পত্তির অধিকার বাসনার বশ বর্ত্তী হইয়া অনর্থ মনঃপীড়া প্রাপ্ত হয়। যদি মানব গণ স্ব স্ব আবশ্যক বিষয় মাত্র লাভে সন্তুষ্ট থাকে, তাহা হইলে, নিরবচ্ছিন্ন সুখ, সমৃদ্ধি, প্রণয়, ও শান্তি সর্ব্বতঃ সঞ্চারিত হইয়া উঠে।

এই সমস্ত বিষয়ে মাইনসের প্রগাঢ় জ্ঞান ছিল বলিয়াই, তাঁহার এতাদৃশী খ্যাতি পৃথ্বী তলে জাগরূক রহিয়াছে। এ পর্য্যন্ত ভূমণ্ডলে যত নরপতি প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন, মাইনস তৎসর্ব্বাপেক্ষা সর্ব্বাংশে উৎকৃষ্ট, আর যত ব্যবস্থাপক আবির্ভূত হইয়াছেন, তৎসর্ব্বাপেক্ষা

বিজ্ঞ ও প্রবীণ। এই দ্বীপে যে সমস্ত অদ্ভুত ব্যাপার দৃষ্টি গোচর হয়, তাহা কেবল তাঁহারই ব্যবস্থার মহিমা। তিনি বালক দিগের বিদ্যোপার্জ্জনের যে নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তদ্দ্বারা শরীর নীরোগ ও বল বীর্য্য সম্পন্ন হয়, এবং বাল্য কাল হইতেই মিতব্যয়িতা ও পরিশ্রমের অভ্যাস জন্মিতে থাকে। ঐকান্তিকী সুখাসক্তি দ্বারা শরীর ও মন হীনবীর্য্য হইয়া যায়, এই সিদ্ধান্ত অত্রত্য ব্যক্তি মাত্রেরই হৃদয়ে অনুক্ষণ জাগরূক রহিয়াছে। সুখাসক্তি দমন দ্বারা অনর্থকরী ভোগ লালসার অপ্রধৃষ্য হইলে, ও প্রশংসনীয় অশেষ গুণরত্নে অলঙ্কৃত বলিয়া মানব মণ্ডলীতে খ্যাতি লাভ করিলে, যে অনির্ব্বচনীয় সুখানুভব হয়, তদ্ব্যতিরিক্ত আর কোনও সুখই তাহারা অভিলষণীয় জ্ঞান করে না; রণ স্থলে মৃত্যু ভয়ে অভিভূত না হওয়াই যে সাহসের প্রকৃত কার্য্য এমন নহে, প্রয়োজনাতিরিক্ত ঐশ্বর্য্যে অশ্রদ্ধা এবং লজ্জাকর সুখ সম্ভোগে বিদ্বেষ প্রদর্শন করাও সাহসের প্রকৃত কার্য্য। কৃতঘ্নতা, অবহিত্থা, ও অর্থ গৃধ্নুতা অন্যান্য স্থানে অসৎ কর্ম্ম বলিয়া গণ্য হয় না, কিন্তু ক্রীট দ্বীপে তৎসমুদায় উৎকট পাপ রূপে পরিগণিত ও সেই সেই উৎকট পাপের যথোচিত দণ্ড হইয়া থাকে।

সকলে মনে করিতে পারেন যে, ক্রীট দ্বীপে ঐকান্তিকী সুখাসক্তির ও ঐশ্বর্য্য প্রদর্শনের প্রতিষেধক কোনও নিয়ম অবশ্যই আছে; কিন্তু ক্রীট বাসীরা ঐ দুই দোষের অস্তিত্বই অবগত নহে। প্রত্যেক ব্যক্তিই সমুচিত পরিশ্রম করে, কিন্তু কেহই ধনী হইবার চিন্তাও করে না। স্বচ্ছন্দে ও সুপ্রণালীতে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ, ও জীবিকা নির্ব্বাহের উপযোগী দ্রব্য সামগ্রীর নির্ব্বিঘ্নে ও পর্য্যাপ্ত পরিমাণে সংগ্রহ, হইলেই তাহারা স্ব স্ব পরিশ্রম সার্থক বোধ করে; সুরম্য হর্ম্ম্য, মহামূল্য গৃহোপকরণ, সৌষ্ঠব সম্পন্ন বহুমূল্য পরিচ্ছদ, ও সুখ সংঘটিত উৎসব ক্রিয়া তাহাদের পক্ষে অত্যন্ত নিষিদ্ধ। তাহাদের পরিচ্ছদ অত্যুৎকৃষ্ট উর্ণাতে প্রস্তুত ও অতি মনোহর বর্ণে রঞ্জিত বটে,

কিন্তু উহা সুবর্ণ সূত্রে চিত্রিত বা অন্য কোনও প্রকারে অলঙ্কৃত নহে। তাহাদের আহার সামগ্রী সামান্য ফল, মূল, দুগ্ধ, ও গোধূম পিষ্টকের অতিরিক্ত নহে। যদি কখনও মাংস ভক্ষণে তাহাদের অভিলাষ হয়, অপ্রয়োজনীয় পশুর মাংস অতি সামান্য রূপে প্রস্তুত করিয়া অল্প পরিমাণে আহার করে; পরিশ্রম ক্ষম দৃঢ়কায় পশু গণ শ্রম সাধ্য কার্য্যে নিযোজিত থাকে। তাহাদের গৃহ গুলি প্রশস্ত, পরিচ্ছন্ন, ও সর্ব্বাংশে বাসোপযোগী, কিন্তু চিত্রিত বা অন্য কোনও প্রকারে অলঙ্কৃত নহে। তাহারা গৃহ নির্ম্মাণ বিদ্যায় বিলক্ষণ নিপুণ, কিন্তু কেবল দেবায়তন নির্ম্মাণেই নৈপুণ্যের পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে; তাহাদের মতে মনুষ্যের অট্টালিকায় বাস করা ধৃষ্টতা ও অহঙ্কার প্রদর্শন মাত্র। স্বাস্থ্য, বীর্য্য, পরাক্রম, নিরুদ্বেগে ও নির্ব্বিরোধে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ, সর্ব্ব বিষয়ে স্বাধীনতা, আবশ্যক বিষয়ের পর্য্যাপ্ত পরিমাণে অধিকার, অনাবশ্যক ও অনুপযোগী বিষয়ে অবজ্ঞা প্রদর্শন, পরিশ্রমশীলতা, আলস্যে দ্বেষ, ধর্ম্মানুষ্ঠানে জিগীষা, সর্ব্ব প্রযত্নে বিধি প্রতিপালন, ও দেব ভক্তি, এই সমুদায় ক্রীট বাসী দিগের ঐশ্বর্য্য, অন্যবিধ ঐশ্বর্য্যে তাহাদের যত্ন ও আদর নাই। এই সমস্ত শ্রবণ করিয়া, আমি একান্ত কৌতূহলাক্রান্ত চিত্তে জিজ্ঞাসা করিলাম, তথায় রাজকীয় শক্তির ইয়ত্তা আছে কি না। মেণ্টর কহিতে লাগিলেন, প্রজা দিগের উপর রাজ প্রভুতার পরিচ্ছেদ নাই বটে, কিন্তু সেই প্রভুতা কোনও ক্রমেই বিধি মার্গ অতিক্রম করিতে পারে না। রাজ্যের হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠানে রাজার ক্ষমতার ইয়ত্তা নাই, কিন্তু অহিতাচরণে তিনি সম্পূর্ণ অক্ষম। বিধি শাস্ত্র অসংখ্য প্রজা গণকে মহামূল্য ন্যাস স্বরূপে রাজ হস্তে এই নিয়মে সমর্পিত করিয়াছে যে, তিনি তাহাদিগকে পিতৃবৎ প্রতিপালন করিবেন। বিধি শাস্ত্রের উদ্দেশ্য এই যে, এক ব্যক্তির প্রজ্ঞা ও ন্যায়পরতা দ্বারা বহু জনের সুখ বর্দ্ধন হইবে; কিন্তু বহু জন দুর্দ্দশা গ্রস্ত ও দাসত্ব

শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া, এক ব্যক্তির অভিমান ও সুখ বৰ্দ্ধন করিবে, ইহা কোনও ক্রমেই সেই শাস্ত্রের অভিপ্রেত নহে। প্রজা অপেক্ষা রাজার অধিক সম্পত্তি শালী হওয়া কোনও ক্রমেই উচিত ও আবশ্যক নয়; কিন্তু যেরূপ সম্পত্তি থাকিলে, রাজ কার্য্য সমাধান জনিত উৎকট শ্রমের সম্যক্ নিবারণ হইতে পারে এবং প্রজা গণের অন্তঃকরণে তাদৃশ পদ স্থিত ব্যক্তির প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শনে প্রবৃত্তি জন্মিতে পারে, তদনুরূপ সম্পত্তি থাকা অত্যন্ত আবশ্যক; সুখ সম্ভোগ বিষয়ে অন্যান্য ব্যক্তি অপেক্ষা অল্প রত হওয়া ও যাহাতে ধনের বা মনের অহঙ্কার প্রকাশ হয় এরূপ কার্য্যে প্রবৃত্তি পরিহার করা, তাঁহার পক্ষে একান্ত আবশ্যক। ঐশ্বর্য্যের ও সুখ সম্ভোগের আতিশয্য দ্বারা মানব শ্রেষ্ঠ বলিয়া উল্লিখিত হওয়া রাজার পক্ষে কোনও ক্রমেই উচিত নহে; সমধিক প্রজ্ঞা, অধিকতর অবদান পরম্পরা, ও মহীয়সী কীৰ্ত্তি, দ্বারা শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হওয়াই তাঁহার পক্ষে সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। তিনি স্বয়ং সেনাপতি হইয়া স্বদেশ রক্ষা করিবেন, সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া প্রজা দিগকে বিচার বিতরণ করিবেন, ও তাহাদের চরিত্র সংশোধনে ও সুখ সমৃদ্ধি সংবৰ্দ্ধনে সতত যত্নশীল হইবেন। তাঁহার নিজের উপকারের নিমিত্ত দেবতারা তাঁহাকে ভূপতি পদে প্রতিষ্ঠিত করেন নাই; সর্ব্ব সাধারণের উপকার হইবে বলিয়াই তিনি তাদৃশ উচ্চ পদে আরোহিত হইয়াছেন; অতএব সাধারণের মঙ্গল কার্য্যেই তাঁহার অনুক্ষণ ব্যাপৃত থাকা উচিত, সাধারণের মঙ্গল কার্য্যেই তাঁহার অন্তঃকরণ একান্ত অভিনিবিষ্ট থাকা আবশ্যক, এবং সাধারণের মঙ্গল কার্য্যই তাঁহার এক মাত্র প্রীতি স্থান হওয়া উচিত। সাধারণের উপকারার্থে তিনি যে পরিমাণে কষ্ট স্বীকার করিবেন, সেই পরিমাণেই তিনি সিংহাসনের যোগ্য বলিয়া পরিগণিত হইবেন। মাইনস স্বীয় সন্তান অপেক্ষা প্রজা দিগকে অধিক স্নেহ করিতেন। তিনি আদেশ করিয়া গিয়াছেন যে, যদি

তাঁহার সন্তানেরা তাঁহার স্থাপিত নিয়মানুসারে রাজ্য শাসন করেন, তাহা হইলেই তাঁহারা সিংহাসনের অধিকারী হইতে পারিবেন। এই মঙ্গলকর নিয়ম দ্বারা মাইনস রাজ্যের পরাক্রম, সুখ, ও সমৃদ্ধি দৃঢ়ীভূত করিয়াছেন। যে সমস্ত মহাবল পরাক্রান্ত বীর পুরুষেরা, স্বীয় অহঙ্কার চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত, নানাদেশীয় লোকের সর্ব্বনাশ করিয়া আপনাদিগকে মহাত্মা জ্ঞান করিতেন, এই শান্তি গুণ সম্পন্ন ব্যবস্থাপক তাঁহাদিগের কীর্ত্তি তিরোহিত করিয়াছেন। প্রজা পীড়ক দুরাচারেরা কিয়ৎ দিন মধ্যেই মানব লীলা সংবরণ করে, এবং সেই সঙ্গেই তাহাদের বল বিক্রম কীর্ত্তি প্রভৃতি বিলুপ্ত হইয়া যায়। কিন্তু মাইনস, আপন ন্যায়পরতা প্রভাবে স্বর্গের এক সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া, মৃত ব্যক্তিদিগের কর্ম্মানুরূপ পুরস্কার ও দণ্ড বিধান করিতেছেন।

এই রূপে আমরা, মেণ্টরের বাক্য শ্রবণ করিতে করিতে, ক্রীট দ্বীপে উপনীত হইলাম এবং তীরে উত্তীর্ণ হইয়া অশেষ কৌশল সঙ্ঘটিত একটি অলৌকিক গৃহ অবলোকন করিলাম। উহার রচনা অত্যাশ্চর্য্য। আমরা ঐ অদ্ভুত গৃহ নিরীক্ষণ করিতেছি, এমন সময়ে সমুদ্রের অনতিদূরে অতি মহতী জনতা অবলোকিত হইল। তাদৃশী জনতার হেতু জিজ্ঞাসা করাতে, ক্রীট নিবাসী নসিক্রেটিস নামে এক ব্যক্তি অবিলম্বেই আমাদের কুতূহল শান্তি করিলেন।

তিনি কহিতে লাগিলেন, ডিউকেলিয়নের পুত্র, মাইনসের পৌত্র, আইডোমিনিয়স, গ্রীস দেশীয় অন্যান্য নরপতি দিগের সমভিব্যাহারে যুদ্ধার্থে ট্রয় নগরে গমন করিয়াছিলেন। ট্রয় নিপাতিত হইলে পর, তিনি স্বদেশে প্রত্যাগমনার্থ যাত্রা করেন; কিন্তু পথি মধ্যে এমন প্রবল বাত্যা উত্থিত হইল যে, পোত স্থিত সমস্ত ব্যক্তিই স্থির করিল পোত বিনাশ অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। কেবল মৃত্যুই সকলের চিন্তা পথের এক মাত্র অতিথি হইয়া উঠিল, তদীয় ভীষণ

মূর্ত্তিই চতুর্দ্দিকে দৃষ্ট হইতে লাগিল। ফলতঃ, প্রাণ রক্ষার কোনও উপায় না দেখিয়া সকলে কেবল হাহাকার করিতে লাগিল। এইরূপ ঘোর বিপত্তি দর্শনে আইডোমিনিয়স, ঊর্দ্ধবাহু ও উত্তাননয়ন হইয়া, বরুণ দেবের বহুবিধ স্তুতি করিয়া উচ্চৈঃ স্বরে কহিতে লাগিলেন, ভগবন্! আমি আপনকার শক্তি ও মহিমা বর্ণন করিতে কোনও ক্রমেই সমর্থ নহি; এই অসীম সাগর আপনকার একান্ত আজ্ঞাবহ; আমি ঘোর বিপদে পড়িয়াছি, কৃপা করিয়া প্রাণ দান করুন। যদি আমি এই বিপদ্ হইতে মুক্ত হইয়া নিরাপদে স্বদেশে প্রতিগমন করিতে পারি, তাহা হইলে, প্রথমে যাহার মুখ নিরীক্ষণ করিব, তাহাকে আপনকার উদ্দেশে বলিদান দিব।

এ দিকে, আইডোমিনিয়সের পুত্র, পিতৃ দর্শন নিমিত্ত নিতান্ত উৎসুক হইয়া, সর্ব্বাগ্রে আলিঙ্গন লাভ মানসে তীর দেশে তদীয় উত্তরণ প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। ঐ হতভাগ্য যুবক জানিতেন না যে তাঁহার পিতার আলিঙ্গন সংহারমূর্ত্তি কৃতান্তের আলিঙ্গন সমান হইয়া রহিয়াছে। আইডোমিনিয়স বিষম বাত্যা অতিক্রম করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগত হইলেন এবং কৃতজ্ঞতা রসে অভিষিক্ত হইয়া বরুণ দেবের অশেষবিধ স্তুতি করিতে লাগিলেন। কিন্তু বরুণ দেবের নিকট তিনি যে মানসিক করিয়াছিলেন, তাহা যে বিষম অনর্থকর হইয়া উঠিল, ইহা তিনি অবিলম্বেই বুঝিতে পারিলেন। তাঁহার অন্তঃকরণে অপরিহার্য্য অতি বিষম অনিষ্ট ঘটনার বলীয়সী আশঙ্কা উদ্ভূত হইয়া তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি কাতর করিতে লাগিল। তিনি আপন অবিমৃশ্যকারিতা স্মরণ করিয়া সাতিশয় পরিতাপ করিতে লাগিলেন; পাছে কোনও প্রিয় পাত্র প্রথমে তাঁহার দৃষ্টি পথে পতিত হয়, এই ভয়ে তাঁহার হৃদয় কম্পিত হইতে লাগিল। এই রূপে তিনি নিতান্ত চিন্তাক্রান্ত হইয়া কিয়ৎ ক্ষণ অন্তঃকরণে যার পর নাই ক্লেশ পাইতে লাগিলেন। পরিশেষে অর্ণব পোত হইতে তীরে

উত্তীর্ণ হইলেন; উত্তীর্ণ হইয়া দৃষ্টি পাত করিবা মাত্র, পরম প্রেমাস্পদ প্রাণাধিক প্রিয় পুত্ত্রের মুখাবলোকন করিলেন। দর্শন মাত্র তিনি ত্রস্ত ও চকিত হইয়া উঠিলেন, তাঁহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল, সর্ব্ব শরীর কাঁপিতে লাগিল; তিনি অন্য কোনও ব্যক্তির মুখ দর্শন নিমিত্ত চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিতে লাগিলেন; কিন্তু তখন আর সেরূপ চেষ্টা করা বৃথা। তাঁহার পুত্ত্র তাঁহাকে দেখিবা মাত্র দ্রুত বেগে নিকটে আসিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন, কিন্তু পিতা প্রত্যালিঙ্গনাদি কিছুই না করিয়া স্পন্দহীন ও হতবুদ্ধি হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন; ইহা দেখিয়া পুত্ত্র সাতিশয় বিস্মিত হইলেন এবং পরিশেষে শোক ভরে অভিভূত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎ ক্ষণ পরে শোকাবেগ সংবরণ করিয়া তিনি কহিতে লাগিলেন, পিতঃ! আপনকার মনে কি দুঃখের উদয় হইয়াছে বলুন! এই দীর্ঘ প্রবাসের পর স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া স্বীয় সন্তানের মুখ নিরীক্ষণ করিতে কি আপনি দুঃখিত হইতেছেন? হায়! আমি কি হতভাগ্য! আপনি এখন পর্য্যন্তও আমার প্রতি স্নেহ পূর্ণ ও করুণা ব্যঞ্জক দৃষ্টি পাত করিতেছেন না। পিতঃ! আমি আপনকার কি অপরাধ করিয়াছি বলুন! আইডোমিনিয়স শোকে উত্তরোত্তর অধিকতর অভিভূত হইয়া একটিও কথা কহিতে পারিলেন না; কিয়ৎ ক্ষণ পরে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া উচ্চৈঃ স্বরে কহিতে লাগিলেন, হা বরুণ দেব! আমি বিপদে পড়িয়া আপনাকে প্রসন্ন করিবার আশয়ে কি বিষম প্রতিজ্ঞা পাশে বদ্ধ হইয়াছি! কি অনর্থকর নিয়মেই আপনি আমাকে সেই বিপদ্ হইতে রক্ষা করিয়াছেন! আমি সাতিশয় কাতর বাক্যে প্রার্থনা করিতেছি, আপনি কৃপা করিয়া আমাকে সেই মহাভীষণ অর্ণব তরঙ্গে নিক্ষিপ্ত করুন, তন্মধ্যগত শৈল শিখরে আহত হইয়া আমার কলেবর খণ্ড খণ্ড হইয়া যাউক, কিন্তু আমার পুত্ত্রের জীবন রক্ষা করুন। ইহা কহিয়া আপন তরবারি

বিকোষিত করিয়া তিনি স্বীয় হৃদয়ে প্রবিষ্ট করিতে উদ্যত হইলেন; কিন্তু যাহারা তাঁহার নিকটে দণ্ডায়মান ছিল, তদীয় হস্ত ধারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে সেই উদ্যম হইতে নিবৃত্ত করিল। সফ্রোনিমস নামক এক জন প্রাচীন দৈবজ্ঞও তথায় উপস্থিত ছিলেন, তিনি আইডোমিনিয়সকে কহিতে লাগিলেন, রাজন্! পুত্র নাশ ব্যতিরেকেও বরুণ দেব প্রসাদিত হইবেন। তুমি যে মানসিক করিয়াছ তাহা অত্যন্ত অন্যায্য ও গর্হিত; নিষ্ঠুরাচরণে দেবতারা প্রীত না হইয়া বরং বিরক্তই হইয়া থাকেন। তোমার ঐরূপ মানসিক করা নিতান্ত গর্হিত কর্ম্ম হইয়াছে, এক্ষণে উহার সম্পাদন নিমিত্ত স্বহস্তে পুত্র হত্যা করিয়া তদপেক্ষা অধিকতর গর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইও না। সম্যক্ বিবেচনা করিতে না পারিয়া একটি কুকর্ম্ম করিয়াছ বলিয়াই, তদনুরোধে ঘোরতর কুকর্ম্মান্তরের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হওয়া নিতান্ত যুক্তি বিরুদ্ধ। যদিই তুমি প্রতিজ্ঞার উল্লঙ্ঘনে ভীত হও, বরুণ দেবের পরিতোষার্থ হিম শুভ্র শতসংখ্যক পশু বলিদান দাও, তাঁহার বেদী কুসুমে সুশোভিত কর, ও সুগন্ধি ইন্ধন দ্বারা অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া ধূম মণ্ডলে গগন মণ্ডল আচ্ছন্ন কর, তাহা হইলেই তিনি পরম পরিতুষ্ট হইবেন।

আইডোমিনিয়সের আকার প্রকার দর্শনে বোধ হইতে লাগিল, তিনি নিতান্ত হতাশ হইয়াছেন। তিনি দৈবজ্ঞের বাক্য গুলি শ্রবণ করিলেন, কিন্তু কোনও উত্তর দিলেন না। তাঁহার নয়ন দ্বয় হুতাশনবৎ প্রদীপ্ত ও আকার প্রচণ্ড হইয়া উঠিল, মুখ বর্ণ প্রতিক্ষণ বিকৃত ও মনঃক্লেশে সর্ব্ব শরীর কম্পিত হইতে লাগিল। তাঁহার পুত্র, তদীয় কষ্ট দর্শনে নিতান্ত কাতর হইয়া, তন্নিবারণাশয়ে কহিতে লাগিলেন, পিতঃ! এই আমি আপনকার সম্মুখে রহিয়াছি, বরুণ দেবের প্রসাদনে আর বিলম্ব করিবেন না, অথবা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া তাঁহার কোপানলে পতিত হইবেন না। যদি আমি প্রাণ দিলে আপনকার প্রাণ রক্ষা হয়, আমি অক্লেশে প্রাণ ত্যাগ করিতেছি।

অতএব পিতঃ! আমার প্রাণ সংহার করুন। আপনি কদাচ মনে করিবেন না যে, আপনার পুত্র হইয়া আমি মরণ কালে কাতরতা প্রদর্শন করিব।

শ্রবণ মাত্র আইডোমিনিয়স উন্মত্তপ্রায় হইয়া সহসা স্বীয় তরবারি দ্বারা প্রাণ সম প্রিয় পুত্রের হৃদয় বিদীর্ণ করিলেন। অব্যবহিত পর ক্ষণেই তিনি সেই অস্ত্র আপন বক্ষঃস্থলে প্রবিষ্ট করিবার উদ্যম করিলেন; পার্শ্বস্থ সমস্ত লোক বল পূর্ব্বক হস্ত ধারণ করিয়া তাঁহাকে তাদৃশ বিষম ব্যবসায় হইতে নিরস্ত করিল। যুবক আহত হইবা মাত্র ভূতলে পতিত হইলেন; তাঁহার সর্ব্ব শরীর শোণিতে প্লাবিত হইল, নয়ন দ্বয় মুদ্রিত হইয়া আসিতে লাগিল, তিনি উন্মীলিত করিবার চেষ্টা পাইতে লাগিলেন, কিন্তু আলোক সহ্য করিতে না পারাতে পুনরায় মুদ্রিত হইয়া গেল, আর উন্মীলিত হইল না। রাজ কুমার ছিন্নমূল প্রফুল্ল কমলের ন্যায় ভূতলে পতিত রহিলেন।

পিতা পুত্রশোকে বিহ্বল ও বিচেতনপ্রায় হইয়া, কোথায় আছি, কি করিতেছি, কি কর্ত্তব্য, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া নগরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন, এবং প্রস্থান করিতে করিতে, আমার পুত্র কেমন আছে, কি করিতেছে, সম্মুখ পতিত ব্যক্তিদিগকে বারংবার এই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

এ দিকে, প্রজা গণ রাজ কুমারের প্রাণ বিনাশ দর্শনে যৎপরোনাস্তি কাতর ও রাজার নৃশংস ব্যবহারে অত্যন্ত কুপিত হইয়া তাঁহার সমুচিত দণ্ড বিধানে স্থিরনিশ্চয় হইল। তাহারা ক্রোধ ভরে ক্ষণ কাল মধ্যেই অস্ত্রাদি সংগ্রহ করিল। ক্রীট বাসীরা অত্যন্ত বিজ্ঞ ও বুদ্ধি-জীবী বটে, কিন্তু ঈদৃশ অসম্ভাবিত অন্যায্য প্রকারে রাজ পুত্রের মৃত্যু সঙ্ঘটন দর্শনে, ক্রোধে তাহাদের বুদ্ধি ও বিবেচনা এক বারে বিলুপ্ত হইয়া গেল। ফলতঃ, তাহারা আইডোমিনিয়সকে সিংহাসনের অযোগ্য স্থির করিয়া তাঁহার প্রাতিকূল্যে অভ্যুত্থান করিল। তাঁহারি

বান্ধব গণ তাঁহাকে, এই বিষম বিপদ্ হইতে মুক্ত করিবার উপায়ান্তর না দেখিয়া, অবিলম্বে অর্ণব পোতে লইয়া গেলেন ও পুনর্ব্বার তাঁহার সহিত সাগর পথের পান্থ হইলেন। কিয়ৎ ক্ষণ পরে আইডোমিনিয়-সের উন্মত্ততা অপগত ও বুদ্ধিশক্তি প্রত্যাবৃত্ত হইল; তখন তিনি কৃতজ্ঞতা স্বীকার পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে কহিতে লাগিলেন, বান্ধব গণ! আমি প্রাণ সম প্রিয় পুত্রের শোণিত পাত দ্বারা যে স্থান দূষিত করিয়াছি, আমাকে তথা হইতে আনিয়া তোমরা সদ্বিবেচনার কার্য্য করিয়াছ, আমি কোনও ক্রমেই আর সে স্থানের যোগ্য নহি। অনন্তর তাঁহারা বায়ু বেগ বশে হেস্পীরিয়ার উপকূলে উপনীত হইয়াছেন, এবং এক্ষণে সালেণ্টাইনদিগের দেশে এক অভিনব রাজ্য সংস্থাপন করিতেছেন। এই রূপে ক্রীট দ্বীপের সিংহাসন শূন্য হইলে, ক্রীট বাসীরা স্থির করিল যে, মাইনসের প্রতিষ্ঠিত নিয়মাবলীর প্রকৃত মর্ম্মানুসারে রাজ্য শাসন করিতে পারেন, পরীক্ষা করিয়া এরূপ একটি সর্ব্বাংশে উপযুক্ত পাত্রকে অভিষিক্ত করিতে হইবে। এই অভিপ্রায়ে প্রত্যেক নগরের প্রধান প্রধান নিবাসীরা আহূত হইয়াছেন; পূজা, হোম, বলিদান প্রভৃতি দৈব কার্য্য এই মহৎ ব্যাপারের প্রারম্ভেই আরব্ধ হইয়াছে; প্রশ্ন দ্বারা প্রতিদ্বন্দ্বী দিগের যোগ্যতা পরীক্ষার্থ নিকটস্থ সমস্ত দেশের প্রসিদ্ধ প্রাচীন বিজ্ঞ পণ্ডিত গণ নিমন্ত্রিত হইয়াছেন, এবং বল, বিক্রম, ও সাহস প্রভৃতির পরীক্ষা করণার্থ নানাপ্রকার দ্বন্দ্বযুদ্ধেরও আয়োজন হইয়াছে; কারণ, ক্রীট বাসীরা এই সিদ্ধান্ত স্থির করিয়াছে যে, তাহাদিগের দেশের আধিপত্য একটি পুরস্কার স্বরূপ; যে ব্যক্তি শারীরিক ও মানসিক গুণে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইবেন, তিনিই সেই পুরস্কার পাইবেন। আর প্রতিদ্বন্দ্বী দিগের সংখ্যা বর্দ্ধন দ্বারা জয় লাভ দুরূহ করিবার নিমিত্ত যাবতীয় বিদেশীয় ব্যক্তি বর্গের নিমন্ত্রণ হইয়াছে।

নাসক্রেটিস, এই সমস্ত বিস্ময়কর ব্যাপার বর্ণন করিয়া, আমাদিগকে

প্রতিদ্বন্দ্বী হইবার জন্য বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন ; কহিলেন, তোমরা শীঘ্র আমাদিগের সমাজে উপস্থিত হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, আর বিলম্ব করিও না ; যদি দৈব কৃপায় তোমরা এক জন জয়ী হইতে পার, এই সমৃদ্ধ জনপদের সাম্রাজ্য লাভ করিবে। ইহা কহিয়া তিনি ত্বরিত গমনে চলিয়া গেলেন; আমরাও কেবল তাদৃশ অসাধারণ ব্যাপার দর্শনের নিমিত্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম, জয় লাভের আকাঙ্ক্ষা বা অবশেষে রাজ পদ প্রাপ্তি লালসা এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তেও আমাদের অন্তঃকরণে উদিত হইল না।

ক্ষণ কালের মধ্যে আমরা নিবিড় অরণ্যের মধ্য বর্ত্তী এক অতি প্রশস্ত রঙ্গ ভূমিতে উত্তীর্ণ হইলাম ; দেখিলাম, মধ্য স্থলে যুদ্ধ স্থান প্রস্তুত হইয়াছে, দ্রষ্টৃ বর্গ তাহার চতুঃপার্শ্বে মণ্ডলাকারে উপবিষ্ট হইয়াছেন। ক্রীট বাসীরা আতিথ্য বিষয়ে অন্যান্য জাতির অপেক্ষা সমধিক যত্নশীল ; সুতরাং তাহারা আমাদিগকে সাতিশয় সমাদর পূর্ব্বক আসনে উপবিষ্ট করাইয়া উপস্থিত ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইবার অনুরোধ করিল। বয়োবাহুল্য বশতঃ মেণ্টর অস্বীকার করিলেন, অস্বাস্থ্য প্রযুক্ত হেজেলও অসম্মত হইলেন, কিন্তু আমার যে প্রকার বয়স্ ও শরীরের যেরূপ ওজস্বিতা, তাহাতে আমার আর অস্বীকারের কোনও পথ ছিল না। যাহা হউক, আমি মেণ্টরের অভিপ্রায় জানিবার নিমিত্ত তাঁহার দিকে দৃষ্টি পাত করিয়া বুঝিতে পারিলাম, তিনি সম্মত আছেন ; অতএব আমি প্রস্তাবিত বিষয়ে সম্মতি প্রকাশ করিলাম। তদনুসারে তাহারা, আমার পরিচ্ছদ উন্মোচন পূর্ব্বক সর্ব্বাঙ্গে তৈল মর্দ্দন করিয়া, অন্যান্য যোদ্ধৃ গণের মধ্যে আমাকে উপবিষ্ট করাইল। অনেকানেক ক্রীট বাসীরা আমাকে শৈশবাবস্থায় দেখিয়াছিল ; তাহারা এক্ষণে আমার মুখ দেখিয়া চিনিতে পারিল ; সুতরাং অবিলম্বে প্রচারিত হইয়া উঠিল যে, ইউলিসিসের পুত্র সাম্রাজ্যের প্রার্থী হইয়াছেন।

প্রথমতঃ মল্ল যুদ্ধ আরব্ধ হইল। রোড্‌স দ্বীপ বাসী এক ব্যক্তি যুদ্ধ প্রার্থী ছিলেন। তাঁহার বয়স্ প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসর বোধ হইতে লাগিল; তখন পর্য্যন্তও তাঁহার বল ও বিক্রমের কিছু মাত্র হ্রাস হয় নাই; ফলতঃ, তিনি এক জন বীর পুরুষ মধ্যে পরিগণিত। একে একে সমস্ত যোদ্ধৃ গণ তাঁহার নিকট পরাজিত হইলেন, কেবল আমিই অবশিষ্ট রহিলাম। আমার ন্যায় দুর্ব্বল প্রতিদ্বন্দ্বীর পরাজয় দ্বারা তাঁহার সম্মান লাভ হইবে না এই বিবেচনা করিয়া, ও আমাকে নিতান্ত তরুণবয়স্ক দেখিয়া, তাঁহার হৃদয়ে দয়ার উদ্রেক হওয়াতে তিনি মল্ল ভূমি হইতে চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু আমি যুদ্ধার্থে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। আমরা অবিলম্বে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলাম এবং পরস্পর নানা প্রকার কৌশল প্রকাশ করিতে লাগিলাম; তিনি আমাকে ভূতলে ফেলিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন; আমি তাঁহাকে ভূমিতে ফেলিয়া তাঁহার উপর উঠিয়া বসিলাম; সমস্ত দ্রষ্টৃ বর্গ উচ্চৈঃ স্বরে বলিয়া উঠিল, ইউলিসিস তনয়ের জয়। অনন্তর আমি হাত ধরিয়া তাঁহাকে ভূতল হইতে তুলিলাম, তিনি লজ্জা নম্র মুখে চলিয়া গেলেন।

তদনন্তর মুষ্টি যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এই যুদ্ধ মল্ল যুদ্ধ অপেক্ষা বিলক্ষণ কঠিন। সেমস দ্বীপ বাসী কোনও ধনাঢ্য ব্যক্তির পুত্র যুদ্ধার্থী ছিলেন। তিনি ইতিপূর্ব্বে এ বিষয়ে এরূপ বিখ্যাত হইয়াছিলেন যে, সমস্ত প্রতিদ্বন্দ্বি গণ বিনা যুদ্ধেই তাঁহার নিকট পরাজয় স্বীকার করিলেন, কিন্তু আমি অস্বীকার করিলাম। প্রথমতঃ, তিনি আমার মস্তক ও উদরের উপর এরূপ দৃঢ় মুষ্টি প্রহার করিলেন যে, আমার নাসিকা ও মুখ দ্বারা শোণিত নির্গত হইতে লাগিল; নয়ন যুগল নিবিড় নীহারিকায় আচ্ছন্ন বোধ হইতে লাগিল; মস্তক বিঘূর্ণিত, শরীর নিতান্ত ক্লান্ত, নিশ্বাস রুদ্ধপ্রায় হইয়া উঠিল। এই অবস্থায় আমার প্রতিদ্বন্দ্বী পুনর্ব্বার আক্রমণ করিলেন; আমি পরাভূত হইয়া ভূতলে

পড়িতেছি এমন সময়ে শুনিতে পাইলাম, মেণ্টর বলিতেছেন "অহে ইউলিসিস তনয়! তুমি কি পরাজিত হইবে?" মিত্রের স্বর শ্রবণে আমি অভিনব সাহস ও বল প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় যুদ্ধ করিতে লাগিলাম। কিয়ৎ ক্ষণ তুমুল যুদ্ধ হইল। পরিশেষে অশেষ কৌশলে আমি তাঁহাকে ভূতলে ফেলিলাম এবং পতন মাত্র তাঁহার দিকে হস্ত প্রসারণ করিলাম; কিন্তু তিনি আমার হস্ত গ্রহণে অস্বীকার করিয়া স্বয়ং শোণিতপঙ্কাবৃত শরীরে ভূমি হইতে উঠিলেন। পরাভব লজ্জায় তাঁহাকে মৃতপ্রায় হইতে হইল; তিনি পুনর্যুদ্ধে সাহস করিতে পারিলেন না।

তদনন্তর রথ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। প্রতিদ্বন্দ্বি গণ স্ব স্ব ইচ্ছানুসারে রথ মনোনীত করিয়া লইতে পারিল না, যাহার ভাগ্যে যাহা পড়িল তাহাকে তাহাই লইতে হইল। ঘটনা ক্রমে অত্যন্ত অপকৃষ্ট রথই আমার ভাগ্যে পড়িল। আমরা কয়েক জন আরূঢ় হইয়া আপন আপন রথ চালাইতে লাগিলাম। সকলেরই রথ অত্যন্ত বেগে ধাবমান হইল, কিন্তু আমি তাদৃশ বেগ না দিয়া তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। কিয়ৎ দূর গমন করিয়া সকলেরই অশ্ব নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িল। এই সময়ে আমি আপন অশ্ব দিগকে সম্পূর্ণ বেগে চালাইতে লাগিলাম এবং সর্ব্বাগ্রে নির্ণীত স্থানে উপস্থিত হইলাম। ইহা দেখিয়া সমস্ত দ্রষ্ট্র বর্গ পুনর্ব্বার এই বলিয়া উচ্চৈর্ধ্বনি করিয়া উঠিল, ইউলিসিস তনয়ের জয়! এই ব্যক্তিকেই দেবতারা আমাদিগের রাজ্যেশ্বর স্থির করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন।

তদনন্তর অতি প্রসিদ্ধ প্রাচীন ও পূজনীয় ক্রীট বাসি গণ আমাদিগকে এক কাননের মধ্যে লইয়া গেলেন। ঐ কানন বহুকালাবধি অতি যত্নে রক্ষিত হইয়া আসিতেছে; উহা কখনও কোনও ধর্ম্ম দ্বেষী ইতর জনের পদ স্পর্শে দূষিত হয় নাই। প্রতিষ্ঠিত নিয়ম সমূহ যথাবৎ প্রতিপালিত হইবে ও প্রজা গণের পক্ষে সকল বিষয়ে যথার্থ বিচার

হইবে, এই উদ্দেশে মহাত্মা মাইনস যে কতিপয় পরম প্রাজ্ঞ ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা আসিয়া আমাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তথায় এক সভা হইল, কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বি গণ ব্যতিরেকে আর কোনও ব্যক্তি ঐ সভায় প্রবেশ করিতে পাইল না। প্রাজ্ঞেরা আসনে উপবিষ্ট হইলেন। তাঁহারা অতি প্রাচীন; তাঁহাদের আকারে অব্যাহত বুদ্ধিশক্তি ও প্রদীপ্ত জ্ঞানালোকের সম্পূর্ণ লক্ষণ লক্ষিত হইতে লাগিল। ফলতঃ, তাঁহাদের মূর্ত্তি দেখিয়া আমার হৃদয়ে প্রগাঢ় ভক্তির আবির্ভাব হইল। তাঁহারা অত্যল্প কথা কহিলেন, কিন্তু যাহা বলিলেন, সবিশেষ পর্য্যালোচনা না করিয়া সেরূপ বলিতে পারা যায় না। যখন তাঁহাদের পরস্পরের মত বিভিন্ন হইতে লাগিল, তাঁহারা এরূপে স্ব স্ব পক্ষের রক্ষা করিতে লাগিলেন যে, তাঁহাদের মধ্যে মত বৈষম্য ঘটিয়াছে বলিয়া কেহ বুঝিতে পারিল না। ভূয়সী অভিজ্ঞতা ও সাভিনিবেশ পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা তাঁহাদের সূক্ষ্ম বিবেক-শক্তি ও বিপুল জ্ঞান জন্মিয়াছিল; দুর্দ্দান্ত ভোগাভিলাষের ঔদ্ধত্য বহুকালাবধি তাঁহাদিগের চিত্ত ভূমি হইতে অপসারিত হইয়াছিল, সুতরাং অসামান্য প্রশান্তচিত্ততাই তাঁহাদের তাদৃশ বিবেকশক্তির প্রধান কারণ। তাঁহাদের কার্য্য মাত্রেরই উদ্দেশ্য জ্ঞান; আর অবিচ্ছিন্ন ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা তাঁহাদের কুপ্রবৃত্তি সকল এরূপ নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল যে, জ্ঞানামৃত পানে মগ্ন থাকিয়া তাঁহারা অবিরত বিশুদ্ধ আনন্দ অনুভব করিতেন। আমি কিয়ৎ ক্ষণ তাঁহাদিগকে বিস্ময় স্তিমিত নয়নে নিরীক্ষণ করিলাম এবং, সহসা যৌবন কাল অতিক্রম করিয়া এক বারেই তাদৃশ অভিলষণীয় বৃদ্ধাবস্থায় উপস্থিত হই, এই বাসনা আমার অন্তঃকরণে উদিত হইল; কারণ আমি বিবেচনা করিয়া দেখিলাম, যৌবনাবস্থা মনুষ্যের অশেষ অনর্থ ও অসুখের আস্পদ। যুবা ব্যক্তিরা দুর্দান্ত ভোগাভিলাষের নিতান্ত পরতন্ত্র হইয়া অনায়াসেই ধর্ম্ম মার্গ অতিক্রম করে।

সভাপতি এক প্রকাণ্ড পুস্তক উদ্ঘাটিত করিলেন; উহাতে মাইনসের সমস্ত নীতি শাস্ত্র লিখিত আছে। উহা সুগন্ধি দ্রব্য পূর্ণ সুবর্ণপেটকে অতি যত্নে নিবদ্ধ থাকে। পুস্তক বহির্গত হইবা মাত্র, প্রাজ্ঞেরা প্রগাঢ় ভক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক প্রণাম করিয়া কহিতে লাগিলেন, যে সকল নিয়ম দ্বারা জ্ঞান, ধর্ম্ম ও সুখের বৃদ্ধি হয়, তাহাদের তুল্য পবিত্র ঐহিক পদার্থ আর কিছুই নাই। যাঁহারা অন্যান্য লোকের শাসনার্থে এই সকল নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিয়া থাকেন, তাঁহাদের নিজেও সেই সকল নিয়ম দ্বারা শাসিত হওয়া আবশ্যক; কারণ ব্যক্তি বিশেষে শাসন কর্ত্তা না হইয়া, তৎ তৎ নিয়মেরই শাসন-কর্ত্তৃত্ব থাকা উচিত। প্রাচীন প্রাজ্ঞ মণ্ডলী এই রূপে আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। তদনন্তর সভাপতি তিনটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন এবং কহিয়া দিলেন মাইনসের অভিপ্রায়ানুসারে ঐ সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে।

প্রথম প্রশ্ন এই; সম্পূর্ণ স্বাধীন কে? এক ব্যক্তি বলিল, যে রাজার অপ্রতিহত প্রভুশক্তি আছে, ও যিনি স্বীয় সমস্ত অরি কুল পরাজিত করিয়া অখণ্ড ভূমণ্ডলে একাধিপত্য বিস্তার করিয়াছেন, তিনিই সম্পূর্ণ স্বাধীন। আর এক জন বলিল, যাহার এরূপ ধন আছে যে, যাহা ইচ্ছা ক্রয় করিতে পারে, সেই সম্পূর্ণ স্বাধীন। কোনও ব্যক্তি বলিল, যে বিবাহ করে নাই এবং কোনও রাজার শাসনাধীন না হইয়া চির কাল দেশ ভ্রমণ করে, সেই সম্পূর্ণ স্বাধীন। কেহ কেহ বলিল, যে পুলিন্দ মৃগয়া দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করত নর-সমাজের সহিত কোনও সংস্রব বা মানব জাতির প্রয়োজনোপযোগী কোনও পদার্থে অভিলাষ না রাখিয়া অরণ্যে বাস করে, সেই সম্পূর্ণ স্বাধীন। অন্যেরা বলিল, যে দাস অল্প ক্ষণ মাত্র দাসত্ব শৃঙ্খল হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছে, সেই সম্পূর্ণ স্বাধীন; কারণ দীর্ঘকালীন দাসত্ব যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হওয়াতে, স্বাধীনতা যে কত মধুর তাহা তখনই

সে বিলক্ষণ অনুভব করিতে পারে। অপরেরা বলিল, যাহার মৃত্যু আসন্ন হইয়াছে, সেই ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা স্বাধীন; কারণ মৃত্যুই সকল শৃঙ্খলের ভেদ করিয়া দেয় ও মৃত ব্যক্তির উপর কাহারও কোনও ক্ষমতা চলে না।

এই রূপে সকলে উত্তর প্রদান করিলে পর, আমি বলিলাম, দাসত্ব অবস্থাতেও যাহার স্বাধীনতার বিলোপ না হয়, সেই সর্ব্বাপেক্ষা স্বাধীন। যে ব্যক্তি দেবতা দিগকে ভয় করে এবং তদ্ব্যতিরেকে আর কাহা হইতেও ভীত না হয়, কেবল সেই ব্যক্তি সকল অবস্থায় স্বাধীন। ফলতঃ, যে ব্যক্তি ভয় ও বাসনার বশীভূত না হইয়া কেবল বিবেক শক্তির ও দেব ভক্তির অধীন হইয়া চলে, সেই ব্যক্তি যথার্থ স্বাধীন। প্রাচীনেরা আমার উত্তর শ্রবণে প্রীত হইয়া সস্মিত বদনে পরস্পরের দিকে দৃষ্টি পাত করিতে লাগিলেন এবং মাইনসের উত্তরের সহিত আমার উত্তরের একবাক্যতা হইল দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন।

দ্বিতীয় প্রশ্ন এই; কোন্ ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা অসুখী? যাহার মনে যাহা উদিত হইল, সে সেইরূপ উত্তর দিল। এক জন বলিল, যাহার ধন, স্বাস্থ্য, ও সুখ্যাতি নাই, সেই সর্ব্বাপেক্ষা অসুখী। আর এক জন বলিল, সংসারে যাহার বন্ধু নাই, সেই সর্ব্বাপেক্ষা অসুখী। কেহ কেহ বলিল, যাহার সন্তান গণ ভ্রষ্টাচার ও কৃতঘ্ন হইয়া উঠে, তাহার অপেক্ষা অসুখী আর কেহই হইতে পারে না। লেসবস নিবাসী এক অতি বিখ্যাত প্রাজ্ঞ বলিলেন, যে ব্যক্তি আপনাকে অসুখী জ্ঞান করে, সেই সর্ব্বাপেক্ষা অসুখী; কারণ সুখ ও অসুখ মনের ধর্ম্ম; অসহিষ্ণুতাতে যাদৃশ অসুখ জন্মে, বাস্তবিক দুরবস্থাতেও কদাচ সেরূপ হয় না। অশুভ ঘটনার স্বাভাবিকী অসুখোৎপাদিকা শক্তি নাই, যাহার পক্ষে অশুভ ঘটে, সেই ব্যক্তির মনের গতি ও অবস্থা বিশেষই অশুভ ঘটনার তাদৃশ শক্তি উৎপাদন করে। এই উত্তর শ্রবণ মাত্র সকলে উচ্চৈঃ স্বরে তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া উঠিল এবং বিবেচনা

করিল, এই প্রশ্নে ঐ ব্যক্তিই জয়ী হইলেন। কিন্তু আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে আমি কহিলাম, যে রাজা মনে করেন যে অন্যান্য লোককে অসুখী করিলেই আপনি সুখী হইতে পারিবেন, তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা অসুখী। অনভিজ্ঞতা দ্বারা তাঁহার অসুখের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে থাকে। কারণ কি নিমিত্তে অসুখ জন্মিতেছে তাহা তিনি বুঝিতে পারেন না; সুতরাং সেই অসুখের কোনও প্রতিবিধানও হয় না; বাস্তবিক, তিনি অসুখের কারণ অবগত হইতে ভীত হন, এবং মিথ্যা বাদী প্রতারক চাটুকার গণে সতত পরিবেষ্টিত থাকেন, তাহারা তাঁহাকে কোনও বিষয়ের যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইতে দেয় না। তিনি দাসবৎ আপন ভোগাভিলাষের পরিতোষ সম্পাদনে সতত রত হইয়া স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্মে একান্ত পরাঙ্মুখ ও হিতানুষ্ঠান জনিত সুখের আস্বাদনে চির কাল বঞ্চিত থাকেন, এবং ধর্ম্মের আশ্রয় লইলে যে অনিব্বচনীয় সুখ লাভ হয়, তাহা কখনও তাঁহার হৃদয়ে উদ্বুদ্ধ হয় না। তিনি বিষম অসুখে কাল ক্ষেপ করেন বটে, কিন্তু সেই অসুখ তাঁহার উপযুক্ত দণ্ড। তাঁহার মনঃপীড়ার ইয়ত্তা থাকে না, উহা ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেই থাকে। পরিশেষে অধোগতি প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে চির কাল নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। এই কথা শুনিয়া প্রাজ্ঞেরা কহিলেন যে, আমি মাইনসের যথার্থ অভিপ্রায়ানুরূপ উত্তর দিয়াছি, অতএব আমি জয়ী হইলাম।

তৃতীয় প্রশ্ন এই; রণ পণ্ডিত ও বিজিগীষু, অথবা রণকৌশলানভিজ্ঞ কিন্তু শান্তশীল ও রাজ কার্য্য দক্ষ, এই দুই প্রকারের মধ্যে কোন্ রাজা উত্তম? অধিকাংশ ব্যক্তি বলিল, বিজিগীষু রাজা উত্তম। তাহারা এই কারণ দর্শাইল, যে, রাজা সমর কালে স্বদেশ রক্ষায় অসমর্থ হইলে, তাঁহার রাজ কার্য্য নৈপুণ্য ফলোপধায়ক হয় না; তাঁহার প্রভুশক্তি এক কালে বিলুপ্ত হইয়া যায়; প্রজা গণ শত্রু হস্তে পতিত হয়। কোনও কোনও ব্যক্তি বলিল, শান্তশীল রাজা উত্তম; কারণ যেমন

তিনি রণে ভীত হইবেন, তেমনই যাহাতে সমরানল প্রজ্বলিত হইতে না পায় তদ্বিষয়েও সাতিশয় সাবধান থাকিবেন। কেহ কেহ এই উত্তরের প্রত্যুত্তর প্রদান করিল, দেখ, বিজিগীষু নরপতি বিপক্ষ জয় দ্বারা যে কেবল স্বীয় যশোবৃদ্ধি করেন এমন নহে, তাঁহার প্রজা গণও দিগ্বিজয় দ্বারা দিগন্ত ব্যাপিনী কীর্ত্তি স্থাপন করে; কিন্তু শান্তশীল রাজার প্রজা গণ নিশ্চিন্ত ও নিরাপদ্ হইয়া বাস করিতে করিতে পরিশেষে অত্যন্ত অলস, ভীরুস্বভাব, ও কাপুরুষ হইয়া উঠে। তদনন্তর আমার মত জিজ্ঞাসা করাতে আমি বলিতে আরম্ভ করিলাম। শান্তি কালে সুপ্রণালীতে রাজ কার্য্য নির্ব্বাহে নৈপুণ্য ও সমর কালে অপ্রধৃষ্য ভাবে রণ কৌশল প্রদর্শন, রাজার এই উভয় গুণ সম্পন্ন হওয়া অত্যন্ত আবশ্যক। যিনি এই উভয়ের একতর গুণে বিহীন, তিনি প্রকৃত রাজার অর্দ্ধাংশ মাত্র; কিন্তু যিনি শান্তি কালে রাজ কার্য্য নির্ব্বাহে সম্যক্ প্রবীণ, অথচ স্বয়ং রণপণ্ডিত না হইয়াও সংগ্রাম কালে উপযুক্ত সেনাপতি দ্বারা স্বীয় রাজ্যের রক্ষা কার্য্য সমাধান করিতে পারেন, তাদৃশ রাজা, আমার মতে, নিরবচ্ছিন্ন রণ-পণ্ডিত রাজার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। রণপণ্ডিত রাজা দিগ্বিজয় বাসনার বশ বর্ত্তী হইয়া সর্ব্বদাই সংগ্রাম ব্যাপারে লিপ্ত থাকেন এবং তদ্দ্বারা নিজ প্রজা গণের উচ্ছেদ সাধন করেন। তিনি যে জাতির রাজা, যদি সেই জাতিকে তদীয় বিজিগীষা নিবন্ধন অশেষবিধ ক্লেশ ভোগ করিতে হয়, তিনি যত রাজ্য জয় করুন না কেন, তাহাতে তাহাদের কোনও উপকার বা ইষ্টাপত্তি নাই। সমরানল বহু কাল প্রজ্বলিত থাকিলে রাজ্যে নানা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয় এবং সেনাপতি ও সৈনিক পুরুষ দিগের চরিত্র কলুষিত হইয়া উঠে। দেখ, ট্রয় নগরের পরাজয় করিতে গিয়া গ্রীস দেশের কত দুরবস্থা ঘটিয়াছে; তদন্তঃ-পাতী প্রায় সমস্ত রাজ্য ক্রমাগত দশ বৎসর কাল রাজ শূন্য থাকিয়া কিরূপ বিশৃঙ্খল হইয়া উঠিয়াছে। আর যে দেশে যখন সমরানল

প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, সে দেশে সর্ব্ব প্রকারে, দুরবস্থার একশেষ ঘটে। রাজ শাসন, কৃষি, বাণিজ্য, বিদ্যানুশীলন প্রভৃতির এক কালে লোপাপত্তি হইয়া উঠে; যে দেশের রাজা দিগ্বিজয় প্রিয়, সেই দেশের লোক দিগকে অবশ্যই তাঁহার দুরাকাঙ্ক্ষা নিবন্ধন অশেষবিধ ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। কোনও রাজ্যের জয় কার্য্য সমাধান হইলে জেতা ও বিজিত উভয়েরই প্রায় সমান সর্ব্বনাশ হয়, কেবল রাজা, বিজয়ী হইলাম এই ভাবিয়া অভিমানে উন্মত্ত হন। সেই রাজা রাজ্য শাসন কার্য্যে একান্ত অনভিজ্ঞ, সুতরাং যুদ্ধে জয়ী হইয়াও সেই জয় দ্বারা সাধারণের কোন উপকার করিতে পারেন না। বাস্তবিক, তাদৃশ রাজা প্রজা গণের সুখ সমৃদ্ধি সংবর্দ্ধনের নিমিত্ত জন্ম গ্রহণ করেন না, ভূমণ্ডলে কেবল বিশৃঙ্খলা, অত্যাচার, ও অনর্থ পাত ঘটাইবার নিমিত্তই তাঁহার জন্ম হয়।

ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, শান্তশীল রাজা দিগ্বিজয় ব্যাপারে সমর্থ বা অভিজ্ঞ নহেন, অর্থাৎ যে সকল জাতির সহিত তাঁহার কোনও সংস্রব বা যাহাদের উপর কোনও প্রকার অধিকার নাই, সেই সেই জাতির উপর আধিপত্য বিস্তার করিবার নিমিত্ত সর্ব্বদা অস্থির, বিবাদ পরায়ণ, ও রণোন্মত্ত হইয়া আপন প্রজা দিগকে তত ক্লেশ প্রদান করেন না। কিন্তু যদি তিনি ন্যায়পরায়ণ ও রাজ্য শাসন কার্য্যে সম্যক্ পারদর্শী হন, তাহা হইলে, তদীয় প্রজা দিগকে কখনও বিপক্ষের আক্রমণ নিবন্ধন উৎপাত গ্রস্ত হইতে হয় না। তদীয় অবিচলিত ন্যায়পরতা, মিতাকাঙ্ক্ষিতা, অপক্ষপাতিতা প্রভৃতি গুণ দর্শনে সকলেই তাঁহার প্রতি প্রীতি ও ভক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকেন, সকলেই তাঁহার মৈত্রী শৃঙ্খলে বদ্ধ হন; তিনিও যাহাতে সেই মৈত্রীর উচ্ছেদ বা ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে, কদাচ তাদৃশ আচরণ করেন না, এবং যে অঙ্গীকার করেন প্রাণান্তেও তৎপ্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হন না; এই সমস্ত কারণে তিনি প্রতিবেশী নৃপতি দিগের

বিশ্বাস ভূমি, প্রণয়াস্পদ, ও ভক্তি ভাজন হইয়া কাল যাপন করেন। তাঁহাদিগের মধ্যে পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হইলে তিনি মধ্যস্থ হইয়া বিবাদ ভঞ্জন করিয়া দেন, কেহই তাঁহার মীমাংসায় অসন্তোষ প্রদর্শন করেন না। যদি কখনও কোনও দুর্বৃত্ত নরপতি দুরাকাঙ্ক্ষার বশ বর্ত্তী হইয়া তদীয় অধিকার আক্রমণ করেন, তদীয় মিত্রভাব বদ্ধ নৃপতি গণ সমবেত হইয়া সাহায্য দান দ্বারা সেই আক্রমণের নিবারণ ও সেই দুরাকাঙ্ক্ষ নরপতিকে সাধারণের শত্রু জ্ঞান করিয়া যথোচিত প্রতিফল প্রদান করেন। তিনি ন্যায় পরায়ণ ও রাজ্য শাসন কার্য্যে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ ও বিলক্ষণ পারদর্শী, অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজা পালন করেন, যাহাতে তাহাদেব সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি, সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে অনুরাগ, ও অসৎ প্রবৃত্তি পরিহার হয় তদ্বিষয়ে নিরন্তর ব্যাপৃত থাকেন, এজন্য তাঁহার নিজ প্রজা গণ তাঁহার প্রতি পিতৃ ভক্তি প্রদর্শন করে। ফলতঃ, যে রাজার শাসন গুণে রাজ্যের যাবতীয় লোক সুখে ও স্বচ্ছন্দে কাল যাপন করে, তাঁহারই রাজ সিংহাসনে অধিরোহণ করা সার্থক, এবং তাদৃশ ব্যক্তিরই রাজ শব্দে উল্লিখিত হওয়া উচিত। যদিও তিনি নিজে আবশ্যক সময়ে সমর ব্যাপারে অপারক হন, নিযুক্ত সেনাপতি গণ দ্বারা অনায়াসে তাহার সম্যক্ সমাধান হইতে পারে। তিনি রাগ দ্বেষ বিবর্জ্জিত, এজন্য যথার্থ উপযুক্ত ব্যক্তি দিগকেই নিযুক্ত করিবেন; সুতরাং, তাঁহার নিযোজিত সেনাপতিরা প্রকৃত রূপে কার্য্য করিতে সমর্থ হইবেন, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। অতএব তাদৃশ নৃপতির সমর ব্যাপারে অনভিজ্ঞতা রূপ যে ন্যূনতা থাকে, অনায়াসেই তাহার পরিহার হইতে পারে। এই সমস্ত হেতু বশতঃ আমার মতে শান্তশীল রাজা বিজিগীষু রাজার অপেক্ষা সর্ব্বতোভাবে উৎকৃষ্ট।

আমার উত্তর শ্রবণ করিয়া অনেকেই অসন্তোষ প্রদর্শন করিলেন। আমি তাহাতে আশ্চর্য্য বোধ করিলাম না, কারণ সাধারণ লোকে

গণ! তোমরা আমাকে যে পদ প্রদান করিতেছ, আমি তাহার উপযুক্ত নহি ; তোমরা যে দেব বাণী শ্রবণ করিয়াছ, তাহার মর্ম্ম এই বটে যে, যৎকালে কোনও বিদেশীয় ব্যক্তি আসিয়া মাইনসের প্রতিষ্ঠিত রাজ নীতি প্রবর্ত্তিত করিবে, সেই সময় অবধি তদ্বংশীয়েরা রাজ্য ভ্রষ্ট হইবেন ; কিন্তু তাহার এরূপ তাৎপর্য্য নহে যে, ঐ বিদেশীয় ব্যক্তিই রাজ্যে অভিষিক্ত হইবে। আমি যে সেই দেব বাণী প্রোক্ত বৈদেশিক ও আমার আগমনে যে সেই দেব বাণীর সার্থকতা সম্পন্ন হইল, তদ্বিষয়ে আমার সম্পূর্ণ প্রত্যয় জন্মিয়াছে। বিধি নির্ব্বন্ধ বশতঃ আমি এই দ্বীপে উপনীত হইয়া মাইনসের প্রতিষ্ঠিত নীতি শাস্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছি ; অভিলাষ করি, তোমাদিগের মনোনীত ব্যক্তি সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া ঐ নীতি শাস্ত্রের মর্ম্মানুসারে রাজ কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। ক্রীট দ্বীপ সুশোভিত, অতি সমৃদ্ধ, ও পরম রমণীয় বটে ; উহার সহিত তুলনা করিলে ইথাকা অতি সামান্য দ্বীপ মাত্র, কিন্তু উহা আমার জন্ম ভূমি, আমি প্রাণান্তেও জন্ম ভূমির মমতা পরিত্যাগ করিতে পারিব না। বিধাতার নির্ব্বন্ধ কে খণ্ডিতে পারে ? আমার যে যে স্থানে ভ্রমণ করা নির্ণীত হইয়া আছে, তাহার অন্যথা করা কাহার সাধ্য ? অতএব তোমরা আমায় রাজ্য ভার গ্রহণের অনুরোধ করিও না। আমি তোমাদিগের যুদ্ধাদিতে প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়াছিলাম বটে, কিন্তু রাজ্য লোভে আক্রান্ত হইয়া তদ্বিষয়ে প্রবৃত্ত হই নাই। যুদ্ধে জয়ী হইলে তোমরা আমার প্রতি সমাদর ও দয়া প্রকাশ করিবে এবং যাহাতে আমি পুনরায় জনক জননী ও জন্ম ভূমি দর্শন করিতে পারি তদ্বিষয়ে সবিশেষ সাহায্য দান করিবে, কেবল এই প্রত্যাশায় আমি প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়াছিলাম। আমি অধিক আর কি বলিব, পিতা মাতার শুশ্রূষা করিতে পাইলে আমি অখণ্ড ভূমণ্ডলের সাম্রাজ্য পদ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে কাতর নহি। হে ক্রীট বাসি গণ ! আমি আমার মনের কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর।

আমি তোমাদিগকে অগত্যা পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছি; কিন্তু আমি কখনও তোমাদিগের নিকট কৃতজ্ঞতা ঋণ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিব না। যত দিন দেহে জীবন সম্বন্ধ থাকিবে, তোমাদিগকে সস্নেহ হৃদয়ে স্মরণ করিব, তোমাদের হিতানুধ্যান ও হিতানুষ্ঠান বাসনা অনুক্ষণ আমার হৃদয়ে জাগরূক থাকিবে।

আমার বাক্য সমাপ্ত না হইতেই বাত্যাহত তরঙ্গ ধ্বনির ন্যায় চতুর্দ্দিক্ হইতে গভীর কল কল শব্দ উত্থিত হইল। কেহ কেহ সন্দেহ করিতে লাগিল যে, আমি দেবতা, মানব রূপ ধারণ করিয়া আসিয়াছি। কেহ কেহ বলিতে লাগিল, না আমরা উহাকে চিনি, উহার নাম টেলিমেকস, উহাকে অন্যান্য দেশেও দেখিয়াছি; আর অনেকে বলিতে লাগিল, উহাকে বল পূর্ব্বক সিংহাসনে সন্নিবেশিত করিতে হইবে। এইরূপ বহুবিধ কথোপকথন শুনিয়া আমি পুনরায় ইঙ্গিত করিয়া জানাইলাম, যে, আমার আরও কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। প্রজা গণ তৎক্ষণাৎ নিস্তব্ধ হইল এবং এই মনে করিতে লাগিল যে, এই বার আমি রাজ্য ভার গ্রহণে সম্মতি প্রকাশ করিব। আমি কহিতে লাগিলাম, হে ক্রীট বাসি গণ! আমি তোমাদিগকে অকপট হৃদয়ে মনের কথা কহিতেছি। পৃথিবীতে যত জাতি আছে, আমি তোমাদিগকে সেই সকল অপেক্ষা অধিকতর জ্ঞানী বিবেচনা করি; কিন্তু একটি বিষয়ে বিলক্ষণ ত্রুটি দেখিতেছি; যে ব্যক্তি তোমাদের রাজ নিয়ম অবগত মাত্র হইয়াছে, তাহাকে রাজ পদে প্রতিষ্ঠিত করা কোনও ক্রমেই যুক্তি সিদ্ধ নহে; যে ব্যক্তি স্থির চিত্তে ঐ সমস্ত নিয়মের অভ্যাস করিয়াছে, তাহাকেই তাদৃশ দুরূহ কার্য্যে নিযোজিত করা কর্ত্তব্য। আমি অদ্যাপি অপরিণতবয়স্ক বালক, আমার কোনও বিষয়ে অভিজ্ঞতা জন্মে নাই; উদ্দাম ইন্দ্রিয়গণের পরতন্ত্র হইয়া কার্য্য করিয়া থাকি; এই আমার গুরূপদেশের সময়, রাজ্য ভার গ্রহণে আমি অদ্যাপি সমর্থ হইতে পারি নাই। কোনও ব্যক্তি বুদ্ধি ও বলে

সকল বিষয়ে ধূম ধাম দেখিলেই প্রীত হইয়া থাকে। বিজিগীষু রাজা দিগ্বিজয় ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়া বিজয়ী হইলে, লোকে যে পরিমাণে তাঁহাকে প্রশংসা ও সাধুবাদ প্রদান করিয়া থাকে, শান্তশীল রাজা রাজ্য শাসনে ও প্রজা পালনে সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইয়া কদাচ তদনুরূপ প্রশংসা ও সাধুবাদ লাভ করিতে পারেন না। যাহা হউক, প্রাজ্ঞেরা বলিলেন, আমি যাহা কহিলাম, মাইনসের অভিপ্রায়ের সহিত তাহার সম্পূর্ণ ঐক্য হইয়াছে। সভাপতি কহিলেন, অদ্য আপলো দেবের অভিপ্রায় সম্পন্ন হইল। মাইনস তাঁহার নিকট এই জানিবার প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, আমি যে বিধি প্রতিষ্ঠিত করিলাম, আমার সন্তান পরম্পরা কত কাল তদনুসারে রাজ্য শাসন করিবে? তাহাতে তিনি এই উত্তর পাইয়াছিলেন যে, যখন কোনও বৈদেশিক তোমার প্রতিষ্ঠিত বিধির প্রকৃত তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়া ঐ বিধির আধিপত্য স্থাপন করিবে, তখন তোমার বংশের রাজ্যাধিকার নিবৃত্ত হইবে। আমরা মনে করিয়াছিলাম, কোনও দেশান্তরীয় দুর্বৃত্ত নরপতি আমাদের এই দ্বীপের জয় ও অধিকার করিবে; কিন্তু ইউলিসিসের পরম প্রাজ্ঞ পুত্র ঐ দেব বাণীর যথার্থ অর্থোদ্ভেদ করিয়া আমাদিগের অন্তঃকরণ হইতে সেই বিষম আশঙ্কার সম্পূর্ণ নিরাকরণ করিয়াছেন। এক্ষণে আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই, ত্বরায় তাঁহাকে অভিষিক্ত ও সিংহাসনে সন্নিবেশিত করা যাউক।

টেলিমেকস।

ষষ্ঠ সর্গ।

পরীক্ষা কার্য্য সমাপিত হইলে, প্রাজ্ঞেরা অবিলম্বে কানন হইতে চলিয়া গেলেন। প্রধান প্রাজ্ঞ হস্ত ধারণ পূর্ব্বক আমাকে সমবেত প্রজা গণ সমক্ষে লইয়া গিয়া কহিলেন, ইনিই সকল বিষয়ে জয়ী হইয়াছেন, অতএব ইঁহাকেই সিংহাসনে সন্নিবেশন রূপ পুরস্কার প্রদান করা যাইবে। এই বাক্য উচ্চারিত হইবা মাত্র চতুর্দ্দিকে তুমুল কোলাহল উত্থিত হইল। সকলে উচ্চৈঃ স্বরে কহিতে লাগিল, ইউলিসিসের তনয় দ্বিতীয় মাইনস, ইনিই আমাদের রাজা হউন। এই বাক্য নিকট বর্ত্তী পর্ব্বতে অভিহত হইয়া প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

আমি কিয়ৎ ক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলাম; অনন্তর ইঙ্গিত দ্বারা ব্যক্ত করিলাম যে, আমার কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। এই সময়ে মেণ্টর আমার নিকটে আসিয়া মৃদু স্বরে কহিতে লাগিলেন, টেলিমেকস! তুমি কি এ জন্মের মত স্বদেশ পরিত্যাগ করিবে? রাজ্য লোভ কি তোমার হৃদয় হইতে জন্ম ভূমির ও জনক জননীর স্নেহকে এক বারেই অপসারিত করিবে? তাঁহারা তোমার দর্শনোৎ-সুক হইয়া অহোরাত্র হাহাকার করিতেছেন। ইহা শুনিয়া আমার অন্তঃকরণ স্নেহ রসে উচ্ছলিত হইয়া উঠিল এবং রাজ্য লোভ এক বারে অন্তরিত হইয়া গেল। ইতিমধ্যে সমস্ত শ্রোতৃ বর্গ নিস্পন্দ ও নিস্তব্ধ হইল। আমি তাহাদিগকে কহিতে লাগিলাম, হে ক্রীট বাসি

জয়ী হইলেই তাঁহার হস্তে রাজ্যের ভার সমর্পণ করা উচিত নহে; সেই ব্যক্তি স্বীয় ইন্দ্রিয় গণের জয় করিয়াছেন কি না, তদ্বিষয়ে সবিশেষ অনুসন্ধান করা আবশ্যক। যাঁহার হৃদয় পটে মাইনসের সমস্ত নীতি শাস্ত্র লিখিত হইয়াছে এবং কার্য্য দ্বারা যিনি তদন্তর্গত প্রত্যেক উপদেশ বাক্যের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছেন, তাঁহাকেই রাজ পদে প্রতিষ্ঠিত কর। ফলতঃ, তিনি যাহা মুখে বলেন তাহা না শুনিয়া, যে সকল কার্য্য করিয়াছেন তাহা দেখিয়া তাঁহাকে মনোনীত কর।

প্রাজ্ঞেরা আমার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সাতিশয় প্রীত হইলেন এবং কিয়ৎ ক্ষণ অভিনিবেশ পূর্ব্বক বিবেচনা করিয়া কহিতে লাগিলেন, টেলিমেকস! তুমি যে রাজ্য ভার গ্রহণ করিবে তদ্বিষয়ে আমাদের আর আশা নাই, তবে যাহাতে আমরা উৎকৃষ্ট রাজার হস্তে রাজ্য ভার ন্যস্ত করিতে পারি, এক্ষণে তদ্বিষয়ে সহায়তা কর। এ দেশে রাজ শক্তি পরিচ্ছিন্ন; যিনি সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া ঐরূপ ক্ষমতাতে সন্তুষ্ট হইয়া থাকিবেন, তাদৃশ কোনও মহানুভাব ব্যক্তিকে নিরূপিত করিয়া দাও।

আমি বলিলাম, আমার পরিচিত সর্ব্বগুণালঙ্কৃত এক মহানুভাব ব্যক্তি আছেন। আমাতে যে কোনও গুণ আছে, তাহা আমি তাঁহার নিকটেই প্রাপ্ত হইয়াছি, আর যে সকল বাক্য আমার মুখ হইতে নির্গত হইয়াছে, তৎসমুদায় তাঁহারই জ্ঞানরত্নাকর হইতে উদ্ধৃত। আমার বাক্য সমাপ্ত না হইতেই, মেণ্টরের উপর সকলের নেত্রপতিত হইল। আমি হস্ত ধারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে তাহাদিগের সম্মুখে উপনীত করিলাম এবং, তিনি যে প্রকারে আমাকে শৈশবাবস্থায় রক্ষা করিয়াছিলেন, যে সকল বিপদ্ হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন, ও তদীয় উপদেশে অবহেলা করিয়া আমার যে সকল দুর্দশা ও দুর্দৈব ঘটিয়াছিল, তৎসমুদায় সবিস্তর বর্ণন করিলাম। মেণ্টর স্বভাবতঃ নম্রপ্রকৃতি ও মিত ভাষী, তাঁহার পরিচ্ছদও অতি সামান্যরূপ, সুতরাং জনতা

মধ্যে তিনি এ পর্য্যন্ত অলক্ষিতপ্রায় দণ্ডায়মান ছিলেন, এক্ষণে তিনি সকলের সবিশেষ লক্ষ্য হইয়া উঠিয়াছেন দেখিবা মাত্র তদীয় মুখ মণ্ডলে অনির্ব্বচনীয় দৃঢ়তা ও গম্ভীরতা, নয়ন দ্বয়ে অসামান্য তীক্ষ্ণতা, ও প্রত্যেক অঙ্গ সঞ্চালনে অসাধারণ বল ও বিক্রম, লক্ষিত হইতে লাগিল। তাঁহাকে কতিপয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইল। তাঁহার উত্তর শ্রবণে সকলে একবাক্য হইয়া অশেষ ধন্যবাদ প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাকে রাজ পদ প্রদান করিল; কিন্তু তিনি অম্লান বদনে অস্বীকার করিয়া কহিতে লাগিলেন, আমি রাজ পদ অপেক্ষা সামান্য গৃহস্থাশ্রমে অধিকতর সুখানুভব করি। দেখ! দেশ হিতৈষী নরপতি গণ, কল্যাণকর ব্যাপার সমূহে অশেষ আয়াস স্বীকার করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া, যৎপরোনাস্তি মনঃপীড়া প্রাপ্ত হন, আর যে সকল অত্যাচার নিবারণ করা তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য, চাটুকার দিগের প্রতারণা বাক্যে মুগ্ধ হইয়া, তাঁহাদিগকে নিজে তৎসমুদায়ে প্রবৃত্ত হইতে হয়। যদি পরাধীনতা পরম দুঃখের কারণ বলিয়া পরিগণিত হয়, তাহা হইলে রাজ পদে কোনও ক্রমেই সুখ সম্ভবিতে পারে না। রাজ পদ পরাধীনতার রূপান্তর মাত্র। রাজা কখনও স্বহস্তে সমস্ত রাজ কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারেন না, তাঁহাকে অবশ্যই অধিকৃত বর্গের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। এই আয়াস সাধ্য অতি গুরু রাজ্যভার যাহাদিগের স্কন্ধে না থাকে তাহারাই সুখী! রাজ্য ভার গ্রহণ করিতে হইলে, সাধারণের উপকারার্থে স্বীয় স্বাধীনতার উচ্ছেদ করিতে হয়। অতএব স্বদেশের রাজ্য ভিন্ন অন্য কোনও অনুরোধেই এরূপ ক্ষতি স্বীকার করিতে পারা যায় না, আর রাজ পদে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি ব্যতিরেকে আর কেহই ঈদৃশ ক্ষতি স্বীকারে সম্মত হইতে পারে না।

মেণ্টরের বাক্য শ্রবণে ক্রীট বাসীরা প্রথমতঃ বিস্ময় স্তিমিত নয়নে নিস্তব্ধ হইয়া রহিল; পরিশেষে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, আমরা কিপ্রকার ব্যক্তিকে সিংহাসন প্রদান করিব, আপনি তাহার ব্যবস্থা

করিয়া দেন। মেণ্টর কহিলেন, যাহাদিগের শাসন করিতে হইবে, যে ব্যক্তি তাহাদের বিষয় সবিশেষ অবগত আছেন, এবং যিনি রাজ্য শাসন ও প্রজা পালন দুরূহ কর্ম্ম বলিয়া জ্ঞান করেন, ও তাহাতে পদে পদে বিপদ্ ঘটে বলিয়া ভীত হন, সেইরূপ ব্যক্তিকে তোমরা মনোনীত কর। যিনি রাজার কর্ত্তব্য কর্ম্ম না জানিয়া রাজ পদের অভিলাষী হন, তাঁহা দ্বারা কোনও ক্রমেই রাজ কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে না। তাদৃশ ব্যক্তি কেবল আত্ম সন্তোষার্থে রাজ পদের নিমিত্ত লোলুপ হন। কিন্তু যিনি কেবল স্বজাতিস্নেহানুরোধে রাজ পদ গ্রহণে সম্মত হন, তাঁহাকেই ঈদৃশ দুর্ব্বহ ভার সমর্পণ করা কর্ত্তব্য।

এই রূপে আমরা উভয়েই এতাদৃশ লোভনীয় রাজ পদ প্রত্যাখ্যান করিলে, সকলে চমৎকৃত হইয়া অনুসন্ধান করিতে লাগিল যে, আমাদিগকে কে ঐ দেশে আনয়ন করিয়াছে। নসিক্রেটিস তৎক্ষণাৎ হেজেলকে দেখাইয়া দিলেন। তাহারা হেজেলের নিকট সবিশেষ সমুদায় অবগত হইল; কিন্তু যখন শুনিল যে, যে ব্যক্তি এই মাত্র রাজ পদ গ্রহণে অস্বীকার করিলেন, কিয়ৎদিন পূর্ব্বে তিনি হেজেলের দাসত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন, হেজেল তাঁহার অসামান্য বুদ্ধিশক্তি ও অলৌকিক গুণ গ্রাম দর্শনে মোহিত হইয়া তাঁহাকে পরম মিত্র ও উপদেষ্টা জ্ঞান করেন, এবং জ্ঞানোপার্জ্জন বাসনার বশীভূত হইয়া মাইনসের নিয়মাবলী অবগত হইবার নিমিত্ত সিরিয়া হইতে ক্রীট দ্বীপে উপনীত হইয়াছেন, তখন তাহাদের বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না।

তদনন্তর প্রাজ্ঞেরা হেজেলকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে বিজ্ঞবর! মেণ্টর ও তুমি যে একমতাবলম্বী তাহার সন্দেহ নাই; অতএব তিনি যে সিংহাসনের অঙ্গীকরণে বিমুখ হইয়াছেন, তাহা তোমাকে অর্পণ করিবার প্রস্তাব করিতে আমাদের সাহস হইতেছে না। তুমি মানব জাতিকে এত ঘৃণা কর যে, তাহাদের আধিপত্য

গ্রহণেও সম্মত নহ; আর ঐশ্বর্য্যে ও আধিপত্যে এমন কিছুই দৃষ্ট হইতেছে না যে, উহা তোমার দুর্ব্বহ রাজ্য ভার জনিত ক্লেশ মোচনে সমর্থ হইতে পারিবে। হেজেল উত্তর করিলেন, ক্রীট বাসি গণ! তোমরা মনে করিও না যে, আমি মানব জাতিকে ঘৃণা করি; যথোচিত পরিশ্রম সহকারে তাহাদিগকে ধার্ম্মিক ও সুখী করিতে পারিলে যে নির্ম্মল সুখ লাভ ও অবিনশ্বর কীর্ত্তি সঞ্চয় হয়, তাহা আমার বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইতেছে; কিন্তু সেই পরিশ্রম দ্বারা যেরূপ কীর্ত্তি স্থাপিত হউক না কেন, তাহাতে বহু ক্লেশ ও নানা বিপদ্ আছে। সিংহাসনের বাহ্য শোভা কেবল নির্ব্বোধ ও গর্ব্বিতের মন মোহিত করে। জীবন অল্প কাল স্থায়ী; উচ্চ পদে অধিরোহণ করিলে, সুখভোগ বাসনা শমিত না হইয়া বরং উত্তরোত্তর উদ্দীপিত হইতেই থাকে। আমি উচ্চ পদ লাভের অভিলাষে এত দূর আসি নাই, রাজ পদ আমি অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান করি। আমার আর কোনও অভিলাষ নাই, সতত কেবল এই বাসনা যে, নিশ্চিন্ত মনে বিজন বাসে জীবন ক্ষেপন করিব ও আত্মাকে পরম পবিত্র জ্ঞানামৃত পানে মগ্ন রাখিয়া, অনন্ত পারলৌকিক সুখ সম্ভোগ প্রত্যাশায় জীবনের স্বল্পাবশিষ্ট ভাগ নিরুদ্বেগে যাপন করিব। এতদ্ভিন্ন, আমার আর এই এক বাসনা আছে যে, আমাকে যেন কখনও মেণ্টর ও টেলি- মেকসের সহবাস সুখে বঞ্চিত হইতে না হয়।

অনন্তর ক্রীট বাসীরা মেণ্টরকে সম্বোধন করিয়া উচ্চৈঃ স্বরে কহিতে লাগিলেন, হে বিজ্ঞতম! হে নরোত্তম! কোন্ ব্যক্তি আমাদের রাজা হইবেন, আপনি স্থির করিয়া দেন, নতুবা আমরা আপনাকে এই দ্বীপ হইতে প্রস্থান করিতে দিব না। মেণ্টর অবিলম্বে উত্তর করিলেন, হে ক্রীট বাসি গণ! যৎকালে আমি রঙ্গ-ভূমিতে দাঁড়াইয়া যুদ্ধাদি দেখিতেছিলাম, তখন এক ব্যক্তি আমার নয়ন গোচর হইয়াছিলেন; তাদৃশ জনতা মধ্যেও তাঁহাকে

অবহিতচিত্ত ও প্রশান্তমূর্ত্তি দেখিয়াছি, আর বোধ হইতে লাগিল, তিনি পরিণতবয়স্ক হইয়াও বিলক্ষণ সবলকায় রহিয়াছেন। পরে কৌতূহলাকুলিত চিত্তে অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম, তাঁহার নাম অরিষ্টডিমস। কিয়ৎ ক্ষণ পরে শুনিলাম, নিকট বর্ত্তী কতক গুলি লোক তাঁহাকে বলিতেছে, আপনকার দুই পুত্র এই সকল যুদ্ধাদিতে প্রতিদ্বন্দ্বী আছেন। তিনি তাহাতে সন্তোষ প্রকাশ না করিয়া কহিতে লাগিলেন, একটি পুত্রকে আমি এত স্নেহ করি যে, তাহাকে রাজ পদ সংক্রান্ত বিপত্তিতে মগ্ন হইতে দেখিলে আমার অতিশয় কষ্ট বোধ হইবে; আর স্বদেশের প্রতি আমার এত স্নেহ আছে যে, অপর পুত্রের হস্তে রাজ্য ভার অর্পিত হওয়া কোনও ক্রমেই আমার অভিমত নহে। তাঁহার এইরূপ বাক্য শ্রবণ মাত্র আমি বুঝিতে পারিলাম যে, তাঁহার একটি পুত্র ধার্ম্মিক ও সচ্চরিত্র, তাহাকে তিনি সাতিশয় স্নেহ করেন; আর অপর পুত্রটি দুঃশীল ও অসৎ, তাহার প্রতি তাঁহার তাদৃশ স্নেহ নাই। ফলতঃ, এই কথোপকথন শুনিয়া তাঁহার সবিশেষ জীবন বৃত্তান্ত অবগত হইবার নিমিত্ত আমি একান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া অনুসন্ধান করাতে, এক ব্যক্তি আমাকে বলিতে লাগিলেন; "অরিষ্টডিমস বহু কাল সেনা সংক্রান্ত কর্ম্ম করিয়াছেন; তাঁহার সর্ব্ব শরীর অস্ত্রাঘাত চিহ্নে অঙ্কিত আছে; কিন্তু তিনি কপট ব্যবহার ও চাটু বাদ অত্যন্ত ঘৃণা করেন, এজন্য আমাদিগের পূর্ব্ব নৃপতি আইডোমিনিয়স তাঁহাকে দেখিতে পারিতেন না, সুতরাং, ট্রয় নগরের অবরোধার্থ যাত্রা কালে তাঁহাকে ক্রীট দ্বীপে রাখিয়া গেলেন। নৃপতির অন্তঃকরণ নিরন্তর শঙ্কিত থাকিত; কারণ তিনি বুঝিতে পারিতেন যে, অরিষ্টডিমস তাঁহাকে যে সকল উপদেশ দিতেন তাহা অত্যুৎকৃষ্ট; কিন্তু তাঁহার চিত্তে এতাদৃশী দৃঢ়তা ছিল না যে, তদনুসারে কার্য্য করিয়া উঠেন। আর অরিষ্টডিমস স্বীয় অলৌকিক গুণ গ্রাম প্রভাবে অল্প কাল মধ্যে

অবশ্যই অসাধারণ খ্যাতি লাভ করিবেন, ইহা চিন্তা করিয়া তদীয় অন্তঃকরণে ঈর্ষ্যারও সঞ্চার হইত। এই সমস্ত কারণে রাজা এই মহানুভাব বীর পুরুষের পূর্ব্ব কৃত কার্য্য সমূহ বিস্মরণ পূর্ব্বক তাঁহাকে দারিদ্র্য দুঃখে মগ্ন এবং নিষ্ঠুর ও নীচ লোকের উপহাসাস্পদ করিয়া ট্রয় নগর যাত্রা করিয়াছিলেন। কিন্তু অরিষ্টডিমস দরিদ্রতাতে অসন্তুষ্ট হইলেন না; ক্রীট দ্বীপের প্রান্ত ভাগে স্বচ্ছন্দে বাস করিয়া স্বহস্তে ভূমি কর্ষণ পূর্ব্বক জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। যে পুত্রটি তাঁহার অত্যন্ত প্রিয়, সে কৃষি কর্ম্মে তাঁহার যথোচিত সহায়তা করিতে লাগিল। এই রূপে পরিশ্রম দ্বারা প্রয়োজনোপযোগী অর্থ লাভ করিয়া তাঁহারা মিতব্যয়িতা সহকারে পরম সুখে কাল যাপন করিতে লাগিলেন। অরিষ্টডিমস যেমন বীর পুরুষ, তেমনই জ্ঞানী ও দয়া দাক্ষিণ্যাদি গুণে মণ্ডিত। সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া যাহা কিছু উদ্বৃত্ত হয়, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা বৃদ্ধ ও রুগ্ন দিগকে দান করেন, যুবক দিগকে পরিশ্রমে উত্তেজিত, কুপথ প্রবৃত্ত ব্যক্তি দিগকে সৎপথাবলম্বনে প্রোৎসাহিত, ও মূর্খ দিগকে জ্ঞানোপার্জ্জনে উৎসুক করেন, এবং পরস্পর বিবাদ ঘটিলে স্বয়ং মধ্য বর্ত্তী হইয়া মীমাংসা করিয়া দেন। ফলতঃ, তিনি সকল পরিবারেরই একপ্রকার কর্ত্তা। তাঁহার নিজ পরিবারের মধ্যে সকল সুখই আছে, কেবল দ্বিতীয় পুত্রটি সুশীল ও সজ্জন হইলে অসুখের কারণ মাত্র থাকিত না। পুত্রের চরিত্র সংশোধন নিমিত্ত তিনি বহু কাল অশেষবিধ চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কোনও ক্রমেই কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া পরিশেষে তাহাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছেন। তদবধি সে, নানাবিধ গর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠানে রত হইয়া অশেষ অত্যাচার করিতেছিল; এক্ষণে দুরাকাঙ্ক্ষার বশীভূত হইয়া, হিতাহিত বিবেচনায় এক বারে বিসর্জ্জন দিয়া, রাজ পদ প্রার্থী হইয়াছে"।

হে ক্রীট বাসি গণ! অরিষ্টডিমসের বিষয় আমি যেরূপ শুনিয়া-

ছিলাম অবিকল বর্ণনা করিলাম; উহা যথার্থ কি না তাহা তোমরাই বলিতে পার। যদি যথার্থ হয়, তাহা হইলে, এত আড়ম্বরের ও এত জনতার কি প্রয়োজন ছিল? যিনি সমর সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপার সবিশেষ অবগত আছেন; যাঁহার এত সাহস ও সহিষ্ণুতা আছে যে, ভল্ল প্রভৃতি অস্ত্রাঘাতের কথা দূরে থাকুক, দরিদ্রতার তীব্র ও দুঃসহ শরাঘাতেও অবিচলিত থাকেন; যিনি তোষামোদার্জ্জিত ধনে ঘৃণা প্রদর্শন করেন; যাঁহার আলস্যে বিরাগ ও পরিশ্রমে অনুরাগ আছে; কৃষি কার্য্য দ্বারা সাধারণের কত উপকার জন্মে, যিনি তাহা সবিশেষ অবগত আছেন; যিনি বাহ্য শোভায় ও বাহ্য আড়ম্বরে একান্ত বিমুখ; যাঁহার ইন্দ্রিয় গণ নিয়ত বুদ্ধি বৃত্তির অধীন; যে সন্তান-স্নেহের বশীভূত হইয়া প্রায় সকলেই হিতাহিত বিবেচনা শূন্য হইয়া উঠে, সেই সন্তানস্নেহ যাঁহাকে কখনই ধর্ম্ম পথ হইতে স্খলিতপদ করিতে পারে নাই; যিনি তনয় দ্বয়ের মধ্যে ধার্ম্মিককে লালন পালন করিতেছেন, ও অধার্ম্মিককে নিষ্কাশিত করিয়াছেন; ফলতঃ যাঁহাকে ক্রীট বাসী দিগের পিতার স্বরূপ বলিতে পারা যায়; ঈদৃশ ব্যক্তি তোমাদিগের দেশে বাস করিতেছেন। অতএব, যদি মাইনসের নিয়মাবলী অনুসারে শাসিত হইতে অভিলাষ থাকে তাহা হইলে তাঁহাকেই সিংহাসন প্রদান কর।

মেণ্টরের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সকলে একবাক্য হইয়া মুক্ত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, অরিষ্টডিমসের বিষয় যাহা কথিত হইল তাহা সম্পূর্ণ যথার্থ; তিনিই যে রাজ পদের যথার্থ উপযুক্ত পাত্র তদ্বিষয়ে কোনও সংশয় নাই। পৌর গণ ও জানপদ বর্গ এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে প্রাজ্ঞেরা অরিষ্টডিমসের আনয়ন জন্য আদেশ করিলেন। তিনি জনতা মধ্যে অতি সামান্য লোক দিগের সহিত এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিলেন, তথা হইতে অবিলম্বে আনীত হইলেন। তিনি সমাজ সমীপে দণ্ডায়মান হইলে, তাঁহাকে সম্পূর্ণ প্রশান্তমূর্ত্তি ও নিরুৎকণ্ঠচিত্ত

বোধ হইতে লাগিল। ক্রীট বাসীরা তাঁহাকে সিংহাসন প্রদানে দৃঢ়নিশ্চয় হইয়াছেন অবগত হইয়া তিনি কহিতে লাগিলেন, আমি তিন নিয়মে রাজ্য ভার গ্রহণে সম্মত হইতে পারি। প্রথমতঃ, যদি দুই বৎসরের মধ্যে আমি তোমাদের অবস্থার উৎকর্ষ সাধন করিতে না পারি, অথবা তোমরা যদি শাসন কার্য্য নির্ব্বাহে প্রতিবন্ধকতাচরণ কর, তাহা হইলে আমি রাজ্য ভার পরিত্যাগ করিব। দ্বিতীয়তঃ, রাজ্য ভার গ্রহণ করিয়াও আমার পূর্ব্ববৎ সামান্য ও পরিমিত আহার বিহারাদির ব্যাঘাত হইতে পারিবে না। তৃতীয়তঃ আমার পুত্রেরা স্বদেশ বাসী দিগের অপেক্ষা উচ্চপদস্থ বলিয়া পরিগণিত হইবে না, এবং আমার মৃত্যুর পর, পিতৃ পদের গৌরব গণনা না করিয়া তাহারা স্ব স্ব গুণানুসারে সমাজে পরিগণিত হইবে।

এই বাক্য শ্রবণ মাত্র, চতুর্দ্দিক্ আনন্দ ধ্বনিতে পরিপূর্ণ হইল। প্রধান প্রাজ্ঞ স্বহস্তে রাজ মুকুট লইয়া অরিষ্টডিমসের মস্তক মণ্ডিত করিয়া দিলেন। দেবার্চ্চনা হোম প্রভৃতি দৈব কার্য্যের অনুষ্ঠান হইতে লাগিল। অরিষ্টডিমস আমাদিগকে অত্যুৎকৃষ্ট উপহার প্রদান করিলেন; আর হেজেলকে মাইনসের স্বহস্ত লিখিত এক খণ্ড ব্যবস্থা পুস্তক ও ক্রীট দ্বীপের ইতিহাস গ্রন্থ প্রদান করিলেন; তদ্ভিন্ন, আহারার্থ তদীয় অর্ণব পোতে নানাবিধ উপাদেয় খাদ্য সামগ্রী পাঠাইয়া দিলেন, এবং বলিয়া পাঠাইলেন, যাহা আবশ্যক হইবে জানিবা মাত্র উপনীত হইবে।

অতঃপর আমরা প্রস্থানের নিমিত্ত নিতান্ত উৎসুক হইয়া উঠিলাম। বহুসংখ্যক নিপুণ নাবিক, কতিপয় বল বীর্য্য শালী সৈনিক পুরুষ, নানাবিধ পরিচ্ছদ, ও যথেষ্ট আহার সামগ্রী দিয়া রাজা অবিলম্বে এক অর্ণব যান সজ্জিত করাইলেন। আমরা যানারোহণের উদ্যোগ করিতেছি. এমন সময়ে ইথাকা গমনোপযোগী বায়ু বহিতে লাগিল; কিন্তু হেজেলকে তদ্বিপরীত দিক গমন করিতে হইবে, সুতরাং অগত্যা

তাঁহাকে কিছু দিনের নিমিত্ত ক্রীট দ্বীপে অবস্থিতি করিতে হইল। তিনি আমাদিগকে পরম মিত্র জ্ঞান করিতেন; এক্ষণে আমাদের সহিত জন্মের মত দেখা শুনা শেষ হইল স্থির করিয়া, নিতান্ত কাতর চিত্তে আমাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া কহিতে লাগিলেন, দেখ! দেবতারা ন্যায় পরায়ণ; তাঁহারা জানেন যে, ধর্ম্মই আমাদের সৌহৃদ্য গ্রন্থি; অতএব তাঁহারা অবশ্যই আমাদিগকে পুনরায় মিলিত করিবেন। ধার্ম্মিকেরা জীবনান্তে যে আনন্দ ক্ষেত্রে অবস্থিতি করিয়া অনন্ত বিশ্রামসুখ অনুভব করেন, আমাদিগের জীবাত্মা সেই স্থানে পুনর্ব্বার মিলিত হইবে, তৎপরে আর কখনই বিযুক্ত হইবে না। হায়! আমার এই অভিলাষ কি পূর্ণ হইবে? আমার ভস্ম রাশি কি তোমাদের ভস্মের সহিত মিলিত হইবে? এই বলিতে বলিতে শোক ভরে তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল, ঘন ঘন নিশ্বাস বহিতে লাগিল, এবং নয়ন যুগল হইতে অবিরত বাষ্প বারি বিগলিত হইতে লাগিল; আমরাও সাতিশয় শোকাকুল হইয়া প্রবল বেগে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলাম।

অরিষ্টডিমস যে রূপে বিদায় লইলেন, তাহাতেও আমাদের হৃদয় দ্রবীভূত হইল। তিনি বলিতে লাগিলেন, তোমরাই আমাকে রাজ পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছ; রাজ পদ যে কিপ্রকার বিপত্তির আস্পদ তাহা তোমাদের যেন মনে থাকে। এক্ষণে দেবতা দিগের নিকট প্রার্থনা কর, যেন তাঁহারা আমার মানস কূপ জ্ঞানানল প্রভায় প্রদীপ্ত করেন; আর যে পরিমাণে অন্যের উপর আমার আধিপত্য লাভ হইল, যেন সেই পরিমাণে আমি আপনার উপর আধিপত্য করিতে পারি। আমি দেবতা দিগের নিকট প্রার্থনা করিতেছি, তোমরা নিরাপদে স্বদেশে প্রতিগমন করিয়া শত্রু পক্ষকে সমুচিত শাস্তি প্রদান কর, এবং ইউলিসিস স্বদেশে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক নিরতিশয় সুখী হইয়া পুনরায় সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়াছেন দেখিয়া, যার পর নাই পরিতোষ

লাভ কর। টেলিমেকস! আমি তোমাকে এক উৎকৃষ্ট অর্ণব পোত দিয়াছি, ইহাতে যে সকল নাবিক ও সৈনিক পুরুষ আছে, শত্রু পক্ষের দমন করিবার আবশ্যক হইলে, তাহারা তোমার বিলক্ষণ সাহায্য করিতে পারিবে। মেণ্টর! তোমাকে আর কি দিব, তোমার যে মহামূল্য জ্ঞান রত্ন আছে, তাহাতেই তোমার সকল আছে। এখন তোমরা সুখে গমন কর; চির কাল পরস্পরের প্রীতিপ্রদ হও; আর যদি কখনও ক্রীট দ্বীপ হইতে ইথাকার কোনও সাহায্য আবশ্যক হয়, যাবৎ দেহে প্রাণ থাকিবে, আমি তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদন করিব, তোমরা আমার সৌহৃদ্যে নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবে; বাষ্প রুদ্ধ কণ্ঠে এই কথা বলিয়া তিনি আমাদিগকে আলিঙ্গন করিলেন, আমরাও অশ্রুপূর্ণ নয়নে প্রত্যালিঙ্গন করিলাম।

অনুকূল বায়ু বহিতে আরম্ভ হইল। তদ্দর্শনে বোধ হইতে লাগিল, আমরা নিরাপদে ও পরম সুখে স্বদেশে প্রতিগমন করিতে পারিব। আইডা নামক প্রসিদ্ধ প্রকাণ্ড ভূধর মুহূর্ত্ত মধ্যে গণ্ডশৈলবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল; ক্রীট দ্বীপের উপকূল এক বারে দৃষ্টি-পথাতীত হইয়া গেল; এবং বোধ হইতে লাগিল, যেন পেলোপ-নিশসের উপকূল সাক্ষাৎকার মানসে দ্রুত বেগে আমাদের অভিমুখে আগমন করিতেছে। কিন্তু অকস্মাৎ এক প্রচণ্ড বাত্যা উত্থিত হইয়া গগন মণ্ডল অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিয়া আনিল এবং সাগর বারি আলোড়িত হইয়া উত্তাল তরঙ্গ মালা বিস্তার করিতে লাগিল। রজনী উপস্থিত হইল। বোধ হইতে লাগিল, যেন মৃত্যু ভীষণ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া পুরোভাগে আবির্ভূত হইল। মেণ্টর দৈব সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়ে সবিশেষ অভিজ্ঞ; আমি তাঁহার নিকট শুনিয়াছি যে, পূর্ব্বে আমরা বীনসের প্রতি যে অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়াছিলাম, তৎপ্রযুক্ত তিনি সাতিশয় ক্রুদ্ধা হইয়া আমাদিগকে শাস্তি প্রদানার্থ বরুণ সমীপে গমন করেন, এবং বাষ্পাকুল লোচনে গদ্গদ বচনে কহেন, দেখ এই

দুরাত্মারা আমার অবমাননা করিয়া অক্ষত শরীরে যাইতেছে, তুমি কি বসিয়া দেখিতে থাকিবে? দেবতারাও আমার পরাক্রম স্বীকার করিয়া থাকেন; কিন্তু এই দুই অহঙ্কৃত মানবের এত দূর আস্পর্দ্ধা যে, আমার প্রিয় দ্বীপ মধ্যে যাহারা আমার অর্চ্চনা করিয়া থাকে, ইহারা তাহাদের নিন্দা ও দ্বেষ করে। ইহারা এই গর্ব্বে গর্ব্বিত যে, ইহাদের হৃদয় জ্ঞানে এরূপ পরিপূর্ণ যে, তথায় সুখ ভোগ বাসনা কখনও প্রবেশ করিতে পারে না। তুমি কি বিস্মৃত হইয়াছ যে, আমি তোমার রাজ্য মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছি? আমি যে নরাধম পাষণ্ড দিগকে ঘৃণা করি, তাহাদিগকে বিনষ্ট করিতে তুমি কি নিমিত্ত বিলম্ব করিতেছ?

এই বলিয়া বীনস বিরত হইবামাত্র, বরুণ দেবের আদেশ ক্রমে সমুদ্রের তরঙ্গ সকল স্ফীত হইয়া অতি প্রকাণ্ড পর্ব্বতের আকার ধারণ করিল। এই বারে পোত ভঙ্গ ঘটিয়া আমাদের অর্ণব গর্ভ প্রবেশ অপরিহার্য্য হইয়াছে, এই ভাবিয়া আহ্লাদ ভরে দেবীর অধরে হাস্য সঞ্চার হইল। আমাদের নাবিক হতাশ ও হতবুদ্ধি হইয়া চীৎকার করিয়া বলিল, এই দুরন্ত বাত্যায় আর আমি কোনও ক্রমেই পোত রক্ষা করিতে পারি না। সে এই বলিতে বলিতে, আমাদের পোত অনিবার্য্য বেগে এক জল মধ্যগত শৈলের উপর নীত হইল, গুণবৃক্ষ ভগ্ন হইয়া গেল, এবং তল ভেদ ঘটাতে অবিলম্বে জল পূর্ণ হইয়া পোত মগ্ন হইবার উপক্রম হইল। তদ্দর্শনে নাবিক ও পোতবাহ গণ চীৎকার ও আর্ত্ত নাদ করিতে লাগিল। আমি মেণ্টরের নিকটে গিয়া তাঁহার গলায় ধরিয়া বলিলাম, সখে! কৃতান্ত সম্মুখে উপস্থিত; আইস, আমরা নির্ভয়ে ও অবিচলিত চিত্তে তদীয় হস্তে আত্ম সমর্পণ করি। অদ্য এই বিপদে আমাদের প্রাণ নাশ ঘটিবে বলিয়াই, পূর্ব্বে দেবতারা নানা বিপদ্ হইতে আমাদের পরিত্রাণ করিয়াছিলেন। আমি মরিতেছি বটে, কিন্তু তোমার সমক্ষে ও

সমভিব্যাহারে মরিতেছি, এজন্য আমার কিছুমাত্র ক্ষোভ বা দুঃখ রহিতেছে না। এই দুর্ঘটনায় জীবনের আশা করা নিতান্ত নিষ্ফল। মেণ্টর কহিলেন, বিপৎকালে নিশ্চেষ্ট ও হতাশ্বাস হওয়া যথার্থ সাহসের কর্ম্ম নহে; তাদৃশ সময়ে অবিচলিত চিত্তে মৃত্যু প্রতীক্ষা করাই মনুষ্যের প্রকৃত কর্ম্ম নয়; মৃত্যু ভয়ে অভিভূত না হইয়া সাধ্যানুসারে প্রতীকার চেষ্টা করা সর্ব্বতোভাবে উচিত ও আবশ্যক। আইস, আমরা এই ভগ্ন পোতের অংশবিশেষ অবলম্বন করি, আর এই সকল লোক ভয়াভিভূত, হতবুদ্ধি, ও প্রতীকার চেষ্টায় পরাঙ্মুখ হইয়া প্রাণ বিনাশ শঙ্কায় যেরূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছে সেরূপ না করিয়া প্রাণ রক্ষার চেষ্টা পাই। এই বলিতে বলিতে তিনি লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক গুণবৃক্ষের উপর অধিষ্ঠান করিলেন, এবং নাম গ্রহণ পূর্ব্বক আহ্বান করিয়া, তাঁহার অনুবর্ত্তী হইবার নিমিত্ত আমাকে উৎসাহ দিতে লাগিলেন। অর্ণব গর্ভে নিপতিত হইয়াও তিনি নির্ভয় ও প্রশান্তচিত্ত লক্ষিত হইতে লাগিলেন; তদ্দর্শনে আমারও অন্তঃকরণে অভূতপূর্ব্ব সাহস সঞ্চার হইল; তখন আমিও তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হইয়া গুণবৃক্ষ অবলম্বন পূর্ব্বক সাগর সলিলে অবতীর্ণ হইলাম। গুণবৃক্ষ আমাদের উভয়ের ভরে জল মগ্ন না হইয়া পূর্ব্ববৎ ভাসিতে লাগিল; সুতরাং আমরা তদবলম্বনে ভাসিতে ভাসিতে চলিলাম। যদি এমন সময়ে এই অবলম্বন না পাইয়া কেবল সন্তরণ দ্বারা আত্ম রক্ষার চেষ্টা করিতে হইত, তাহা হইলে, অল্প ক্ষণেই আমরা নিতান্ত ক্লান্ত ও হতবীর্য্য হইয়া পড়িতাম। যাহা হউক, ঐ গুণবৃক্ষ অতি প্রকাণ্ড বটে, কিন্তু বাত্যা বলে এত বিচলিত হইতে লাগিল যে, আমাদিগকে বারংবার স্থান ভ্রষ্ট ও জল মগ্ন হইতে হইল, এবং মুখে, নাসা রন্ধ্রে, ও কর্ণ বিবরে অনবরত জল প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। পূর্ব্ববৎ তদুপরি আরূঢ় হইবার নিমিত্ত আমাদিগকে যৎপরোনাস্তি আয়াস ও পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। কখনও কখনও

তরঙ্গ সকল স্ফীত হইয়া আমাদিগের মস্তকের উপর দিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল। ঐ গুণবৃক্ষ আমাদের এক মাত্র অবলম্বন ও আশা স্থান ছিল, পাছে উহা তরঙ্গের বেগে ও ঔদ্ধত্যে অপসারিত হয়, এই ভয়ে আমরা উভয়ে উহা প্রাণপণে ধরিয়া রহিলাম।

মেণ্টর এই পরম রমণীয় কাননে উপবিষ্ট থাকিয়া যেরূপ প্রশান্তচিত্ত লক্ষিত হইতেছেন, সেই বিপদের সময়ে গুণবৃক্ষের উপর অধিরূঢ় থাকিয়াও তদ্রূপ লক্ষিত হইয়াছিলেন। ফলতঃ, তাদৃশ অবস্থাতেও তদীয় মুখ মণ্ডলে ভয় বা ব্যাকুলতার লেশ মাত্র উপলব্ধ হয় নাই। তিনি প্রশান্ত স্বরে আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, টেলিমেকস! তোমার কি কখনও এরূপ বোধ বা বিশ্বাস হয় যে, বাত্যা ও তরঙ্গ জীবন মরণের নিয়ন্তা? যদি দেবতা দিগের অভিপ্রেত না হয়, তাহা হইলে, উহারা কি কখনও তোমার প্রাণ নাশের হেতু হইতে পারে? জগতে যে কোনও ঘটনা হয়, তৎসমুদায়ই দেবতা দিগের ইচ্ছা ও নিয়মের অধীন; অতএব, যদি ভয় করিতে হয় তাঁহাদিগকেই ভয় করিবে, সমুদ্রকে কদাচ ভয় স্থান জ্ঞান করিবে না। যদি তুমি অর্ণব গর্ভে নিমগ্ন থাক, জগৎপতির অভিপ্রেত হইলে, তিনি তৎক্ষণাৎ তোমাকে তথা হইতে উদ্ধৃত করিতে পারেন; আর যদি তুমি অত্যুন্নত সুমেরু শিখরে অধিরূঢ় থাক, তাঁহার ইচ্ছা হইলে, তিনি তৎক্ষণাৎ তোমাকে তথা হইতে রসাতলে বা দুস্তর নরকে চির কালের নিমিত্ত পরিক্ষিপ্ত করিতে পারেন। তদীয় এই উপদেশ বাক্য শ্রবণ করিয়া আমি মনে মনে যথেষ্ট প্রশংসা করিলাম, এবং আমার অন্তঃকরণে কিয়দংশে উৎসাহ ও সাহসের সঞ্চার হইল; কিন্তু আমি ভয়ে এরূপ বিহ্বল ও হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিলাম যে, কোনও উত্তর দিতে পারিলাম না। অতঃপর আমরা পরস্পর অদৃশ্য হইলাম; না আমিই আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম, না তিনিই আর আমাকে দেখিতে পাইলেন। আমরা সমস্ত রাত্রি এই অবস্থায় রহিলাম; কোন্ দিকে

যাইতেছি, এবং অবশেষে কোন্ স্থানে উপনীত হইব, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। ক্রমে ক্রমে বাত্যার ঔদ্ধত্য হ্রাস প্রাপ্ত হইতে লাগিল; সেই সঙ্গে প্রচণ্ড তরঙ্গ সকল লয় প্রাপ্ত হইতে লাগিল, এবং অবশেষে জলনিধি ভীষণ মূর্ত্তি পরিহার পূর্ব্বক প্রশান্ত ভাব অবলম্বন করিল। এই রূপে ঐ দুর্দ্দিন অতিক্রান্ত হইলে, নভোমণ্ডলে নক্ষত্র মালার আবির্ভাব হইল। কিয়ৎ ক্ষণ পরেই পূর্ব্ব দিগ্বিভাগে অরুণোদয় লক্ষিত হইল। তখন আমরা ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চারণ করিয়া কিয়ৎ দূরে ভূমি নিরীক্ষণ করিলাম। মন্দ মন্দ বায়ু সঞ্চার সহকারে আমরা সেই দিকে নীত হইতে লাগিলাম; তদ্দর্শনে আমার অন্তঃকরণে পুনরায় আশা সঞ্চার হইল। তখন আমরা, আমাদের সহচরেরা জীবিত আছেন কি না, জানিবার নিমিত্ত নিতান্ত উৎসুক চিত্তে চারি দিকে নেত্র পাত করিতে লাগিলাম, কিন্তু এক ব্যক্তিকেও দেখিতে পাইলাম না। বোধ হয়, তাঁহারা সকলেই হতাশ্বাস হইয়া, জীবনাশায় বিসর্জ্জন দিয়া, পোত সমভিব্যাহারেই অর্ণব গর্ভে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। আমরা নির্বিঘ্নে ও নিরুদ্বেগে ক্রমে ক্রমে তীরের অধিকতর সন্নিহিত হইতে লাগিলাম। অবশেষে জানুপ্রমাণ জলে উপস্থিত হইবামাত্র, আমাদিগের চরণ বালুকা স্পর্শ করিল। ঐ স্থানেই আমরা, এই অশেষ সুখাস্পদ পরম রমণীয় দ্বীপের অধীশ্বরী কৃপাময়ী দেবীর নেত্র পথে পতিত হইয়া, তদীয় অপ্রতিম স্নেহের ভাজন হইয়াছি ও অসম্ভাবনীয় অনুগ্রহ লাভ করিয়াছি।

PRINTED BY UPENDRA NATHA CHAKRAVARTI,
AT THE SANSKRIT PRESS.
No. 5, NANDAKUMAR CHAUDHURY'S 2nd LANE, CALCUTTA.
1909.